উপজেলা পরিষদ,ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর।

বার্ষিক পরিকল্পনা (২০২২-২০২৩)

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক মোল্লা
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর

মুখবন্ধ

জাতির পিতার স্মৃতি বিজরিত দক্ষিণ বঙ্গের প্রবেশ দ্বার জেলা সদর হিসেবে ফরিদপুর সদর উপজেলা সঙ্গত কারনেই উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত হয়। ঢাকা-খুলনা বরিশাল রেল সড়ক,পদ্মার তীরে সি এন্ড বি ঘাট- এর মত সম্ভাবনা ময় নদী বন্দর প্রাকৃতিক ভাবে ঘূর্নিঝড় জলস্থাস,ভূমি কম্পের বলয় থেকে বহুলায়শে নিরাপদ। ফরিদপুর সদর উপজেলায় জাতীয় কোন বৃহৎ প্রকল্প,কলকাল খানা গড়ে তোলা হয়নি। নজর দেওয়া হয়নি অবকাঠামো ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের দিকে,কৃষি নির্ভর অর্থনীতির উন্নয়নে কোন কার্যকরী রাষ্ট্রীয় কর্মসূচী গ্রহন করা হয়নি। যে কারনে দেশের অন্যান্ন উপজেলার সাথে এই উপজেলা বাসীর অর্থনৈতিক নৈতিবাচক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। জাতির জনকের সুযোগ্য কন্যা দেশ রত্ন গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা-র ভিশন ২০২১ এবং ভিশন-২০৪১ এর বাস্তবায়ন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে ফরিদপুর সদর উপজেলা পরিষদ সহযোদ্ধার ভূমিকায় থাকবে। আমি এ প্রচেষ্ঠার সাফল্য কামনা করে সদর উপজেলা বাসীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

ফরিদপুর জেলা সদর হিসেবে ফরিদপুর সদর উপজেলা দক্ষিণ বঙ্গের অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ন জনপদের নাম। বাংলাদেশের পুরাতন ইতহাস সমৃদ্ধ জেলা সমূহের মধ্যে ফরিদপুর জেলা অন্যতম/সামাজিক/রাজনৈতিক ও ভৌগলিক মানদন্ডে ফরিদপুর জেলার অবস্থান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ন হলেও উন্নয়নের মানদন্ডে বিশেষ করে ৭৫ পরবর্তি রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সাথে দীর্ঘ প্রায় দুই যুগ এই জেলার সাথে বিমাতা সূলভ আচরন করে শাসক চক্র এই জনপদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাকাকে পরিকল্পিত ভাবে থামিয়ে রাখে।

ফরিদপুর জেলার ৯ টি উপজেলার মধ্যে ফরিদপুর সদর উপজেলা ১২টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা নিয়ে গঠিত হলেও ঐতিহাসিকভাবে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগলিক অবস্থার প্রেক্ষাপট বিবেচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ জনপদ। পল্লী কবি জসিম উদ্দীনের স্মৃতি বিজরিত সমাধি এ ফরিদপুরে অবস্থিত। ছোট-বড় বহু নদী, খাল-বিল, পুকুর, ধান-পাট, পেঁয়াজ-রসুন, ফল-ফলাদি, সবজী ও মৎস্য উৎপাদনে সমৃদ্ধ ধনী-গরীব সকল শ্রেণীর মেহনতী মানুষের চাহিদা ও অভাব-অভিযোগগুলো মাথায় রেখে শিক্ষা, কৃষি ও দারিদ্র্য বিমোচনকে অগ্রাধিকার দিয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের এর সহায়তায় ও এর নীতিমালা অনুসরণ করে ফরিদপুর সদর উপজেলা পরিষদ কর্তৃক ২০১৯-২০২০ খ্রি. হতে ২০২৩-২০২৪ খ্রি. অর্থ বছরের এসডিজি বান্ধব পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বই আকারে প্রণয়ন করা হয়েছে।

সরকার উপজেলা পরিষদকে একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে রূপায়নের লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদের জন্য নানামুখী প্রকল্প ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সঠিক কর্মপরিকল্পনা, সুচিন্তিত কর্মপদ্ধতি গ্রহণ এবং সৎ, সুশিক্ষিত জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ জনপ্রতিনিধি ও সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মাধ্যমেই তা বাস্তবায়ন সম্ভব। এ বিষয়টি মাথায় রেখে ফরিদপুর সদর উপজেলা পরিষদের এসডিজি বান্ধব বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় যাতে উপজেলা পরিষদে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ন সম্ভব হয়। এ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ফরিদপুর সদর উপজেলা পরিষদকে আরও অধিক কার্যকর গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে এবং এলাকার আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় হোক সংগ্রামী জনতার।

বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

(মোঃ আব্দুর রাজ্জাক মোল্লা)

লিটন ঢালী
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর

সম্পাদকীয়

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ ও ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (০১ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে সংশোধিত) কার্যকর হয়েছে। এই আইনের আওতায় উপজেলা পরিষদের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য ৯ টি বিধিমালা ও উপজেলা পরিষদ ম্যানুয়াল, ২০১৩ প্রণয়ণ করা হয়েছে। এসব আইন, বিধিমালা প্রণয়নের ফলে এবং তার যথাযথ অনুসরণ কার্যকর হলে স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন ও জনকল্যাণ নিশ্চিত হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ জনসেবা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ এর ধারা ৪২ এ বলা হয়েছে যে উপজেলা পরিষদসমূহ উপজেলার আর্থ- সামাজিক উন্নয়নের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাসহ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। আইনের ২য় তফসিলে (উপজেলা পরিষদের কার্যাবলী) এর ১নং ক্রমিকে এই বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সেই লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদকে গতিশীল করতে স্থানীয় পর্যায়ে বার্ষিক ও পঞ্চ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে ফরিদপুর সদর উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে বার্ষিক পরিকল্পনা (২০২২-২৩) প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ফরিদপুর সদর উপজেলার বার্ষিক পরিকল্পনা (২০২২-২৩) প্রণয়নের ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা, সরকারি-বেসরকারি খাতের অর্থপ্রবাহ, স্থানীয় চাহিদাকে বিবেচনায় নিয়ে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। জনগণের সার্বিক উন্নয়নের জন্য অংশীদারিত্বমূলক পদ্ধতিতে তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের মতামত নিয়ে চাহিদা নির্ণয়পূর্বক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিতকল্পে ফরিদপুর সদর উপজেলায় পরিকল্পনা প্রণয়নে নির্বাচিত সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রণীত পরিকল্পনার সুষম বাস্তবায়ন সম্ভব হবে বলে আশা করি। জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তাদের যে উদ্যোগ লক্ষ্য করছি তাতে আমি আশা করতে পারি অচিরেই ফরিদপুর সদর উপজেলা একটি আদর্শ উপজেলায় পরিণত হবে।

পরিকল্পনা প্রণয়নে অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আরোহণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরী দল (টিজিপি), প্রকল্প নির্বাচন কমিটিসহ স্থানীয় জন প্রতিনিধিগণ ও পরিষদে ন্যস্ত সকল কর্মকর্তা ও উপজেলা পরিষদের ও প্রশাসনের সকল কর্মচারী যারা শ্রম দিয়েছেন তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(লিটন ঢালী)

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
	প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা ও উপজেলা পরিচিতি	
১.০	ভূমিকা ও প্রেক্ষাপট	
১.১	উপজেলা পরিচিতি	
১.২	পরিকল্পনা বই প্রণয়নের উদ্দেশ	
১.৩	উপজেলা তথ্য ও পরিকল্পনা বই প্রণয়নের ধাপ সমূহ	
১.৪	বার্ষিক পরিকল্পনা বই প্রণয়েনর সীমাবদ্ধতা সমূহ	
	দ্বিতীয় অধ্যায়: তথ্য সম্ভার	
২.০	ভমিকা	
২.১	উপজেলার সাধারণ তথ্য ঃ (এক নজরে সদর উপজেলা)	
২.২	উপজেলা খাতভিত্তিক তথ্য সম্ভার	
২.৩	হস্তান্তরিত বিভাগ সমূহের সাধারণ তথ্য	
২.৪	প্রকৌশল বিভাগ (এলজিইডি)	
২.৫	স্বাস্থ্য বিভাগ	
২.৬	পরিবার পরিকল্পনা	
২.৭	মৎস্য বিভাগ	
২.৮	উপজেলা সমাজকল্যাণ বিভাগ	
২.৯	উপজেলা যুব উন্নয়ন বিভাগ	
২.১০	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা	
২.১১	উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা	
২.১২	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস	
২.১৩	উপজেলা কৃষি অফিস	
২.১৪	উপজেলা বন অফিস	
২.১৫	উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	
২.১৬	উপজেলা মহিলা বিষয়ক	
২.১৭	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিস	
২.১৮	উপজেলা সমবায় অফিস	
২.১৯	উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস	
২.২০	অহস্তান্তরিত বিভাগ সমূহের সাধারণ তথ্য	
২.২১	উপজেলা ভূমি অফিস	
২.২২	উপজেলা নির্বাচন অফিস	
২.২৩	উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিস	
	তৃতীয় অধ্যায়: ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বিভাগ ভিত্তিক উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিকল্পনা	
৩.১	রূপকল্প (ঠরংরড়হ)	
৩.২	উপজেলার পাঁচটি প্রধান সমস্যা বা সেক্টর চিহ্নিত করে প্রতি বছরের অগ্রাধিকার তালিকা নিম্নরূপ	
৩.৩	ষ্ট্যাটেজিক ডেভেলভমেন্ট গোল (ঝউএ) এর লক্ষ্য অর্জনে খাত ভিত্তিক উন্নয়নের আলোকে আগামী পাঁচ বছরে মধুখালী উপজেলাকে যেভাবে দেখতে চাই	
	চতুর্থ অধ্যায়: উন্নয়ন প্রস্তাব	
৪.১	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের উন্নয়ন পরিকল্পনা ফরিদপুর সদর উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩	
৪.২	মৎস্য বিষয়ক	

৪.৩	প্রাণি সম্পদ	
৪.৪	জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ	
৪.৫	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন	
৪.৬	মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা	
৪.৭	সমাজকল্যাণ বিষয়ক	
৪.৮	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিষয়ক	
৪.৯	পল্লী উন্নয়ন	
	৫ম অধ্যায়: ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বাজেট	
৫.১	বাজেট প্রণয়ন পদ্ধতি	
৫.২	বাজেট সূচী	
	৬ষ্ঠ অধ্যায়: মনিটরিং ও মূল্যায়ন পদ্ধতি	
৬.১	প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি	
৬.২	সুশাসন	
	৭ম অধ্যায়: অডিট রিপোর্ট ও উপজেলা পরিচিতি	
৭.১	গত অর্থ বছরের অডিট রিপোর্ট	

89°42'
89°46'
89°50'
89°54' E
23° 42' N
23° 40'
23° 38'
23° 36'
23° 34'
23° 32'
23° 30'
GOALANDAGHAT
HARIRAMPUR
Uttar Channel
Padma R
Char Madhabdia
Old Kumar R
Ishan Gopalpur
Bansantapur RS
Amirabad RS
Ambikapur
Decreerchar
RAJBARI SADAR
Majchar
FARIDPUR SADAR
Bhubaneshwar R
CHAR BHADRASAN
Paurashava
Shitalakshya R
Aliabad
Krishnanagar
Kumar R
Old Kumar R
Greda
Kaijuri
Kanaipur
MADHUKHALI
Bakhunda RS
Chapa Beel
Hari Beel
BOALMARI
NAGARKANDA
FARIDPUR SADAR UPAZILA
1 0 1 2 3 km
89°42'
89°46'
89°50'
89°54'

এক নজরে ফরিদপুর সদর

১৩০০ শতাব্দির প্রথম দিকে বিখ্যাত সূফি সাধক হযরত শেখ শাহ ফরিদ এখানে অবস্থান করেন। তাঁর নামানুসারে ১৮৯৪ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর ফরিদপুর কোতয়ালী থানা প্রতিষ্ঠিত হয়। অতপর ১৯৮৪ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরনের জন্য ফরিদপুর সদর উপজেলা নামে নামকরন করা হয়।
এ উপজেলার অভ্যন্তরে কুমার নদী, ভূবেনশ্বর নদী ও পদ্মা নদী প্রবাহিত রয়েছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক পর্যায়ে ফরিদপুর শহরের উৎপত্তি হয় বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। মোঘল শাসনের সূত্রপাত ঘটে ১৬৬৬ খ্রি:। চকবাজার তখন শহরের ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। এই চকবাজার শব্দটিও মোঘল সূত্রে প্রাপ্ত। ধর্মীয় উদ্দেশ্যে গোয়ালচামট, খাবাসপুর, অম্বিকাপুর হিন্দু আশ্রম, মঠ, মন্দির গড়ে উঠে। নিলটুলী সড়ক তৎকালীন উন্নয়নের নির্দেশক। ১৭৬০ খ্রি: ফরিদপুর ব্রিটিশ শাসকের ছোঁয়া লাগে। ১৮০০ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে শহরে গড়ে উঠতে থাকে ইট-পাথরের ভবনাদি, পাশ্চাত্য নক্সার বাংলোসমূহ।

১৮৮৯ হতে ১৯৪৭ পর্যন্ত ৭৮ বছর ব্রিটিশ সময়কাল, ১৯৪৮ হতে ১৯৭১ পর্যন্ত ২৩ বছর পাকিস্তান সময়কাল, ১৯৭১হতে ২০১৯ পর্যন্ত ৪৮ বছর বাংলাদেশ সময়কাল হিসেবে ভাগ করলে দেখা যায়, ফরিদপুর শহরের নগর উন্নয়ন হয়েছে কখনও শম্বুক গতিতে, কখনও কিছুটা ত্বরিত গতিতে, আবার কখনও নানা কারণে এর উন্নয়ন ব্যাহত হয়েছে। আশির দশকে ফরিদপুর শহরের কালেবর ধীরে ধীরে ১৩০০ শতাব্দির প্রথম দিকে বিখ্যাত সূফি সাধক হযরত শেখ শাহ ফরিদ এখানে অবস্থান করেন। তাঁর নামানুসারে ১৮৯৪ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর ফরিদপুর কোতয়ালী থানা প্রতিষ্ঠিত হয়। অতপর ১৯৮৪ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরনের জন্য ফরিদপুর সদর উপজেলা নামে নামকরন করা হয়। (ফরিদপুর জেলা) আয়তন: ৪০৭.০২ বর্গ কিমি। অবস্থান: ২৩±২৯µ থেকে ২৩±৩৪µ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯±৪৩µ থেকে ৮৯±৫৬µ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। সীমানা: উত্তরে গোয়ালন্দ ও হরিরামপুর উপজেলা, দক্ষিণে নগরকান্দা উপজেলা, পূর্বে চরভদ্রাসন ও হরিরামপুর উপজেলা, পশ্চিমে বোয়ালমারী, মধুখালী ও রাজবাড়ী সদর উপজেলা। উপজেলা শহর কুমার নদীর তীরে অবস্থিত।

জনসংখ্যা ৪১৩৪৮৫; পুরুষ ২১৩৭৬৫, মহিলা ১৯৯৭২০। মুসলিম ৩৬৭৮২৯, হিন্দু ৪৪৬১৫, বৌদ্ধ ৯৬৭, খ্রিস্টান ৩১ এবং অন্যান্য ৪৩।

জলাশয় I প্রধান নদী: পদ্মা, কুমার, পুরাতন কুমার, ভুবনেশ্বর; চাপা বিল, হারি বিল, ঢোল সমুদ্র, বিলমামুনপুরের কোল, শকুনের বিল এবং টেপা খোলার হ্রদ (কৃত্রিম) উল্লেখযোগ্য।
প্রশাসন ফরিদপুর সদর থানা গঠিত হয় ১৮৯৬ সালে এবং থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৩ সালে।

কর্মকর্তাদের নামের তালিকা

ক্র:নং	অফিসের নাম	অফিসারের নাম ও পদবী	যোগদানের তারিখ	মোবাইল নম্বর	ই-মেইল নম্বর
১	উপজেলা প্রকৌশল কর্মকর্তার কার্যালয়, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর।	মোহাম্মদ আজহারুল ইসলাম উপজেলা প্রকৌশলী	01/08/2018	01716-004782	ue.faridpur.s@lged.gov.bd
২	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর।	মোঃ শাহজাহান মোল্যা উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	13/01/2011	01717-735103	
৩	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর।	নুরুন্নাহার বেগম উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	14/11/2018	01731-190203	naharpio@gmail.com
৪	সহকারী প্রকৌশল কর্মকর্তার কার্যালয়, জনস্বাস্থ্য, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর।	মোঃ লুৎফর রহমান উপ- সহকারী প্রকৌশলী জনস্বাস্থ্য	31/08/2015	01712-093975	lrphe 2011@gmail.com
৫	উপজেলা সমাজসেবা অফিসারের কার্যালয়, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর।	মোঃ মাহাবুর রহমান উপজেলা সমাজসেবা অফিসার	16/07/2019	01739-743406	mahabubur rahman02@gmail.com
৬	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর।	মাহবুবা আক্তার উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	01/08/2013	01712-042092	useofsadar 2013@gmail.com
৭	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কাযালয়, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর।	মোহাম্মদ কামরুল হাসান উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	27/08/2007	01712-700066	khfsadar@gmail.com
৮	আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর।	মোঃ নজরুল ইসলাম উপজেলা সমন্বয়কারী ও শাখা ব্যবস্থাপক	02/08/2017	01938-879388	ucofaridpursadar@ebek-rdcd.gov.bd
৯	উপজেলা পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর।	গুরুপদ দাস সিনিয়র দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা	05/04/2018	01776-583333	pdbfars@gmail.com
১০	উপজেলা সমবায় অফিসারের কার্যালয়, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর।	বিরাজ মোহন কুন্ডু উপজেলা সমবায় অফিসার	05/04/2017	01718-520548	ucofaridpursadar@gmail.com
১১	উপজেলা কৃষি অফিস, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর।	মোঃ আবুল বাসার মিয়া উপজেলা কৃষি অফিসার	02/02/2016	01712-192029	faridpur 2010@gmail.com
১২	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর।	সজল শাঁখারী উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত)	25/02/2020	01718-540889	urdofaridpursadar@brdb.gov.bd
১৩	উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর।	নার্গিস জাফরী উপজেলা শিক্ষা অফিসার	31/07/2020	01716-069222	ucosadarfaridpur@gmail.com
১৪	উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর।				
১৫	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়।	মোঃ আনোয়ার হোসেন উপ- সহঃ প্রকৌশলী		01711-321995	eng-panju@yahoo.com
১৬	মুঃ নুর আলম মিয়া	মুঃ নুর আলম মিয়া, ইন্সট্রাক্টর, ইউআরসি	30/10/2018	01711-300628	urcsadarfaridpur@gmail.com
১৭	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাযালয় ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর	মো: মোসলেম উদ্দিন প্রশাসনিক কর্মকর্তা	12/03/2018	01724189242	moslemuddin.ao@gmail.com

ইউনিয়নসমূহ

ফরিদপুর সদর উপজেলার ইউনিয়নসমূহ :

০১ নং	ঈশানগোপালপুর
০২ নং	চরমাধবদিয়া
০৩ নং	নর্থচ্যানেল
০৪ নং	আলিয়াবাদ
০৫ নং	ডিক্রীরচর
০৬ নং	মাচ্চর
০৭ নং	অম্বিকাপুর
০৮ নং	কৃষ্ণনগর
০৯ নং	কানাইপুর
১০ নং	কৈজুরী
১১ নং	গেরদা

জনসংখ্যাঃ

মোট জনসংখ্যা	:	৫,১১,২২৮ জন (২০১১ সনের গণনা অনুযায়ী) পুরুষ : ২,৫৫,৩৭৮ জন মহিলা : ২,৫৫,৮৫০ জন
পরিবারের সংখ্যা (পৌর এলাকাসহ)	:	৮০,১৬৯ টি
পরিবারের সংখ্যা (পৌর এলাকা ব্যতিত)	:	৩৬,৮৮৮ টি
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	:	২.২০%

নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

সংসদীয় এলাকার নাম	:	২১৩ ফরিদপুর-৩
মোট ভোটার সংখ্যা (২০১৮ সনের গননা অনুযায়ী)	:	৩৩৬২৭৫ জন পুরুষ : ১৬৯২১৮ জন মহিলা : ১৬৭০৫৭ জন

কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যঃ

পৌরসভা	:	০১ টি
ইউনিয়ন পরিষদ	:	১২ টি
মৌজার সংখ্যা	:	১৬৪ টি
গ্রামের সংখ্যা	:	৩৬৩ টি
হাট-বাজার	:	৫০ টি (পৌর এলাকায় ১ টি)

শিল্প প্রতিষ্ঠান	:	১৫৫৫ টি
ফায়ার স্টেশন	:	০১ টি
হ্যালি প্যাড	:	০২ টি
বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	:	০৯ টি
খাদ্য গুদাম	:	০১ টি (ধারণ ক্ষমতা-৫,০০০ মে.টন)
মসজিদ	:	১২৩০ টি
মন্দির	:	১৫টি
গীর্জা	:	০৭টি

<u>যোগাযোগ ব্যবস্থাঃ</u>

টেলিফোন এক্সচেঞ্জ	:	০২ টি
রেল স্টেশন	:	০১ টি
পোস্ট অফিস	:	৩০ টি
সাব-পোস্ট অফিস	:	১০ টি
পাকা রাস্তা	:	১৫০ কি.মি.
আধা-পাকা রাস্তা	:	৬০ কি.মি.
কাচা রাস্তা	:	৩৬০ কি.মি.
ব্রীজ-কালভার্ট	:	৬১৪ টি

<u>শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ</u>

শিক্ষার হার	:	৪৩.০১ %
প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	:	০টি
সরকারি কলেজ	:	০৪ টি (স্নাতকোত্তর ০২ টি এবং স্নাতক ০২ টি)
বেসরকারি এমপিওভূক্ত (ডিগ্রী) কলেজ	:	০৪ টি
এমপিও বিহীন কলেজ	:	০৪ টি
মহিলা কলেজ	:	০১ টি
স্কুল এন্ড কলেজ	:	০২ টি
সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	:	০২ টি
এমপিওভূক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়	:	৫৭ টি
এমপিও বিহীন নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়	:	০২ টি
কামিল মাদ্রাসা	:	০৩ টি
ফাজিল ও আলিম মাদ্রাসা	:	০২ টি
দাখিল মাদ্রাসা	:	১৩ টি
স্বতন্ত্র ও এবতেদায়ী মাদ্রাসা	:	০৬ টি
শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব	:	০৯ টি
বিসিসি কর্তৃক কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন	:	০৯ টি
সরকারী শিশু পরিবার	:	০২ টি
এতিমখানা	:	০২ টি
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	:	১৫৩ টি
পি টি আই	:	০১ টি
পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট	:	০১ টি (সরকারি)
কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি)	:	০১ টি
টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট	:	০৩ টি
স্বতন্ত্র ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট	:	০৩ টি
সংযুক্ত ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট	:	০৩ টি
মসজিদ ভিত্তিক গণশিক্ষা কার্যক্রম কেন্দ্র	:	১৫৭ টি, শিক্ষক: ১৫৭ জন

<u>স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় তথ্যাদিঃ</u>

সরকারি হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ	:	০৩ টি
ইউনিয়ন উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্র	:	১৩ টি
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	:	১০ টি
মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র	:	০১ টি
বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিক/ডায়াগনস্টিক সেন্টার	:	১০৫ টি
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা	:	৯৬২৬৬ জন
পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা	:	৭৪৪৮৫ জন
পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার	:	৮০.৮৯%
স্যানিটারি ল্যাট্রিনের সংখ্যা (পৌর এলাকা ব্যতিত)	:	৬০,০০০ টি
স্যানিটেশনের অগ্রগতির হার (পৌর এলাকা ব্যতিত)	:	৯০%
সরকারি নলকুপের সংখ্যা (পৌর এলাকাসহ)	:	৬০০০ টি
চালু নলকুপের সংখ্যা	:	৪৫০০ টি
অকেজো নলকুপের সংখ্যা	:	১৫০০ টি

কৃষি ও মৎস্য সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

মোট জমির পরিমান	:	৮৪,৩৫৯.০২ একর কৃষি জমি-১,৫৯৪.৩১ একর অকৃষি জমি-২২,৭৬৪.৭১ একর
উপজেলার প্রধান কৃষি ফসল	:	ধান, পাট, সরিষা, মাসকালাই, গম, আলু, আখ।
সারের ডিলারের সংখ্যা	:	২০ জন
গুটি ইউরিয়া সার প্রস্তুতকারী ডিলার সংখ্যা	:	১২ জন
সার বিতরণ কেন্দ্র	:	২৫ টি
বিদ্যুৎচালিত গভীর নলকুপ	:	১২ টি
বিদ্যুৎও ডিজেল চালিত অগভীর নলকুপ	:	১০৫০ টি
পাওয়ার পাম্প	:	০২ টি
সেচের আওতায় ভূমির পরিমান	:	২১,৬২২ হেক্টর
মোট পুকুরের সংখ্যা	:	৪০৪০ টি
সরকারী মৎস্য খামার/হ্যাচারী	:	০১ টি
ব্যক্তি মালিকানাধীন মৎস্য খামার	:	২৫ টি
ব্যক্তি মালিকানাধীন মৎস্য হ্যাচারী	:	৩১ টি

পশু সম্পদ সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

বেসরকারী পর্যায়ে গাভীর খামার	:	৮৯ টি (গাভীর সংখ্যা-২৯৫৯৩ টি)
ব্রয়লার খামার	:	১৪৬ টি (মুরগীর সংখ্যা-১,১৬,৮২৩ টি)
লেয়ার খামার	:	১৭ টি (মুরগীর সংখ্যা-২৯,১২৩ টি)
ছাগলের খামার	:	৮০ টি (ছাগলের সংখ্যা-৩০,১৫২ টি)
ভেড়ার খামার	:	৫৫ টি (ভেড়ার সংখ্যা-১০,১২৩ টি)

সমবায় সমিতি সংক্রান্তঃ

কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি	:	সাধারণ-০5 টি ও বিআরডিবিভূক্ত-০১ টি
প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা	:	সাধারণ-504 টি ও বিআরডিবিভূক্ত-92টি

সমাজ সেবা সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

এনজিও সংখ্যা	:	১৩২ টি
বেসরকারী এতিমখানা	:	০৮ টি
বয়স্ক ভাতা গ্রহণকারীর সংখ্যা	:	১২২৪২ জন
মুক্তিযোদ্ধা ভাতা গ্রহণকারীর সংখ্যা	:	৪০৯ জন
প্রতিবন্ধী ভাতা গ্রহণকারীর সংখ্যা	:	৪৯৫৩ জন
বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা ভাতা গ্রহণকারীর সংখ্যা	:	২৭৪৬ জন
দলিত, হরিজন ও বেদে সম্প্রদায় ভাতা গ্রহণকারীর সংখ্যা	:	১৮৪ জন

প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি : ২৩ জন

মহিলা বিষয়ক তথ্যাদিঃ

ভিজিডি : ২৩৫২ জন
দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা : ১৭৩৮ জন
কর্মজীবি ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা : ১৬০০ জন
ডব্লিউটিসি (জীবিকায়ন) : ৪০০ জন

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরঃ

যুব ঋণ বিতরণ : ৬৫ জন। ৩৩,৯০,০০০/- টাকা (২০১৯-২০ অর্থ বছর)

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পঃ

সমিতির সংখ্যা : ২২৮ টি
সমিতির সদস্য সংখ্যা : ৯,২৪০জন। পুরুষ: ১,২৬৯ জন, মহিলা: ৩,২৫০ জন।
সর্বমোট সঞ্চয় আদায় : ২,০১,০০,০০০/-
ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল : ৭,২৭,৬৬,০০০/-
উৎসাহ বোনাস : ১,৮৭,৬২,০০০/-
সর্বমোট সরকারি অনুদান : ৯,১৫,২৮,০০০/-
সমিতির মোট তহবিলের পরিমান : ১১,১৬,২৮,০০০/-
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের শেয়ার সঞ্চয় আদায় : ৪,১৮,০০০/-

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের কার্যক্রমঃ

সমিতির সংখ্যা : ৯৬ টি।
সমিতির সদস্য সংখ্যা : ৪,৭৬৫ জন।
সর্বমোট সঞ্চয় আদায় : ৪,১৯,৩৪,০০০/-
ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল : ২,৯৩,৮৩,০০০/-
উৎসাহ বোনাস : ২,৩৬,৪১,০০০/-
সর্বমোট সরকারি অনুদান : ৫,৩০,২৪,০০০/-
সমিতির মোট তহবিলেরপরিমান : ৯,৪৯,৫৮,০০০/-
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের শেয়ার সঞ্চয় আদায় : ৪,১৮,০০০/-

সেবাসমুহঃ

ঘূর্ণায়মান ঋণ গ্রহণের সদস্য সংখ্যা : ১৩,১০২ জন
বিতরণকৃত ঋণের টাকার পরিমান : ২৮,৮৭,৫৪,০০০/-
ঋণ আদায় : ২০,৪২,০৭,০০০/-
সার্ভিস চার্জ আদায় : ১,৯২,৬৭,০০০/-
মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম : ৩২৪ টি সমিতিতে চলমান

অন্যান্য তথ্যাদিঃ

আশ্রয়ণ প্রকল্প : ০৩ টি (বোকাইল আশ্রয়ন প্রকল্প, তুলাগ্রামআশ্রয়ন প্রকল্প-১, তুলাগ্রামআশ্রয়ন প্রকল্প-২, ৩৭ টি ব্যারাক। ২৭০ টি পরিবার পুনর্বাসিত করা হয়েছে
গুচ্ছগ্রাম : ২০টি, ৮৫৩টি পরিবার পুনর্বাসিত করা হয়েছে।
জমি আছে ঘর নেই প্রকল্প ৪৪৬ টি ঘর নির্মাণ করা হয়েছে

উপজেলা

পৌরসভা	ইউনিয়ন	মৌজা	গ্রাম	জনসংখ্যা		ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি)	শিক্ষার হার (%)	
				শহর	গ্রাম		শহর	গ্রাম
১	১১	১৫৭	৩৩২	১০১০৮৪	৩১২৪০১	১০১৬	৭৩.৩	৪১.৬

পৌরসভা

আয়তন (বর্গ কিমি)	ওয়ার্ড	মহল্লা	লোকসংখ্যা	ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি)	শিক্ষার হার(%)
২২.৬৫	৯	৩৫	৯৯৯৪৫	৪৪১৩	৭৩.৬

উপজেলা শহর

আয়তন (বর্গ কিমি)	মৌজা	লোকসংখ্যা	ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি)	শিক্ষার হার (%)
০.৮০	২	১১৩৯	১৪২৪	৪৯.২

ইউনিয়ন

ইউনিয়নের নাম ও জিও কোড	আয়তন (একর)	লোকসংখ্যা		শিক্ষার হার (%)
		পুরুষ	মহিলা	
অম্বিকাপুর ১৫	৫৮৪৫	১১৫২৩	১০৯৮৪	৪৩.৬৮
আলীয়াবাদ ১৩	৭৪১৭	১৬০৮২	১৫০৯৫	৪৯.২১
ঈশান গোপালপুর ৪৭	৮৭৭১	১৩৮৭৩	১৩৩৬১	৩৭.৫৬
নর্থ্ চ্যানেল ৮৭	৯৮৮১	৯০৮৩	৮৪১৭	২৩.২২
কানাইপুর ৬৩	৯৩৪০	২০৪৭৫	১৮৩৬২	৪৯.৯৩
কৃষ্ণনগর ৭১	১৩৭৪৪	১৭২৩৯	১৬৩৮১	৩৭.৯৮
কৈজুরি ৫৫	১০৩৬৩	২০০৫৭	১৯০৮৫	৪৪.৪৬
গেরদা ৩৯	৫৭৩৭	১২৫১৬	১১৭৯৭	৪৪.৩৭
চর মাধবদিয়া ২৩	৬৬২২	১৩৮২৩	১২৮৪৭	৩০.৯৩
ডিক্রিরচর ৩১	৮৪০১	১৩২৩৯	১২৩৪০	৩৬.৯১
মাচ্চর ৭৯	১০২২৩	১৩৮৬১	১৩১০০	৪৬.৮৪

প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব

নবাব আব্দুল লতিফ

১৮২৬ সালে ফরিদপুর সদর উপজেলার রাজাপুর গ্রামে নবাব আব্দুল লতিফ জন্ম গ্রহণ করেন। আব্দুল লতিফ প্রথম পল্লী পাঠশালায় পাঠ আরম্ভ করেন। অত:পর কলকাতা মাদ্রাসায় ভর্তি হন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও মাইকেল মধুসুদন দত্তের সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। মাদ্রাসা থেকে সিনিয়র বৃত্তিসহ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইংরেজী ও পারস্য ভাষায় তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে নবাব আব্দুল লতিফ বাঙগলার শিক্ষা বিভাগে কর্মজীবন শুরু করেন। আব্দুল লতিফের যোগ্যতায় মুগ্ধ হয়ে তদানীন্তন স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিভে তাকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করেন ১৮৪৯ সালে। অত:পর সরকার তাকে শিয়ালদহের ফৌজদারী আদালতের বিচারভার প্রদান করেন। কয়েক বছর কলকাতায় ম্যাজিস্ট্রেটের পদেও তিনি কাজ করেন। বহু জটিল মোকদ্দমার বিচারকালে তিনি অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সর্বপ্রথম মুসলমান সদস্য নিযুক্ত হন। উক্ত পরিষদ সদস্য হিসেবে একাদিক্রমে দশ বছর যোগ্যতার সাথে কাজ করেন। ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে আয়কর কমিশনে তিনি একজন সদস্য নির্বাচিত হন। ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত উক্ত পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৬৯ সালে খ্রিষ্টাব্দে সরকার বাহাদুর হুগলী ও কলকাতা মাদ্রাসা কলেজ পরিদর্শনের ভার তাঁর উপর অর্পন করেন। ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে “মহামেডান লিটারারি সোসাইটি” প্রতিষ্ঠা করেন এবং তখন থেকে এ প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ভারতীয় মুসলমান সমাজে এই ধরণের সংগঠন এই প্রথম স্থাপিত হয়। ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দে বড়লাট লরেন্স মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের আগ্রহ দেখে আবদুল লতিফকে স্বর্ণপদক এবং এক প্রস্থ এনসাইক্লোপিডিয়া বৃটিনিকা নামক বিরাট অভিধান উপহার দেন। ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি নবাব উপাধি লাভ করেন। ১৮৮৭ সালে নবাব বাহাদুর উপাধি লাভ করেন সরকারের কাজ থেকে। নবাব আব্দুল লতিফ ছিলেন মিষ্টভাষী, নিরহঙ্কার ওবন্ধুবৎল। বাংলার মুসলিম জাতিকে শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞান, গরিমা ও সাহিত্যে সচেতন করে গড়ে তোলাই ছিল তাঁর মহান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। তিনি উপলব্দি করেছিলেন শিক্ষাকে অবহেলা করে ভারতবর্ষের মুসলিম জাতির প্রগতি সম্ভব নয়। তিনি ইংরেজীতে জীবন কথা নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৯৩ সালের ১০ জুলাই নবাব আব্দুল লতিফ মৃত্যুবরণ করেন।

পল্লী কবি জসীম উদদীন

১৯০৩ সালে ফরিদপুর সদর উপজেলার তাম্বুলখানা গ্রামে নানা বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। পল্লীর মাটি ও মানুষের কবি জসীম উদদীনের পিতামহ ছিলেন জমির উদ্দিন মোল্লা, পিতা-আনসার উদ্দিন মোল্লা, মাতা-আমিনা খাতুন। তিনি ফরিদপুর শহর থেকে ১২ মাইল দূরে তাম্বুলখানা গ্রামে নানা বাড়ী জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে কবি গোবিন্দপুর গ্রামের পাশে শোভারামপুর গ্রামে চৌধুরী বাড়ীতে অম্বিকা মাষ্টারের পাঠশালায় পড়ালেখা শুরু করেন। পরে ফরিদপুর হিতৈষী স্কুলে ভর্তি হন। এই স্কুলে কবির পিতা মরহুম মৌলবী আনসার উদ্দিন আহমেদ শিক্ষকতা করতেন। চতুর্থ শ্রেনী পাশ করে কবি ফরিদপুর জিলা স্কুলে ভর্তি হন। কবি যখন নবম শ্রেণীর ছাত্র তখন অসহযোগ আন্দোলনের ধুম। স্কুল কলেজ ছেড়ে ছাত্ররা স্বাধীনতা আন্দোলনে নেমে পড়েছে। কবিও স্কুল ত্যাগ করে অনেক কষ্ট করে কলকাতায় গেলেন। কলকাতার কিশোর কবি নজরুল ইসলামের সাথে দেখা করেন। নজরুল ইসলামকে একটি কবিতার খাতাও দেখতে দেন। নজরুল আগ্রহ সহকারে খাতাটি নেন।

নজরুলের যে কবিতাগুলো ভাল লেগেছিল সেগুলো দাগ দিয়ে দেন এবং এগুলোর নকল পাঠিয়ে দিতে বলেন। নজরুলের চেষ্টায় কবির কয়েকটি কবিতা কলকাতার মাসিক পত্রিকায় ছাপা হয়। দেশে ফিরে কবি আবার স্কুলে যেতে লাগলেন। নজরুলের কাছে তিনি কবিতা পাঠিয়ে সুদীর্ঘ পত্র লিখতেন। নজরুলের কাছ থেকে জবাবও পেতেন। কিছুদিন পরে মোসলেম ভারত পত্রিকার যে সংখ্যায় নজরুলের বিখ্যাত কবিতা বিদ্রোহী প্রকাশিত হয়েছিল সেই সংখ্যায় মিলন গান নামক জসিম উদদীনেরও একটি কবিতা ছাপা হয়েছিল। চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত সাধনা পত্রিকায়ও দুতিনটি কবিতা ছাপা হয়। এর সবকয়টাই নজরুলের চেষ্টায় প্রকাশ পেয়েছিল। কবি ১৯২১ সালে ফরিদপুর জিলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। এরপর তিনি ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে ভর্তি হন। কবির বিখ্যাত কবর কবিতাটি এসময়েই রচিত হয়েছে। এসময় কবি গ্রামের সাধারণ মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশে গেলেন। গ্রামের লোকদের সুখ দু:খের চিত্র তিনি তার কবিতায় ফুটিয়ে তুললেন। এরপর কলকাতায় ডা: শহীদুল্লাহর সঙ্গে কবির আলাপ হল। এরকিছুদিন পর কল্লোল পত্রিকায় তার ঐতিহাসিক কবর কবিতাটি ছাপা হলো। তারপর থেকে দেশের বড় বড় মাসিক পত্রিকা হতে তার লেখা চাওয়া হয়েছিল। তিনি ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে ১৯২৪ সালে আই.এ এবং ১৯২৯ সালে বি.এ পাশ করেন। ১৯৩১ সালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম এ পাশ করেন। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী কলেজে সহকারী গবেষক পদে যোগদান করেন ১৯৩৩ সালে। এরপর ১৯৩৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অধ্যাপনা শুরু করেন । এরপর তিনি ১৯৩৯ সালে মমতাজ বেগমকে বিয়ে করেন। তার ৪ ছেলে এবং ২ মেয়ে। কামাল আনোয়ার, ড. জামাল আনোয়ার, ফিরোজ আনোয়ার, খুরশীদ আনোয়ার, হাসনা মওদুদ ও আসমা তৌফিক। ছয় বছর অধ্যাপনা করার পর ১৯৪৪ সালে তৎকালীন ভারত সরকারের অধীন সরকারি চাকুরিতে যোগদান করেন। ১৯৬২ সালে সরকারি চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৬৮ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মনিত ডি.লিট উপাধি এবং ১৯৭৬ সালে একুশে পদক লাভ করেন। রাখালী কবির প্রথম কাব্য গ্রন্থ। জসীম উদদীন কবিতা, গান, ভ্রমন কাহিনী, স্মৃতি কথা, হাসির গল্প, গীতিনাট্য, রুপক নাট্য ইত্যাদি রচনা করেছেন। কবির অনেকগুলি বই ইংরেজী, ফারসী, চেক, আরবী, রুশ প্রভৃতি ভাষায় অনুদিত হয়ে বাংলা সাহিত্যকে বিশ্ববাসীর সম্মুখে তুলে ধরেছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাখালী, নকসী কাঁথার মাঠ, বালুচর, ধানক্ষেত, সোজন বাদিয়ার ঘাট, রঙিলা নায়ের মাঝি, এক পয়সার বাঁশী, চলো মুসাফির, হলদে পরীর দেশে, মাটির কান্না, বেদের মেয়ে, মধুমালা, ডালিমকুমার, পল্লী বধু, গাঙের পাড়, জীবন কথা, জারী গান, যে দেশে মানুষ বড়, বোবা কাহিনী ইত্যাদি । শহরের যান্ত্রিক জীবনের কোলাহল ছেড়ে যখনই তিমি অম্বিকাপুর নিজ গ্রামে আসতেন তখনই আবার আনন্দে মেতে উঠতেন। পল্লীকবি অম্বিকাপুরে আসলে এ গাঁ ও গাঁও গিয়ে পরিচিত সবার খোঁজ খবর রাখতেন। কবির আগমনে সমস্ত গ্রামে সাড়া পড়ে যেত। বিভিন্ন অভিযোগ এবং সমস্যা নিয়ে তারা আসতেন কবির কাছে। ১৯৭০ সালে কবি তার নিজ এলাকা অম্বিকাপুরে তাঁর পিতার নামে আনসার উদ্দীন উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করার পর তার জীবনের সর্বস্ব দিয়ে স্কুলটিকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন।পল্লি কবি জসিম উদ্দিন ১৯৭৬ সালে ঢাকায় মৃত্যু বরণ করেন।

<u>হাজী শরীয়তুল্লাহ</u>

হাজী শরীয়তুল্লাহ ছিলেন বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও সংস্কারক। তিনি বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার তৎকালীন মাদারীপুর মহকুমার শ্যামাইল গ্রামে ১৭৮১ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বঙ্গদেশে ফরায়েজী আন্দোলন এর প্রবর্তক ছিলেন । তিনি ওহাবী মতে দীক্ষিত হয়ে ফরায়েজী জামাত সৃষ্টি করে আন্দোলন শুরু করেন যা ফরায়েজী আন্দোলন নামে পরিচিতি লাভ করে । হাজী শরীয়ত উল্লাহর পুত্র মহসীন উদ্দিন আহমেদ ইতিহাসে পীর দুদু মিয়া নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ । হাজী শরীয়ত উল্লাহ ১৮৪০ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র পীর দুদু মিয়া ফরায়েজী আন্দোলন এর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন ।

<u>আম্বিকাচরণ মজুমদার</u>

আম্বিকাচরণ মজুমদার ১৮৫১ সালে ৬ জানুয়ারী বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন । তিনি ১৮৫৭ সালে জেনালের এসেম্বলিজ ইন্সিষ্টিটিউট থেকে ইংরেজী সাহিত্যে এম.এ. পাশ করেন । পরে বি এল পাশ করে ফরিদপুর বারে আইন ব্যবসায় যোগদান করেন। কংগ্রেসের রাজনীতিতে তিনি ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। আম্বিকাচরণ মজুমদারের সভাপতিত্বে ফরিদপুরে ১৯০৫ সালের জানুয়ালী মাসে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। আম্বিকাচরণ মজুমদারের নেতৃত্বে ফরিদপুরের উকিল ও মোক্তারগণ স্বদেশী আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। জেলার রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ডে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন । আম্বিকাচরণ মজুমদারই হচ্ছেন রাজেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের প্রতিষ্ঠাতা এবং তিনি কংগ্রেসের ৩১ তম সভাপতি ছিলেন । ১৯২২ সালের ২৯ ডিসেম্বর কংগ্রেসের এই প্রখ্যাত নেতা মৃত্যুবরণ করেন।

সনেট কবি সূফী মোতাহার হোসেন

সনেট কবি সূফী মোতাহার হোসেন ১৯০৭ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ফরিদপুর জেলার ভবানন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মোহাম্মদ হাশিম। মায়ের নাম তৈয়বতননেছা খাতুন। মোতাহার হোসেনের আরও একভাই এবং ছোট একটি বোন ছিল। বোনের নাম ছিল সুফিয়া আখতার বানু। একমাত্র ছোট বোনটি মাত্র ১০ বছর বয়সে মারা যায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা সাহিত্য জগতে কবি সূফী মোতাহার হোসেন এক জ্যোতিষ্কের মতো আবির্ভূত হন। রবীন্দ্র-নজরুল যুগের হলেও তাঁদের প্রভাব বলয় থেকে বেরিয়ে তিনি নিজস্ব রচনাশৈলী ও স্বাতন্ত্র্যবোধ তৈরি করেছিলেন। পিতাঃ মোহাম্মদ হাশিম বেঙ্গল পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ছিলেন। পিতার কর্মস্থলের সুবাধে বিভিন্ন জেলার স্কুলে পড়াশুনা করেছেন। সে সূত্রে কুমিল্লা জিলা স্কুলে তিনি নবম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। এরপর ফরিদপুর জিলা স্কুলে ভর্তি হন এবং ১৯২০ সালে ফরিদপুর জিলা স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পাস করে জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে এফ এ পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩১ সালে বিএ পাস করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে ছান্দসিক কবি আব্দুল কাদির, সাহিত্যিক আবুল ফজল প্রমুখ কবির সহপাঠি ছিলেন। এই সময়ে কবি কিছু ছোট গল্প ঢাকার বাংলার বানী, কলকাতার আত্মশক্তি, মোয়াজ্জিন, সওগাত প্রভৃতি পত্রিকায় ছাপা হয়। এই সময়ে তিনি পূর্ব বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমাজের পুরোধা কাজী আব্দুল ওদুদ, কাজী আবুল হোসেন, ড. কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখ সাহিত্যিকদের সংস্পর্শে আসেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার পূর্ববঙ্গীয় সাহিত্য সমাজের বার্ষিক সম্মেলনে কাজী নজরুলের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ পান। ইতিমধ্যেই তিনি কিছু কবিতা লেখা শুরু করেন। পরের বছর কাজী নজরুল ইসলাম ফরিদপুর এলে তাকে একটি কবিতা দেখান। নজরুল ইসলাম এই কবিতার একটি শব্দ পরিবর্তন করে দেন এবং পত্রিকায় পাঠিয়ে দিতে বলেন। কবিতাটি ঢাকার শান্তি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এটাই কবির প্রথম প্রকাশিত কবিতা । এরপর অধ্যাপক শ্রীপরিমল ঘোষ সম্পাদিত দিপীকা পত্রিকায় কবির কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়। দিপীকা যুগেই সনেটের সূচনা। এ সময়ে তিনি সমালোচক কবি মোহিতলাল মজুমদারকে দুটি সনেট দেখান। এতে মোহিতলাল মজুমদার খুবই মুগ্ধ হন। কাজী নজরুল ইসলাম ও মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতার ফলে তিনি কাব্য চর্চায় প্রেরণা লাভ করেন। মূলত সনেট রচনার মাধ্যমেই তাঁর কবি-প্রতিভার বিকাশ ঘটে। এরপর কবির সনেট কবিতা কলকাতার উপাসনা, মাসিক মোহাম্মাদী, সওগাত-বিচিত্রা, পরিচয়, কাশ্মীর, উত্তরা প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৪০ সালে বিচিত্রা পত্রিকায় প্রকাশিত সনেট দিনান্তে বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলা কাব্য পরিচয়ে সংকলিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন ১৯২৮ সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। স্ত্রীর নাম সৈয়দা আছিয়া খানম। সংসার জীবনে প্রবেশ করার কয়েক

মাস পরেই তার পিতা পরলোকগমন করেন। সূফী মোতাহার হোসেনের চার সন্তান। তারা হলেন গুলফাম শাহানা, সূফী আবদুল্লাহ আল মামুন, সূফী ওবায়দুল্লাহ আল মোস্তানছির এবং নীলুফার বানু। স্নাতক ডিগ্রি লাভ করার পর ফরিদপুর জজকোর্টে চাকুরী জীবন শুরু করেন। দুই বছর চাকুরী করার পর নিউরেস্থিনিয়া ও ডিসপেপশিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ ১২ বছর শয্যাশায়ী ছিলেন। রোগমুক্তির পর প্রথমে স্থানীয় ময়েজউদ্দিন হাই স্কুলে ও পরে ঈশান স্কুলে শিক্ষকতায় যুক্ত হন। ১৯৬০ সাল থেকে আর্থিক সমস্যার কারণে কবিকে পাঁচ মাইল দূরবর্তী গ্রামের বাড়ী থেকে স্কুলে শিক্ষকতা করতে হয়। ফলে অত্যাধিক পরিশ্রম ও মানসিক উদ্বিগ্নতার জন্য কবির লেখা বন্ধ থাকে। সনেটকার সূফী মোতাহার হোসেনের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন আমাদের মানসিক দৈন্যেরই পরিচয়। অনেক সময়ে কবিকে বলতে শোনা যেত ‘যদি শহরে একটা ঘরের ব্যবস্থা করিতে পারিতাম তবে আবারলিখিতে পারতাম। প্রভাতে বাতি ধরাইয়া বাসি ভাত খাইয়া স্কুলের দিকে ছুট দেই, যখন ফিরি তখন সন্ধ্যা পার হইয়া হইয়াছে। তারপর বাজারের ব্যাগ তো আছেই-কবিতা থাকে কোথায় ।’ অথচ কারো বিরুদ্ধে নালিশ নেই, অভিযোগ নেই । আপন ভোলা সরল প্রকৃতির অনাড়ম্বর মানুষটি আর্থিক সমস্যার কারণে সময় মত প্রকাশ পায়নি । অবশেষে ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ সূফী মোতাহার হোসেন সনেট প্রকাশনা সংসদ কর্তৃক সাদামাটা ভাবে কবির প্রচুর সনেটের মাত্র একশতটি সনেট চয়ণ করে ’সনেট সংকলন’ প্রথম প্রকাশ করা হয়। এটিই ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত শ্রেষ্ট কবিতা সংকলন হিসেব স্বীকৃতি পায় এবং কবিকে এই সংকলনের জন্য আদমজী পুরস্কার দেওয়া হয় । রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্পাদিত 'বাংলা কাব্য পরিচয়' বইয়ে মোতাহার হোসেনের 'দিগন্ত' সনেটটি অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁর প্রথম কাব্য-সনেট সংকলন (১৯৬৫), পরে সনেট সঞ্চয়ন (১৯৬৬) ও সনেটমালা (১৯৭০) প্রকাশিত হয়। প্রেম ও প্রকৃতি তাঁর সনেটের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। তিনি ১৯৬৫ সালে 'আদমজী পুরস্কার', ১৯৭০ সালে 'প্রেসিডেন্ট পুরস্কার' এবং ১৯৭৪ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার' লাভ করেন।

উপমহাদেশের প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকর মৃনাল সেন

ভারতীয় বাংলা চলচিত্রের জীবন্ত কিংবদন্তী মৃনাল সেন ১৯২৩ সালে ফরিদপুর শহরের ঝিলটুলিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জীবন ধর্মী পরিচালক হিসাবে খ্যাত। একজন বাস্তববাদী লেখকের ন্যায় জীবনের ডকুমেন্টারি তার ছবির প্রতিপাদ্য বিষয়। মূলত তিনি একজন মার্কসবাদী ব্যাক্তিত্ব। ছাত্র অবস্থায় তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদেন। তিনি কলকাতায় স্কটিশ চার্চ কলেজ এবং পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশুনা করেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করার পর তিনি একজন সাংবাদিক হিসাবে তার কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর তিনি একটি ঔষুধ কোম্পানীতে মাকেটিংএর কাজ করেন। এ সময় তিনি চলচিত্রের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন এবং প্রখমে তিনি চলচিত্রের একজন সাউন্ডম্যান এর কাজ শুরু করেন। তারপর আস্তে আস্তে তিনি চলচিত্র পরিচালনা শুরু করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি ‘রাতভোর’ নামে একটি চলিচিত্র নির্মান করেন। ছবিটা দর্শক মহলে তেমন একটা প্রশংসা পায়নি। এরপর তিনি নির্মাণ করলেন তার দ্বিতীয় ছবি নীল আকাশের নীচে। এছবিটা স্থানীয়ভাবে বেশ সমাদৃত হয়। এরপর আস্তে আস্তে নির্মান করলেন ভুবন সোম, ক্যালকাটা, পদাতিক যা তাকে একজন আন্তর্জাতিক পরিচালকের খ্যাতি এনে দিয়েছিলো। তিনি আন্তর্জাতিক চলচিত্র পুরস্কার পেয়েছিলেন বেশ কয়েকবার। বাংলা ছাড়াও তিনি হিন্দি ও তেলেগু ভাষায় চলচিত্র নির্মান করেন। ১৯৮১ সালে তার অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ ভারত সরকার তাকে পদ্মভুষন পুরস্কারে ভূষিত করে। ২০১৮ সালের ডিসেম্বের তিনি ভারতে মৃত্যুবরণ করেন।

প্রখ্যাত অভিনেতা পিযুষ বন্দোপাধ্যায়

পীযুষ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন জনপ্রিয় বাংলাদেশী অভিনেতা। পাশাপাশি তিনি একজন নাট্যকার, আবৃত্তিকার ও সংগঠক। ১৯৮০-র দশকের শুরুতে সকাল সন্ধ্যা নামক টিভি সিরিয়ালে ‘শাহেদ’ চরিত্রে অভিনয় করে তিনি বিপুল জনপ্রিয়তা পান। তিনি বিটিভির মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

তার চলচ্চিত্রে অভিনয়ের শুরু মোরশেদুল ইসলাম পরিচালিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র আগামী দিয়ে। এরপর তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একাত্তরের যীশু চলচ্চিত্রে পাদ্রীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। এছাড়া ২০১১ সালের আরও দুটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র আমার বন্ধু রাশেদ ও গেরিলায় অভিনয় করেন। মুহম্মদ জাফর ইকবাল রচিত একই নামের উপন্যাস অবলম্বনে আমার বন্ধু রাশেদ নির্মাণ করেছেন মোরশেদুল ইসলাম এবং গেরিলা নির্মাণ করেছেন নাসির উদ্দীন ইউসুফ। পীযুষ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনীত অন্যান্য চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে- আগামী, সে, মহামিলন, উত্তরের খেপ, কিত্তনখোলা, মেঘলা আকাশ, আধিয়ার, আমার আছে জল, মৃত্তিকা মায়া, আমি শুধু চেয়েছি তোমায় ও বুনো হাঁস।

২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি বিটিভির মহাপরিচালক পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপত্র পান। ২০১২ সালের ১৯ এপ্রিল তিনি বিএফডিসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকাকালীন তিনি বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড তুলে দিয়ে গ্রেডিং সিস্টেম চালুর পরিকল্পনা করেন।

পাটের জীবন রহস্য উন্মোচনকারী বিজ্ঞানী প্রফেসর মাকসুদুল আলম

১৯৫৪ সালের ১৪ ডিসেম্বর ফরিদপুরে জন্ম নেয়া মাকসুদুল আলমের বাবা দলিলউদ্দিন আহমেদ ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসের (বর্তমান বিজিবি) একজন কর্মকর্তা। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ হন তিনি। স্বামীকে হারিয়ে চার ছেলে ও চার মেয়েকে নিয়ে কঠিন সংগ্রামে পড়তে হয় মাকসুদুলের মা লিরিয়ান আহমেদকে। তবে তার চেষ্টায় ছেলেমেয়েরা যার যার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাস করে মাকসুদুল রাশিয়ায় চলে যান। ১৯৭৯ সালে মস্কো স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে তিনি অণুপ্রাণবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পান। ১৯৮২ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অণুপ্রাণবিজ্ঞানে পিএইচডি করেন মাকসুদুল। এর পাঁচ বছর পর জার্মানির ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইনস্টিটিউট অব বায়োকেমিস্ট্রি থেকে প্রাণরসায়নেও তিনি পিএইচডি করেন। বাংলাদেশের কৃষি মন্ত্রণালয়ের আর্থিক সহায়তায় ২০১০ সালে তরুণ একদল বিজ্ঞানীকে নিয়ে তোষা পাটের জিন-নকশা উন্মোচন করে আলোচনায় আসেন মাকসুদুল আলম। ওই বছরের ১৬ জুন জাতীয় সংসদে দেশবাসীকে সেই সুখবর জানান প্রধানমন্ত্রী। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমেও খবরটি গুরুত্ব পায়। প্রধানমন্ত্রী ২০১২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর জানান, মাকসুদুল ম্যাক্রোফমিনা ফাসিওলিনা নামের এক ছত্রাকের জিন-নকশা উন্মোচন করেছেন, যা পাটসহ প্রায় ৫০০ উদ্ভিদের স্বাভাবিক বিকাশে বাধা দেয়।

গত বছরের ১৮ আগস্ট মাকসুদুলকে পাশে নিয়েই বাংলাদেশের বিজ্ঞানীদের আরেকটি বড় সাফল্যের খবর জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এবার আসে দেশি পাটের জিনোম সিকোয়েন্স উন্মোচনের খবর। জিনোম হলো প্রাণী বা উদ্ভিদের জেনেটিক বৈশিষ্ট্যের বিন্যাস বা নকশা। এই নকশার ওপরই নির্ভর করবে ওই প্রাণী বা উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য। গবেষণাগারে এই জিনবিন্যাস অদলবদল করে উন্নত জাতের পাট উদ্ভাবন সম্ভব। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, পাটের জিন-নকশা উন্মোচনের ফলে বাংলাদেশের আবহাওয়া ও প্রয়োজন অনুযায়ী এর নতুন জাত উদ্ভাবনের পাশাপাশি পাটের গুণগত মান ও উৎপাদন বিপুল পরিমাণে বাড়ানো সম্ভব। আর নতুন জাত উদ্ভাবন করা হলে পাট পচাতে কম পানি লাগবে, আঁশ দিয়ে জৈব-জ্বালানি ও ওষুধ তৈরি করা সম্ভব হবে। এর আগে ২০০৮ সালে হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে পেঁপে এবং মালয়েশিয়া সরকারের হয়ে রাবার গাছের জীবনরহস্য উন্মোচনেও নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশের এই গবেষক। পেঁপে নিয়ে তার কাজের বিষয়ে বিজ্ঞান সাময়িকী নেচারে প্রচ্ছদ প্রতিবেদন হয়। ওই প্রতিবেদনে মাকসুদুলকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় ‘বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবক’ হিসেবে। ২০১৯ সালের ২১ ডিসেম্বর ভোরে যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াইয়ের কুইন্স হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেছেন।

ডাঃ মোঃ জাহেদ
ব্যক্তিজীবনঃ
ডাঃ মোহাম্মদ জাহেদের জন্ম ১ লা মার্চ ১৯২৮ সালে ফরিদপুর শহরতলীর ঢোল সমুদ্র পাড়ে আলিয়াবাদ ইউনিয়নের বিলমামুদপুর গ্রামে। পিতা মোহাম্মদ ইছহাক ডাক বিভাগের পোষ্ট মাষ্টার ছিলেন। মাতা হুরমতুন নেসা গৃহিনী ছিলেন। আবদুস সালাম ও বদরউদ্দিন নামে আরও দুই ভাই এবং সুফিয়া বেগম নামে তাঁর এক বোন রয়েছে । তিনি ১৯৫২ সালের ২৫ এপ্রিল বিয়ে করেন। স্ত্রীর নাম ফাতেমা বেগম। সালাহউদ্দিন ফরিদ, মোহাম্মদ ফুয়াদ, নাসিরউদ্দিন মাহমুদ ও সাইফুদ্দিন মনা নামে ৪ জন পুত্র সন্তান এবং নাদিরা, মুনিরা ও হুমায়রা নামে ৩ জন কন্যা সন্তান রয়েছে।

শিক্ষা জীবনঃ
নিজগ্রাম আলিয়াবাদে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ডাঃ মোহাম্মদ জাহেদ ১৯৪৪ সালে ফরিদপুর হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। তিনি ১৯৪৭ সালে রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আইএসসি পাশ করেন। এরপর তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন ১৯৪৮ সালে । ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ার পর দেখলেন যে সেখানে বাংলা নাটক নিষিদ্ধ ঘোষনা করা হয়েছে। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে আন্দোলনে নামলেন এবং তাদের তীব্র আন্দোলনের ফলে ঢাকা মেডিকেল কলেজে প্রথম বাংলা নাটক মঞ্চস্থ করা শুরু হলো। আর এই আন্দোলনের মাধ্যমেই তিনি বাংলা ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন । আর তখন থেকেই ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। তিনি ছিলেন ভাষা আন্দোলনের একজন অগ্রসৈনিক । ১৯৫২-৫৩ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র/ছাত্রী সংসদের সহসভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৫৮ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাশ করেন। চিকিৎসা পেশার পাশাপাশি মওলানা ভাসানীর অনুপ্রেরণায় দেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেন।
কর্মজীবন
১৯৫৮ সালে চুয়াডাঙ্গা মহকুমা মেডিকেল অফিসার পদে সরকারি চাকুরিতে যোগদান করেন। ১৯৬০ সালে সরকারি চাকুরী ইস্তফা দিয়ে নিজ জেলা ফরিদপুরে ফিরে আসেন। ফরিদপুর শহরের চকবাজার স্ট্যান্ডার্ড ফার্মেসীতে, পরে আলীপুর ভাড়া বাসায় অতঃপর হরি গোবিন্দ সাহার টিনের ঘরে এবং সবশেষে আলীপুর বাসায় চেম্বার চেম্বার করে প্রাকটিস করেন। ডাক্তারী পেশার সাথে ব্যক্তিগত পর্যায়ে গরীব রোগীদের বিনামূল্যে ফ্রি স্যাম্পল প্রদানের কাজ চালিয়ে যান।
১৯৮০ সালে হাসান নামের এক চার বছরের শিশু কৃমির ঔষুধের অভাবে অন্ধ হয়ে যায়। বিষয়টি তাকে ভীষন বেদনা দেয়। এরপর তিনি ডাঃ ননী গোপাল সাহা, ডাঃ আব্দুর রাজ্জাক, ডাঃ আবদুস সালাম চৌধুরী, রকিব উদ্দীন আহমেদ, অধ্যাপক এম এ সামাদ, অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ সাহা, কামরুজ্জামান খান জাসু প্রমূখ ব্যক্তিদের সাথে নিয়ে এই বছরের ২রা মার্চ সানডে ফ্রি ক্লিনিক নামে একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন যা বর্তমানে একটি পূর্নাঙ্গ ডাঃ জাহেদ মেমোরিয়াল শিশু হাসপাতাল হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে । ১৯৮০ সালের ২১ অক্টোবর বাংলাদেশ জাতীয় অন্ধকল্যাণ সমিতি ফরিদপুর জেলা শাখা প্রতিষ্ঠা করেন।
রেডক্রস সানডে ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করার পর ১৯৮১ সালের ৮ সেপ্টেম্বর শিশু চিকিৎসা কেন্দ্রের নিজস্ব ভবন শিশু ভবন এর ভিত্তি স্থাপন করেন। এরপর ১৯৮২ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর এই শিশু ভবনটি উদ্বোধন করে তৎকালীন সামরিক শাসক লেফটেন্যান্ট জেনারেল এইচ এম এরশাদ।
এরপর তিনি ১৯৮৩ সালের ২৫ নভেম্বর বাংলাদেশ ডায়বেটিক সমিতি এর ফরিদপুর জেলা শাখা প্রতিষ্ঠা করেন।
১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ সরকার তার সমাজ কর্মের স্বীকৃতি স্বরুপ তাঁকে **বাংলাদেশ জাতীয় সমাজ কল্যাণ পরিষদ পুরস্কার-১৯৮৮** প্রদান করে। এরপর ১৯৯৬ সালে জসীম ফাউন্ডেশন স্বর্ণপদক(মরণোত্তর) লাভ করেন। ১৯৯৯ সালে বিএমএ ফরিদপুর শাখা তাঁকে মরণোত্তর সম্মাননা প্রদান করে।
ফরিদপুরে সমাজসেবায় তাঁর রয়েছে বিশাল অবদান। তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত চিকিৎসা পেশায় ও সমাজসেবায় নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। ফরিদপুরে স্বাস্থ্য ও সমাজ সেবায় বিশেষ ভূমিকা পালন করায় ফরিদপুর বাসী তাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। ১৯৯২ সালের ২ রা সেপ্টেম্বর তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

কবি হুমায়ুন কবির
কবি হুমায়ুন কবির ১৯০৬ সালে ফরিদপুর সদর উপজেলার কোমরপুর গ্রাম জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, লেখক ও রাজনীতিবিদ। পিতা ছিলেন তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট খান বাহাদুর কবির উদ্দিন আহম্মেদ। ১৯২২ সালে নওগাঁ কেবি স্কুল থেকে ইংরেজীতে লেটারসহ প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। এরপর তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ইংরেজিতে লেটারসহ তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হন এবং মাস্টার্স পরীক্ষায় তিনি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হন। এরপর তিনি বৃত্তি নিয়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একসেটর কলেজে ভর্তি হন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি দর্শন, ইতিহাস ও অর্থনীতিতে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ভারত ফিরে এসে তিনি অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে যোগদান করেন। পরবর্তীতে তিনি অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি বিভিন্ন সরকারি উচ্চ পদস্থ চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের রাজনৈতিক সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৩৭ সালে কৃষক প্রজা পার্টির টিকিট নিয়ে মুসলিম লীগের তমিজ উদ্দিন খানের সাথে ফরিদপুর আসন থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচনে হুমায়ূন কবির পরাজিত হন। ১৯৪৪-৪৬ সাল পর্যন্ত সেক্রেটারী হিসাবে বৃটিশ ক্যাবিনেটে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। তিনি একসময় নিখিল ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন সু-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী হিসাবে তার যথেষ্ট অবদান রয়েছে। দর্শন সাহিত্য ও সমাজ তত্তের উপর বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় বহুমূল্যাবান গ্রন্থ রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। কলকাতা থেকে ‘চতুরঙ্গা’ নামক একটি উচ্চাঙ্গের সাহিত্য তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হত। তাঁর রচিত ‘বাঙলার কাব্য’ ঐতিহাসিক ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ সংক্রান্ত একটি মূল্যবান আলোচনা গ্রন্থ। হুমায়ুন কবিরের প্রকাশিত গ্রন্থাবলীঃ- পদ্মা, মুসাদ্দাসই হালী, বাংলার কাব্য, মার্কসবাদ, নদী ও নারী ইত্যাদি। ১৯৬৯ সালে ফরিদপুর পৌরসভার ১০০ শত বছর পূর্তিতে তিনি এবং তাঁর পরিবার মিলে তাদের পৈত্রিক বাড়ী ঐতিহাসিক কবির বাগ যেটি বর্তমানের সাজেদা কবির উদ্দিন পৌর বালিকা বিদ্যালয় নামে পরিচিত সেটি নারী শিক্ষা সম্প্রসারনে ফরিদপুর পৌরসভার কাছে হস্তান্তর করেন। তিনি ১৯৬৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

প্রখ্যাত বাউল শিল্পী হাজেরা বিবি
১৯৪৫ সালে জন্মগ্রহণকারী হাজেরা বিবি বিবাহ সূত্রে ফরিদপুরের অম্বিকাপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। বিয়ের ৩ মাস পরেই বিধবা হন। সততা, উদারতা ও নিষ্ঠার প্রবল আত্মবিশ্বাস দিয়ে হাজেরা বিবি পরাভূত করেন সকল বৈরিতা ও প্রতিবন্ধকতা। অর্জন করেন আত্মার প্রশান্তি ও চিত্তের আরাম। তাঁর ক্রমাগত সংগ্রামের রোজনামচা তুলে আনা বড় দূরহ। মানুষ হিসেবে হাজেরা বিবি ছিলেন অতিসজ্জন,পরোপকারী ও উদার। তাঁর সান্নিধ্যে গেলে টের পাওয়া যেত তিনি তাঁর গানের মতোই সুন্দর সরল ও গভীর ছিলেন। হাজেরা বিবির সংসার জীবন, গায়কী সফলতা, ধর্মান্তরিত হওয়াসহ সবকিছুতেই ছিল কবি জসীমউদ্ দীনের উৎসাহ সহযোগিতা ও প্রেরণা । পল্লীকবি জসীম উদদীনের মাধ্যমেই সংগীত জগতে তিনি স্থায়ী আসন করে নেন । জসীম উদদীন রচিত পল্লীগীতি, মারফতি, মুর্শিদী, বিচার

ও জারী গান গেয়ে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেন। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২২ বছর পাকিস্থান রেডিওতে শিল্পী হিসাবে গান করেছেন। তার নিচের রচিত গান গ্রাম বাংলায় খুবই জনপ্রিয় ছিল। অল্প বয়সেই তিনি সংগীত জগতে ধূমকেতুর মত আর্বিভূত হয়েছেন। তার গানের স্বীকৃতি স্বরুপ একুশে পদক লাভ করেন। তিনি ফরিদপুর লালন পরিষদ ও সংগীত শিল্পী কল্যাণ সমিতির সদস্য ছিলেন। ২০০৬ সালের ১৮ ডিসেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

দর্শনীয় স্থান

ক্রমিক	নাম	কিভাবে যাওয়া যায়
১	বিসমিল্লাহ শাহ মাজার	ফরিদপুর সদর উপজেলা হতে অটোরিক্সশা যোগে পুরাতন বাসস্টান হয়ে বিসমিল্লাহ শাহ মাজার যাওয়া যায় ।
২	পল্লী কবি জসীম উদ্দীনের বাড়ী এবং কবরস্থান ।	ফরিদপুর বাসষ্ট্যান্ড হতে ২ কিঃ মিঃ দূরে। রিক্সা/অটোরিক্সা/মাইক্রোবাস যোগে যাওয়া যায়।
৩	নদী গবেষনা ইনষ্টিটিউট	দর্শনীয় স্থানের যাবার উপায়ঃ ফরিদপুর নতুন বাসষ্ট্যান্ড হতে ১ কিঃ মিঃ দূরে। রিক্সা/অটোরিক্সা/মাইক্রোবাস যোগে যাওয়া যায়। বরিশাল-ঢাকা মহাসড়কের পাশে।
৪	আফসানা মঞ্জিল	বাংলাদেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে রেল, বাস যোগে ফরিদপুর শহরের প্রাণকেন্দ্র পুরাতন বাসস্ট্যান্ড (ভা ঙা রাস্তার মোড়) এসে, সেখান থেকে অটো রিকশা যোগে ফরিদপুর সদর উপজেলার নিকটে রাজবাড়ী রাস্তার মোড় নামক স্থানে যেতে হবে। ফরিদপুর সদর উপজেলার নিকটবর্তী রাজবাড়ী রাস্তার মোড় হতে পশ্চিমে ঢাকা খুলনা মহাসড়ক ধরে সামান্য এগিয়ে বদরপুর আফসানা মঞ্জিল অবস্থিত।
৫	ধলার মোর	বাংলাদেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে রেল, বাস অথবা নৌপথে ফরিদপুর শহরের প্রাণকেন্দ্র পুরাতন বাসস্ট্যান্ড (ভাঙা রাস্তার মোড়) এসে, সেখান থেকে অটো রিকশা যোগে ফরিদপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হয়ে টেপাখোলা বেড়িবাধ যেতে হবে। টেপাখোলা বেড়ীবাঁধের পূর্ব দিকে ধলার মোর অবস্থিত।
৬	ফরিদপুর পৌর শেখ রাসেল শিশুপার্ক	রাজধানী ঢাকা থেকে ফরিদপুর জেলায় যাওয়ার জন্য সড়ক পথই সবচেয়েসুবিধাজনক। ঢাকা হতে সরাসরি ফরিদপুরগামী বাস সার্ভিস চালু আছে।গাবতলী বাস স্ট্যান্ড হতে গোল্ডেন লাইন ও সাউথ লাইনের বাস ফরিদপুরেরউদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়।
৭	গেরদা ফলক	ফরিদপুর সদর উপজেলা প্রায় ৭কিঃমিঃ দক্ষিণ- পূর্ব দিকে অবস্থিত। ফরিদপুর সদর উপজেলা হতে সকল ধরনের যানবাহনে উক্ত স্থানে যাওয়া যায়।
৮	কানাইপুর জমিদার বাড়ি	ফরিদপুর সদর উপজেলা হতে উক্ত স্থানটি ৮ কিঃমিঃ। ফরিদপুর-যশোর হাইওয়ে রোডের কানাইপুর পল্লী বিদ্যুৎ অফিস পাড় হয়ে হাতের ডান দিকে দিয়ে যেতে হয়।
৯	ফান প্যারাডাইস পার্ক এ্যান্ড রিসোর্ট।	
		শতবর্ষী হিজল গাছ

ক্রমিক নাম কিভাবে যাওয়া যায়

খেলাধুলা ও বিনোদন

প্রাচীনকাল থেকেই ফরিদপুর সদর উপজেলার জনেগাষ্ঠী ক্রীড়ামোদী। এখানে প্রতিবছরই বিভিন্ন টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। এখানকার জনপ্রিয় খেলার মধ্যে বর্তমানে ক্রিকেট ও ফুটবলের আধিপত্য দেখা গেলেও অন্যান্য খেলাও পিছিয়ে নেই। সদর উপজেলায় বেশ কয়েকটি খেলার মাঠ রয়েছে। এর মধ্যে সরকারী রাজেন্দ্র কলেজ খেলার মাঠ এবং ফরিদপুর স্টেডিয়াম-শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। প্রতি বছর এ স্টেডিয়ামে নিম্নলিখিত ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ঃ

(ক) খন্দকার নুরু মিয়া গোল্ডকাপ ফুটবল
(খ) ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন গোল্ডকাপ ফুটবল
(গ) প্রিমিয়ার ফুটবল লীগ
(ঘ) ১ম বিভাগ ফুটবল লীগ
(ঙ) ১ম ও ২য় শ্রেণীর ক্রিকেট লীগ

এছাড়া ফরিদপর সরদ উপজেলায় বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান যেমন পল্লী কবি জসীম মেলা, স্বাধীনতা চত্বরে বৈশাখী মেলা, কানাইপুর লালন উৎসব ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

২ পরিকল্পনা বই প্রণয়নের উদ্দেশ্য ঃ

তথ্য প্রযুক্তির যুগে যার কাছে যত তথ্য আছে সে, তত সমৃদ্ধশালী। সেই সূত্র ধরেই মধুখালী উপজেলা পরিষদের পরিকল্পনা বই প্রণয়ন করা হয়েছে। যেহেতু পরিকল্পনা বইটি অত্র উপজেলার একটি তথ্য ভান্ডার সেহেতু এই বই উপজেলার সকল দপ্তরের, ইউনিয়ন

পরিষদের, উপজেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসন সহ সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরের কাজ কর্মে সহায়তা করবে। এছাড়া অন্যান্য জেলা ও উপজেলা ফরিদপুর সদর উপজেলা সম্পর্কে একটি সুষ্ঠ ধারনা পাবে। উপরোক্ত কারণে এই পরিকল্পনা বই প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়াও অত্র পরিকল্পনা বইটি প্রণয়ণে কিছু সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে যা নিম্নরূপ ঃ

ক) ফরিদপুর সদর উপজেলার জনগণের প্রকৃত সমস্যা চিহ্নিত করে পরিকল্পনা করা এবং স্থানীয় সম্পদ অর্জনের মাধ্যেমে পরিকল্পনার আলোকে বাস্তবায়ন করা

খ) ফরিদপুর সদর উপজেলার সবার (স্টেক হোল্ডার) অংশগ্রহণে এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে মধুখালী উপজেলা পরিষদের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও পরিষদের দক্ষতা বৃদ্ধি সাধন;

গ) জনগণের চাহিদা মোতাবেক সেবা সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জাতি গঠণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে উপজেলা পরিষদের অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করে;

ঘ) পরিকল্পিত সেবা ও সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে এলাকার সেচ ব্যবস্থাপনা, নিষ্কাশন, শস্য, প্রাণি সম্পদ, মৎস্য ইত্যাদির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা;

ঙ) অত্র উপজেলার পশ্চাদপদ জনগোষ্টিকে অগ্রসরমান করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ করা;

চ) অত্র তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই তেরীর মধ্যে দিয়ে এলাকার জনগণের নিকট উপজেলা পরিষদের কার্যক্রমকে আরও স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করা।

১.৩ উপজেলা এসডিজি বান্ধব পরিকল্পনা বই প্রণয়নের ধাপসমূহ ঃ

স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৪২ নং অনুচ্ছেদে জনঅংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়নের বিধান রয়েছে। সে লক্ষ্যে মধুখালী উপজেলা পরিষদের একটি পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। পরবর্তীতে এর অগ্রগতি বিষয়ে পুনরায় পরিষদের সকল সদস্য এবং কর্মকর্তাদের নিয়ে পর্যালোচনা সভা করা হয়। পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে সকল স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের তথ্য ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং সকল ইউনিয়ন পরিষদ ও অহস্তান্তরিত বিভাগসমূহের তথ্য ও পরিকল্পনাও সংগ্রহ করা হয়। এরপর পরিকল্পনা ও বাজেট কমিটি উল্লেখিত পরিকল্পনা ও তথ্য নিয়ে পরপর কয়েকটি সভার মাধ্যমে একটি খসড়া পরিকল্পনা ও তথ্য বই প্রণয়ন করেন। অতঃপর উক্ত খসড়া পরিকল্পনা বইটি পরিষদের বিশেষ সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং কিছু সংশোধনী সাপেক্ষে তা অনুমোদন করা হয়। পরিকল্পনা বইটি তৈরী করতে পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় নিম্নে উল্লেখিত ধাপ অনুসরণ করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহ ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সাংগঠনিক প্রক্রিয়া

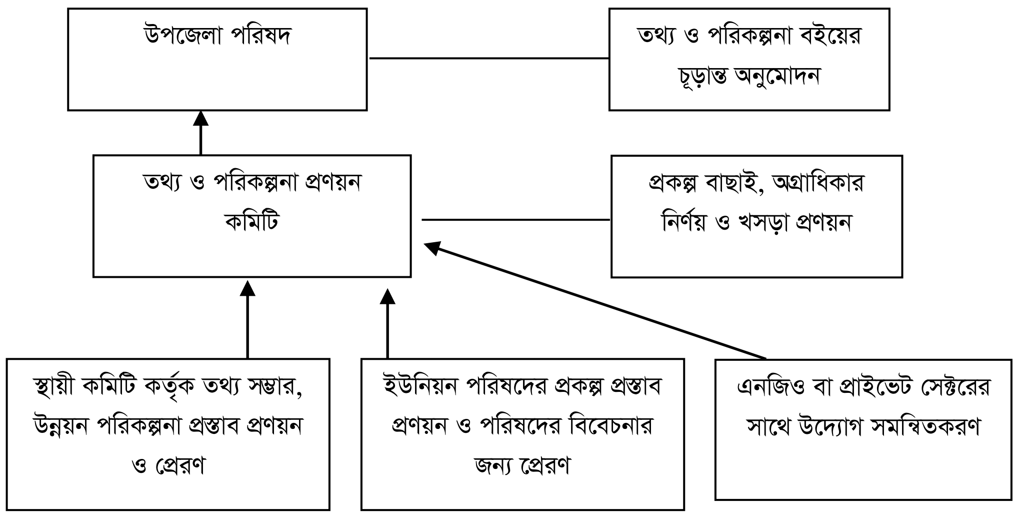

ক) পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য কর্মশালা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পরিষদের সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে উপজেলা পরিষদ দক্ষ ও যোগ্য সরকারী কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি গঠন করা;

খ) পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটিতে সম্পদের উৎস্য এবং অর্থ প্রবাহ পর্যালোচনা হয়েছে। পরবর্তীতে এই কমিটি সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির পরামর্শ নিয়ে একটি সম্পদের চিত্র তৈরী করে পরিষদে খসড়া সমন্বিত পরিকল্পনা তৈরীতে সহয়তা করেছে;

গ) উপজেলা পরিষদ ষ্ট্যান্ডিং কমিটিকে সক্রিয় ও সরকারী জনবলকে দায়িত্বশীল করে অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে খাত ভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও চাহিদা নিরূপণ করা হয়েছে;

ঘ) পরিকল্পনা কমিটি খসড়া পরিকল্পনাটি নিয়ে পুনরায় আলোচনা করে উপজেলা পরিষদের সদস্য, সরকারী, বেসরকারী ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের আহবান করা হয়েছে। সভায় অংশগ্রহণকারীদের মতামত শুনে সর্বশেষ উপজেলা পরিষদ পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করেন।

ঙ) মধুখালী উপজেলার আওতাধীন ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ সমন্বিত ভাবে আগামী ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য সামগ্রিক উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রণয়ন করেছে।

উপরোল্লিখিত কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে মধুখালী উপজেলা পরিষদ দ্বিতীয় বারের মত উপজেলা পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বই প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছে।

১.৪ বার্ষিক পরিকল্পনা বই প্রণয়নের সীমাবদ্ধতা সমূহ ঃ

মধুখালী উপজেলা এই প্রথমবারের মতো ইএএলজি প্রকল্পের মাধ্যমে একটি পরিকল্পনা বই প্রণয়ন ও প্রকাশ করছে। পরিকল্পনা বইটি প্রণয়ন ও প্রকাশ করতে গিয়ে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে হয়েছে যার কয়েকটি নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

ক) উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সেক্টরে তথ্যের ঘাটতি রয়েছে বিধায়, সংশ্লিষ্ট সেক্টরে বর্তমান তথ্যের উপর ভিত্তি করে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা বেশ দুরূহ।

খ) চাহিদার তুলনায় সম্পদের পরিমাণ কম থাকায় প্রকল্প বাছাইকরণ বেশ বেগ পেতে হয়েছে।

গ) পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য দক্ষ ও কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন লোকের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। এ কারণে পরিকল্পনা বই প্রণয়ন করতে সময় বেশি ব্যয় হয়েছে।

ঘ) সম্পদের সীমাবদ্ধতা।

ঙ) পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রেরণা প্রদানের অপ্রতুলতা।

চ) প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অন্যত্র বদলী।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগঃ-

উপজেলা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরঃ

যোগাযোগ ব্যবস্থা একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি। উন্নত ও কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা উৎপাদন ব্যয় হ্রাস, পণ্যে প্রতিযোগিতা তৈরি, আমাদানি-রপ্তানিতে গতিশীলতা, বাজারে সরবরাহ ও চাহিদার ভারসাম্য বজায় রাখাসহ সর্বোপরি পুরো অর্থনৈতিক নেটওয়ার্ক সচল রাখে। বাংলাদেশের সড়ক নেটওয়ার্ক গঠিত হয়েছে জাতীয় মহাসড়ক, আঞ্চলিক মহাসড়ক, উপজেলা ও থানা সংযোগ সড়ক, ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক এবং গ্রামীণ সড়কের সমন্বয়ে। নতুন অবকাঠামো ও সড়ক নির্মাণ এবং পুরাতন সড়ক সংস্কারের জন্য যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে এ খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। বিষয়গুলো বিবেচনায় এনে ফরিদপুর সদর সদর উপজেলার যোগাযোগ ও অবকাঠামো খাতের পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় মেরামত, সংস্থার ও নতুন অবকাঠামো তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১ । অর্গানোগ্রাম (প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো)

ক্রমিক নং	জিওবি **কর্মরত পদের সংখ্যা** (কর্মকর্তা/কর্মচারীগনের নাম /মোবাইল নং)	পদের সংখ্যা	মোবাইল নং	শূন্য পদের সংখ্যা
১	জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম,উপজেলা প্রকৌশলী	১টি	০১৭১১-৯৪২৮৯৪	নাই
২	জনাব আকতার হোসেন, উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী	১টি	০১৭২৬-১২৩৩৩০	নাই
৩	জনাব একেএম সামছুল আলম ,উপ সহকারী প্রকৌশলী	২টি	০১৭১২-২২০৩২৮	নাই
৪	জনাব মোঃ মাফিজুর রহমান , উপ সহকারী প্রকৌশলী		০১৭১২-৯৮০৪৪২	নাই
৫	জনাব সৈয়দ খায়রুল হাসান,নক্সাকার(এসএই)	১টি	০১৭৩৩-২৯৭১৯৭	নাই
৬	জনাব মোঃ ইউনুস মিয়া ,হিসাব রক্ষক	১টি	০১৮২২-৯৭৭৬৮৬	নাই
৭	জনাব প্রদীপ কুমার মজুমদার,কমিউনিটি অর্গানাইজার	১টি	০১৭১৫-৮৬৮৪৮০	নাই
৮	জনাব মোঃ আব্দুস সালাম শেখ, অফিস সহকারী	১টি	০১৭১১-০৭০০৬৩	নাই
৯	জনাব মোঃ খালেকুজ্জামান ,সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক	১টি	০১৭৫০-১৬২০২২	নাই
১০	জনাব মোঃ শফিউল সাহাব ইবনে কবির,হিসাব সহকারী	১টি	০১৭৫৪-৪১২৩৯৩	নাই
১১	জনাব বিশ্বাস গোবিন্দ কুমার ,সার্ভেয়ার	১টি	০১৭১৬-৯৫০৬৪৭	নাই
১২	জনাব মোঃ শওকত ইসলাম,কার্য সহকারী	৪টি	০১৭২৫-০০২৩১৩	নাই
১৩	জনাব মোঃ রমজান আলী ,ঐ		০১৭১৬-১৫২৫১৫	নাই
১৪	জনাব মোঃ আঃ রব মিয়া,ঐ		০১৭১১-০৩৪০৭৪	নাই
১৫	জনাব একেএম আবু ইউসুফ,ঐ		০১৭১৬-৫১০৭১৮	নাই
১৬	জনাব মোঃ জাহের আলী, ইলেকট্রিশিয়ান	১টি	০১৭১৮-৯২২৯৭৪	নাই
১৭	জনাব মোঃ নজর আলী,অফিস সহায়ক	২টি	০১৭১৬-৬৭২৩১০	নাই
১৮	জনাব মোঃ সামছুর রহমান,ঐ		০১৭৬১-৫৬৩৭৬৮	নাই
১৯	জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান খান ,চৌকিদার	২টি	০১৭৪৭-৬০৪৩৪১	নাই
২০	জনাব শেখ উজ্জল,ঐ		০১৭২৮-৮১৮৩৫০	নাই
প্রকল্প ও প্রেষনে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নাম				
১	জনাব রাকিবুল হাসান,নির্মান তদারককারী	১টি	০১৭১১-৭৮৭৮৬৬	নাই
২	জনাব আহসান আবদুল্লাহ বাহর, এস.এ.ই (পিইডিপি-৩)	১টি	০১৭৩১-৮৫১৬০৬	নাই
৩	জনাবা মনোয়ারা বেগম, অফিস সহায়ক	১টি	-	নাই

২ । পরিসংখ্যানগত তথ্য ঃ বাংলাদেশের সামগ্রিক জনসংখ্যার সিংহ ভাগই গ্রামে বসবাস করে । বৃহত্তর এ জনগোষ্ঠির আর্থসামাজিক,শিক্ষা,স্বাস্থ্য এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর নিবেদিত ভাবে কাজ করে যাচ্ছে । গ্রামীন উন্নয়নের রূপকার হিসাবে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এর অবদান অনেক বেশী । ইহা ছাড়া সমৃদ্ধ স্বনির্ভর একটি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর নিরলস ভাবে কাজ করছে ।

৩। উল্লেখ্যযোগ্য প্রকল্প ঃ এ পর্যন্ড় বৃহত্তর গ্রামীন জনগোষ্টির আর্থসামাজিক শিক্ষা স্বাস্থ্য এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে রাস্ড়া ঘাট , ব্রীজ ,কালভার্ট,বিদ্যালয় ভবন, ইউনিয়ন পরিষদ কমপে-ক্স ভবন নির্মাণ জনস্বাস্থ্যের জন্য টয়লেট এবং নলকূপ স্থাপন কাজের প্রকল্প বাস্ড়বায়ন করা হয়েছে ।

৪। ২০২২-২৩ অর্থ বছরের পরিকল্পনা ঃ

২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি/রাজস্ব উদ্বৃত্ত তহবিল) খাতে ইউনিয়ন ওয়ারী অনুমোদিত স্কীমের তালিকা

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের ধরন	টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১	ঈশান গোপালপুর	ঈশান গোপালপুর ইউনিয়নের ১-৯ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে স্যানিটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ।	জনস্বাস্থ্য	১৫১৩৬০.০০	পিআইসি/এডিপি থোক
		উপমোট:		১৫১৩৬০.০০	
২	ঈশান গোপালপুর	ঈশান গোপালপুর ইউনিযন পরিষদের গাইড ওয়াল নির্মাণ।		৩৫৩১৪০.০০	টেন্ডার/এডিপি থোক
		উপমোট:		**৩৫৩১৪০.০০**	
৩	চরমাধবদিয়া	চরমাধবদিয়া ইফনিয়র ১ থেকে ৯ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে নলকূপ সরবরাহ।		১২৫০১০.০০	পিআইসি/এডিপি থোক
		উপমোট:		**১২৫০১০.০০**	
৪	চরমাধবদিয়া	(১) লোকমান খার ডাঙ্গী শফি মাষ্টারের বাড়ির উত্তর পিছনের এলাকাবাসীর গোসলের সুবিধার্থে সিড়ি ঘাটলাও রেলিং নির্মাণ (২) লোকমান খার ডাঙ্গী চেয়াম্যানের বাড়ির পাশে হারুন মোল্যার বাড়ির সামনে পথচারী ও জনসাধারনের বসার জন্য এঙ্গেল দ্বারা ২টি সেড ঘর নির্মাণ।		২৯০৬৯০.০০	টেন্ডার/এডিপি থোক
		উপমোট:		**২৯০৬৯০.০০**	
৫	নর্থচ্যানেল	৬নং ওয়ার্ডে ইলিয়াসের বাড়ীর নিকট ইইড্রেন নির্মাণ ও মাটি ভরাট।		১৭৩৮১০.০০	পিআইসি/এডিপি থোক
		উপমোট:		**১৭৩৮১০.০০**	
৬	নর্থচ্যানেল	নর্থচ্যানেল ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের সালামের বাড়ি থেকে সেকেনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সরিং করন।		৪০৫৫৯০.০০	টেন্ডার/এডিপি থোক
		উপমোট:		**৪০৫৫৯০.০০**	
৭	আলিয়াবাদ	আলিয়াবাদ ইউনিয়নের ১,২,৩ ও ৪নং ওয়ার্ডের সুঃস্থ পরিবারের মাঝে স্যানিটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ।		১৪৩৯৩০.০০	পিআইসি/এডিপি থোক
		উপমোট:		**১৪৩৯৩০.০০**	
৮	আলিয়াবাদ	বিলমামামুদপুর রোকনের বাড়ি হতে ইফসুফের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং ও গাইওয়াল নির্মাণ।		৩৩৫৭৭০.০০	টেন্ডার/এডিপি থোক
		উপমোট:		**৩৩৫৭৭০.০০**	
৯	ডিক্রিরচর	তাইজুদ্দিন মুন্সীর ডাঙ্গী পূর্বগ্রামের বানু ফকিরের বাড়ীর নিকট জলাব্ধ পানি অপসারণের জন্য পাইপ স্থাপন।		১০৪১৫০.০০	পিআইসি/এডিপি থোক
		উপমোট:		**১০৪১৫০.০০**	
১০	ডিক্রিরচর	ডিক্রীরচর ইউনিয়নের বিভিন্ন দুঃস্থ পরিবারের মাঝে হস্তচালিত নলকুপ স্থাপন।		২৪৩০৫০.০০	টেন্ডার/এডিপি থোক
		উপমোট:		**২৪৩০৫০.০০**	
১১	মাচ্চর	পরানপুর হাট পাকা রাস্তা হতে কাউছার ডাক্তারের দোকান পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং ও ড্রেন নির্মান।		১৭০৯৮০.০০	পিআইসি/এডিপি থোক

		উপমোট:		**১৭০৯৮০.০০**	
১২	মাচ্চর	মাচ্চর ইউনিয়নের অফিসে ব্যবহারের জন্য ১টি সেক্রেটারীয়েট টেবিল, ১টি কুশন চেয়ার, ১২টি অটোবীর চেয়ার ও অফিসের বিদ্রৎ লাইন ও পানির লাইন মেরামত।		৩৯৯০২০.০০	টেন্ডার/এডিপি থোক
		উপমোট:		**৩৯৯০২০.০০**	
১৩	অম্বিকাপুর	৩নং ওয়ার্ডের নশীপুর মৌজার মমিন এর পুকুরের নিকট রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ		১০৫২০০.০০	পিআইসি/এডিপি থোক
		উপমোট:		**১০৫২০০.০০**	
১৪	অম্বিকাপুর	(১) ৪নং ওয়ার্ডের ভাষানচর নদীর ওপর মেইন রাস্তা ইব্রাহিমের দোকান হতে রুস্তম সেকের বাড়ী পর্যন্ত ফ্লাট সলিং করন (২) ৪নং ওয়ার্ডেও ভষানচর নদীর ওপার মেইন রাস্তা হতে রিয়াজুলের বাড়ি পর্যন্তফ্লাট সলিং করন (৩) হাচেন মাতুব্বরের মেইন রাস্তা হতে রুস্তম মাষ্টারের বাড়ি পর্যন্ত ফ্লাট সলিং করন।		২৪৫৪০০.০০	টেন্ডার/এডিপি থোক
		উপমোট:		**২৪৫৪০০.০০**	
১৫	কৃষ্ণনগর	চিলারকান্দি রব মিয়ার বাড়ির পাশে পুকুর খনন ও মৎস্য সংরক্ষণ।		১৯১৮৫০.০০	পিআইসি/এডিপি থোক
		উপমোট:		**১৯১৮৫০.০০**	
১৬	কৃষ্ণনগর	কৃষ্ণনগর ইউনিয়নের ১ হতে ৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন।		৪৪৭৬৫০.০০	টেন্ডার/এডিপি থোক
		উপমোট:		**৪৪৭৬৫০.০০**	
১৭	কানাইপুর	(১) কানাইপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্লাবে খেলাধুলার সামগ্রী বিতনর		২০০০০০.০০	পিআইসি/এডিপি থোক
		(২) কানাইপুর ইউনিয়ন পরিষদে ২টি ফ্যান সরবরাহ।		৪৪০০.০০	পিআইসি/এডিপি থোক
		উপমোট:		**২০৪৪০০.০০**	
১৮	কানাইপুর	কানাইপুর ইউনিয়নের আড়ুয়াডাঙ্গী কবির মাতুব্বরের বাড়ীর রাস্তা এইচবিবি করন।		৪৭৬৯০০.০০	টেন্ডার/এডিপি থোক
		উপমোট:		**৪৭৬৯০০.০০**	
১৯	কৈজুরী	দশহাজার নিজাম খলিফার বাড়ির মসজিদ হতে লালমিয়া মাষ্টারের জমিতে যাওয়ার পথের মাঝখানে কালভার্ট নির্মাণ।		১৯৭৮৬০.০০	পিআইসি/এডিপি থোক
		উপমোট:		**১৯৭৮৬০.০০**	
২০	কৈজুরী	(১) ভাটপাড়া মোল্যা বাড়ি মসজিদ হতে বসরত মোল্যার পুকুর অভিমূখে রাস্তা ফ্লাট সলিং করন (২) ভাটপাড়া রাজ্জাক ফকিরের বাড়ির নিকট হতে শুকুনের বিল অভিমুখে রাস্তা ফ্লাট সলিং করন।		৪৬১৬৪০.০০	টেন্ডার/এডিপি থোক
		উপমোট:		**৪৬১৬৪০.০০**	
২১	গেরদা	হাবেলী দয়ারামপুর পাকা রাস্তা হতে রফিক মোল্যার বাড়ি অভমূখী রাস্তা ফ্লাট সলিং করন।		১২৪৩০০.০০	পিআইসি/এডিপি থোক
		উপমোট:		**১২৪৩০০.০০**	
২২	গেরদা	(১) কেশবনগর মহিলা রোড পাকা রাস্তা হতে লাবলুর বাড়ি অভিমূখী রাস্তা ফ্লাট সলিং করন (২) কেশবনগর গগনা ব্রীজ হতে জামালের বাড়ি অভিমূখী রাস্তা ফ্লাট সলিং করন।		২৯০০০০.০০	টেন্ডার/এডিপি থোক
		উপমোট:		**২৯০০০০.০০**	
২৩	চাঁদপুর	চাঁদপুর তালতলা পাকা রাস্তা হতে কুদ্দুস মোল্যার বাড়ী অভিমুখে ফ্লাট সরিং রাস্তা নির্মাণ।		৭৫৩৫০.০০	পিআইসি/এডিপি থোক
		উপমোট:		**৭৫৩৫০.০০**	
২৪	চাঁদপুর	ধোপাডাঙ্গা দোয়ালের মাঠ মিয়া বাড়ী খাল পর্যন্ত পাকা ড্রেন নির্মাণ।		১৭৬৯৫০.০০	টেন্ডার/এডিপি থোক
		উপমোট:		**১৭৬৯৫০.০০**	

২৫	উপজেলা পরিষদ	(১) অম্বিকাপুর ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের বিশ্বাস ডাঙ্গী ত্রাণের ব্রীজ হতে ওহাব ফকিরের বাড়ী পর্যন্ত কার্পেটিং রাস্তা ভেঙ্গে ইট, বালূ ও খোয়া দ্বারা মেরামত ও বেরীবাঁধ স্লুইচ টে হতে সাইদুলের বাড়ী পর্যন্ত এনববিবি রাস্তা মেরামত		১৪৭৪০০.০০	পিআইসি/এডিপি থোক
		(২) মাচ্চর ইউনিয়নের ধুলদী রাজাপুর কাউছার সেকের ব্লকে ড্রেন নির্মাণ		১৯৪৬০০.০০	পিআইসি/এডিপি থোক
		(৩) নর্থচ্যানেল ইউনিয়নের বাছের মোল্যার ডাঙ্গী কাদেরের বাড়ি হতে ইব্রাহিমের বাড়ি পর্যন্ত এইচবিবি রাস্তা মেরামত।		১০০০০০.০০	পিআইসি/এডিপি থোক
		উপমোট:		**৪৪২০০০.০০**	
২৬		আনুষাঙ্গিক		৩৭০০০.০০	আনুষাঙ্গিক
		উপমোট:		**৩৭০০০.০০**	
২৭	উপজেলা পরিষদ	(১) কৃষ্ণনগর আশরাফ মন্ডলের বাড়ির নিকট ইরিব্লকের ড্রেন ও বিন্না কান্দি বিল্লালের বাড়ির নিকট ইরিব্লকে ড্রেন এবং মাচ্চর ইউনিয়নের দয়ারামপুর মোঃ ছাদেক আলী মন্ডলের ব্লকে বাকি অংশের ড্রেন নির্মাণ।		১০৩১০০০.০০	টেন্ডার/এডিপি থোক
		উপমোট:		**১০৩১০০০.০০**	
			সর্বমোট:	**৭৪০৪০০০.০০**	
২৮	ঈশান গোপালপুর	(১) ঈশান গোপালপুর ইউনিয়নের ১-৯নং ওয়ার্ডের হত দরিদ্র পরিবারের মাঝে সেলাই মেশিন সরবরাহ।		২০০০০০.০০	পিআইসি/এডিপি উন্নয়ন
		(২) ঈশান গোপালপুর ইউনিয়নের বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ পাঠাগারে ফার্ণিচার সরবরাহ।		৯০৩৭৩.০০	পিআইসি/এডিপি উন্নয়ন
		উপমোট:		**২৯০৩৭৩.০০**	
২৯	ঈশান গোপালপুর	(১) চরনশীপুর নবু মল্লিকের খাল সংলগ্ন লোহার ব্রীজ হতে নবীনের বাড়ী, বিষ্ণুপুর মাদ্রাসা সংলগ্ন পাকা রাস্তা হতে রফিকের বাড়ি, চরদুর্গাপুর মোকছেদের বাড়ি হতে পাল বাড়ি ঘাট, কাদের জেলের ব্রীজ হতে বিলাল পালের বাড়ির রাস্তা, বিষ্ণুপুর খলিল মল্লিকের বাড়ি, শরিফুল ইসলামের বাড়ি, গনেশ দাসের বাড়ি, জলিল খানে বাড়ি, আখের আলীর বাড়ি, হারুনর রশিদের বাড়ি, ইসমাইলের বাড়ি ও আলমগীর সেকের বাড়ির রাস্তা ফ্লাট সলিং করন (২) পশ্চি চাঁদপুর বেপারী বাড়ির মসজিদের মাঠ পাকিং টাইলস দ্বারা উন্নয়ন ও গোপালপুর খুদের ব্রীজ সংলগ্ন মোল্যা পাড়া জামে মসজিদেও দোতলায় টিন দ্বারা উন্নয়ন (৩) ডিক্রীরচর বারখাধা জয়নালের বাড়ির মোড় হতে ঈদগাহ পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করন (৪) ৫নং ওয়ার্ডের পিঠাকুমড়া বাজার ফ্লাট সলিং রাস্তা হতে মদন ঠাকুরের কির্তনখোলা হয়ে রতনের বাড়ি ও ফতেপুর শ্মশান পর্যন্ত রাস্তা, গোপালপুর পাকা রাস্তা হতে আক্তার মীর মালতের বাড়ি, মোঃ মুঞ্জুর মল্লিক এর বাড়ি, তাওহিদ মোল্যার বাড়ি, হিরু সেকের বাড়ি, চরনশীপুর মোঃ ফারুক মোল্যার বাড়ি, মোস্তফা সেকের বাড়ি, লাল মিয়ার গোরস্থান রাস্তা ও ছামাদ সেকের বাড়ির রাস্তা ফ্লাট সলিং করন (৫) দুর্গাপুর মেইন রাস্তা হতে আক্কাছ মোল্যার বাড়ি, শুকুর আলী সেকের বাড়ি, ফিরোজ পালের বাড়ি, দুলাল সেকের বাড়ি, হাকিম সেকের বাড়ি, মোহাম্মদ বেপারীর বাড়ি, ইসহাক সেকের বাড়ি, কালাম বেপারীর বাড়ি, হুকুর আলী ফকিরের বাড়ি, মাদ্রাসার রাস্তা, আমানউল্যা সেকের বাড়ি, এবাদুল্যা তালুকদারের বাড়ি, ইউনুস সেকের বাড়ি, মোকছেদ বেপারীর বাড়ি ও মোঃ বাবু হাওলাদারের বাড়ির রাস্তা ফ্লাট সলিং করন (৬) দুর্গাপুর মেইন রাস্তা হতে ইসলাম সেকের বাড়ি, জাকির সেকের বাড়ি, মোঃ ছাদেক আলী সেকের বাড়ি, রফিকুল ইসলামের বাড়ি, মান্নান সেকের বাড়ি হতে সোনামদ্দিন মোল্যার বাড়ি, জলিল সেকের বাড়ি, চাঁদপুর চুন্নু সেকের বাড়ি ও খালেক সেকের বাড়ির রাস্তা ফ্লাট সরিং করন (৭) ফতেপুর মকিম সেকের বাড়ি, নুরুদ্দিন খার বাড়ি, বারখাদা পশ্চিম চাঁদপুর জামে মসজিদের রাস্তা, চশভবানীপুর রাসেল সেকের বাড়ি, নুর আলী মল্লিকের বাড়ি, কলম সেকের বাড়ি, চাঁদপুর আদু সরকারের বাড়ি ও চাঁদপুর রশিদ মল্লিকের বাড়ির রাস্তা ফাট সরিং করন (৮) দুর্গাপুর মেইন রাস্তা হতে কিফা মোল্যার পাড়া মালেক ফকিরের বাড়ি, জব্বার ফকিরের বাড়ি, আকবর সেকের বাড়ি, জয়নাল ফকিরের বাড়ি, সাইজদ্দিন মাতুব্বর পাড়া খলিল বেপারীর বাড়ি হতে কামাল এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং করন।		৩৮০১০১৭.০০	টেন্ডার/এডিপি উন্নয়ন
	উপমোট:		০.০০	৩৮০১০১৭.০০	

৩০	চরমাধবদিয়া	(১) মমিনখার হাট মোহাম্মদ ডাক্তারের বাড়ির সামনে প্যালাসাইডিং ও সিসি রাস্তা মেরামত।		২০০০০০.০০	পিআইসি/এডিপি উন্নয়ন
		(২) সৈয়দ আলী মাতুববর ডাঙ্গী হিরু সেকের বাড়ি হতে ওয়াজউদ্দিন ফকিরের ডাঙ্গী রাস্তার বিভিন্ন স্থানে প্যালাসাইডিং ও ইট, বালু খোয়া দ্বারা মেরামত।		২০০০০০.০০	পিআইসি/এডিপি উন্নয়ন
		(৩) চৌধুরী ডাঙ্গী হাফেজ মেম্বারের বাড়ির পূর্ব পাশ হতে জমাদ্দার ডাঙ্গীর বিভিন্ন স্থানে প্যালাসাইডিং ও ইট, বালু খোয়া দ্বারা মেরামত		২০০০০০.০০	পিআইসি/এডিপি উন্নয়ন
		(৪) ইয়াছিন সেকের ডাঙ্গী নেটোর মোড় হতে আহম্মদ মোল্যার ডাঙ্গী পাকা রাস্তার বিভিন্ন স্থানে ইট, বালূ খোয়া দ্বারা মেরামত।		২০০০০০.০০	পিআইসি/এডিপি উন্নয়ন
		উপমোট:		**৮০০০০০.০০**	
৩১	চরমাধবদিয়া	(১) হাজী আছিরউদ্দিন মন্ডলের ডাঙ্গী মাদ্রাসার ব্রীজ হতে কালাম মাতুব্বরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং (২) ওয়াজদ্দিন ফকিরের ডাঙ্গী ইফনুস সেকের ঘর হতে সাগরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা ভরাট (৩) ইসমাইল মুন্সির ডাঙ্গী পাকা রাস্তা হতে হায়াত আলীর বাড়ি পর্যন্ত ফ্লাট সরিং (৪) লোকমান খার ডাঙ্গী আলিমুজ্জামানের বাড়ির সামনে এইচবিবি রাস্তা হতে মানিক বেপারীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং (৫) মমিনখার হাট মাধবদিয়া ময়েজউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠের কোনা হতে শাজাহান দোকানদারের বাড়ির পযন্ত মাটি দ্বারা ভরাট ও এইচবিবি করন(৬) আনোয়ার পাশার ডাঙ্গী ইদ্রস বেপারীর বাড়ির সামনে পাকা রাস্তা হতে কাশে বেপারীর বাড়ির পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সরিং করন (৭) হাফেজ ডাঙ্গী পাকা রাস্তা হতে নজরুল খন্দকারের বাড়ি পর্যন্ত এইচবিবি করণ (৮) করিম মাতুব্বর ডাঙ্গী লোহার ব্রীজ এইচবিবি রাস্তা হতে মোয়াজ্জেমের বাড়ি পর্যন্ত ফ্লাট সলিং (৯) আনছার মাতুব্বর ডাঙ্গী সেকেন বেপারীর বাড়ি হতে বিল্লাল খলিফার বাড়ি পর্যন্ত মাটি দ্বারা ভরট ও ফ্লাট সলিং করন (১০) তাইজদ্দিন মন্ডলের ডাঙ্গী আলী মন্ডলের খেতের পাশে আরসিসি কালভার্ট নির্মাণ ও (১১) করিম মাতুব্বর ডাঙ্গী পাকা রাস্তা হতে কালামের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং করন।		৩১৩৯৩৯১.০০	টেন্ডার/এডিপি উন্নয়ন
		উপমোট:		**৩১৩৯৩৯১.০০**	
৩২	নর্থচ্যানেল	(১) মুনসুরাবাদ লাল মিয়ার বাড়ী হতে আদর্শ গ্রাম অভিমূখী রাস্তায় কালভার্ট ও মাটি ভরাট।		২০০০০০.০০	পিআইসি/এডিপি উন্নয়ন
		(২) শুকুর শিকদারের ডাঙ্গী আহম্মেদেও বাড়ীর নিকট কালভার্ট ও মাটি ভরাট।		২০০০০০.০০	পিআইসি/এডিপি উন্নয়ন
		(৩) ইফসুফ মাতুব্বর ডাঙ্গী ওহিদ মোল্যাল পুকুরের নিকট রাস্তায় কালভার্ট ও মাটি ভরাট।		২০০০০০.০০	পিআইসি/এডিপি উন্নয়ন
		(৪) লাল খার বাজার জামে মসজিদেও পার্শ্বে রাস্তায় প্যালাসাইডিং ও মাটি ভরাট।		৫২১৪৫.০০	পিআইসি/এডিপি উন্নয়ন
		উপমোট:		**৬৫২১৪৫.০০**	
৩৩	নর্থচ্যানেল	(১) নর্থচ্যানেল ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের মোস্তাক চেয়ারম্যানের বাড়ি হতে ছামাদ মিস্ত্রিও বাড়ি ও ইদ্রিসের বাড়ি হতে গ্যাদন মোল্যার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা প্যালাসাইডিং কাজ(২) ৮নং ওয়ার্ডের মনিরের বাড়ির নিকট ও ৭নং ওয়ার্ডের সিদ্দিক ফকিরের বাড়ির মোড় থেকে জাহাঙ্গীরের বাড়ির অভিমূখী পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ (৩) ৮নং ওয়ার্ডের রশিদ মুন্সীর ডাঙ্গী মাদ্রাসা হতে ইউসুফের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিংকরন (৪) ৯নং ওয়ার্ডের ওহাব মাষ্টারের বাড়ি হতে ফরিদের দোকান অভিমূখী রাস্তা ফ্লাট সলিংকরন (৫) চরধোলাই ভুলু পাট্টাদারের বাড়ির পূর্ব ও পশ্চিম পাম ও আদম মাতুব্বরের ডাঙ্গী মাইনদ্দিন বিশ্বাসের বাড়ির নিকট ইউড্রেন নির্মাণ।		৪৩৬৪৯৫৩.০০	টেন্ডার/এডিপি উন্নয়ন

		উপমোট:		**৪৩৬৪৯৫৩.০০**	
৩৪	আলিয়াবাদ	(১) আলিয়াবাদ ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের গদাধরডাঙ্গী মোকছেদ মাতুব্বরের বাড়ি হতে জাকিরের দোকান পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করন (২) ৫নং ওয়ার্ডে গদাধরডাঙ্গী ছোরহাব মোল্যার বাড়ি হতে রিপনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করন (৩) ৬নং ওয়ার্ডের পশ্চিম আলিয়াবাদ বক্কারের বাড়ি হতে মোকছেদ কারিকরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করন (৪) ৯নং ওয়ার্ডের পূর্ব আলিয়াবাদ ছোট ব্রীজ হতে ভুবেনেশ্বর নদী পর্যন্ত ফসলি মাঠের পানি নিষ্কাশনের জন্য পাইপ কালভার্ট নির্মান ও মাটি ভরট কাজ।		৩৬১৪৫১৮.০০	টেন্ডার/এডিপি উন্নয়ন
		উপমোট:		**৩৬১৪৫১৮.০০**	
৩৪	ডিক্রিরচর	(১) মুন্সী ডাঙ্গী জেবা মুন্সীর দোকান হতে পদ্মার পাড় পর্যন্ত ফ্লাট সলিং রাস্তা সংস্কার		২০০০০০.০০	পিআইসি/এডিপি উন্নয়ন
		(২) ৮ নং ওয়ার্ডের পালডাঙ্গী গ্রামের উলির বাড়ী হতে সামছু সিকদারের বাড়ী পর্যন্ত ফ্লাট সলিং রাস্তা সংস্কার।		১৫০২৬৮.০০	পিআইসি/এডিপি উন্নয়ন
		উপমোট:		**৩৫০২৬৮.০০**	
৩৫	ডিক্রিরচর	(১) ৯নং ওয়ার্ডের রুস্তম খার বাড়ি হতে মুন্সী ডাঙ্গী পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তার গাইডওয়াল নির্মাণ (২) সিএন্ডবি ঘাট মাছ বাজার হতে জালাল মাতুব্বরের বাড়ি অভিমূখী রাস্তা এইচবিবি করন (৩) ২নং ওয়ার্ডের আলীর বাড়ি হতে বাবলুর বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা ফ্লাট সলিং করন।		২৬১৫৪১৯.০০	টেন্ডার/এডিপি উন্নয়ন
		উপমোট:		**২৬১৫৪১৯.০০**	
৩৬	মাচ্চর	(১) মাচ্চর কোওরপুর রুহলের চায়ের দোকান হতে আলমের বাড়ী পর্যন্ত ফ্লাট সলিংকরণ।		১০০০০০.০০	পিআইসি/এডিপি উন্নয়ন
		(২) চন্ডিপুর মোহন্ত পাড়া সুবাসের বাড়ী মন্দিরের নিকট থেকে হাইওয়ে রাস্তা পর্যন্ত ফ্লাট সলিংকরণ।		১৪৬০০০.০০	পিআইসি/এডিপি উন্নয়ন
		(৩) ঘনশ্যামপুর তোপার মোল্যা বাড়ী হতে পাকা রাস্তা পর্যন্ত ফ্লাট সলিংকরণ।		২০০০০০.০০	পিআইসি/এডিপি উন্নয়ন
		(৪) জ্ঞানদিয়া পাকা রাস্তা হতে মোজাম সরদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিংকরণ		১১০৭৬৫.০০	পিআইসি/এডিপি উন্নয়ন
		উপমোট:		**৫৫৬৭৬৫.০০**	
৩৭	মাচ্চর			৪২৯৩৯০৬.০০	টেন্ডার/এডিপি উন্নয়ন
		উপমোট:		**৪২৯৩৯০৬.০০**	
৩৮	অম্বিকাপুর	(১) অম্বিকাপুর ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের নশীপুর হাওলাদার পাড়া এইচবিবি রাস্তা মেরামত।		২০০০০০.০০	পিআইসি/এডিপি উন্নয়ন
		উপমোট:		**২০০০০০.০০**	
৩৯	অম্বিকাপুর	৮নং ওয়ার্ডের তারিখ মৃধার বাড়ি হতে হাওলাদার পাড়া অভিমূখী রাস্তা এইচবিবি করন।		২৬৪২০৬২.০০	টেন্ডার/এডিপি উন্নয়ন
		উপমোট:		**২৬৪২০৬২.০০**	
৪০	কৃষ্ণনগর	(১) কৃষ্ণনগর ইউনিয়নের ৭,৮, ও ৯নং ওয়ার্ডে দরিদ্রদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ।		২০০০০০.০০	পিআইসি/এডিপি উন্নয়ন
		(২) সদরদী পাকা রাস্তা হতে আসাদ মল্লিকের বাড়ী অীভমূখী রাস্তা ফ্লাট সলিংকরণ।		১৫০০০০.০০	পিআইসি/এডিপি উন্নয়ন
		(৩) কৃষ্ণনগর ইউনিয়নের ৪,৫, ও ৬নং ওয়ার্ডে দরিদ্রদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ।		২০০০০০.০০	পিআইসি/এডিপি উন্নয়ন
		(৪) মাধবপুর পাকা রাস্তা হতে কবিরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিংকরণ		৮২০৭৩.০০	পিআইসি/এডিপি উন্নয়ন
		উপমোট:		**৬৩২০৭৩.০০**	

৪১	কৃষ্ণনগর	(১) কাচারদিয়া খলিল মাতুব্বরের বাড়ি হতে জহুরুল হুজুরের বাড়ি অভিমূখী রাস্তা ফ্লাট সলিং করন (২) হাট গোবিন্দপুর ইদ্রিস খানের বাড়ি হতে আনিছ এর বাড়ি হয়ে চর কৃষ্ণনগর বাহারের বাড়ি-বাছেরের বাড়ি অভিমূখী রাস্তা ফ্লাট সলিং করন (৩) ভেলাবাজ মুন্নাফের বাড়ি হতে পিকুল ও শেওে আলির বাড়ি হয়ে ইশিবপুর সুজনের বাড়ি অভিমূখী রাস্তা ফ্লাট সলিং করন (৪) মাধবপুর হিরন মিয়ার বাড়ি হয়ে ভৌমিকের বাড়ি রাস্তা ফ্লাট সলিং করন (৫) বাজার কান্দি বিমলের বাড়ি হতে বিকাশের বাড়ি হয়ে চিলারকান্দি রাজ্জাকের বাড়ি মসজিদ ও গোরস্থান অভিমূখী রাস্তা ফ্লাট সলিং করন (৬) ভবানিপুর স্কুল হতে মল্লিকপুর আলমগিরে বাড়ি হয়ে মোনছের বাড়ি অভিমূখী রাস্তা ফ্লাট সলিং করন (৭) লক্ষিকোল পাকা রাস্তা হতে হাকিম মোল্যা ও খা বাড়ি হয়ে সদরদী রাজ্জাক মোল্যার বাড়ি বিলপাড় অভিমূখী রাস্তা ফ্লাট সলিং করন (৮) রহিমপুর ইউনুস মুন্সি বাড়ি হতে পাকা রাস্তা হয়ে মালেক মাতুব্বরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং (৯) পরমানন্দপুর দোপ পাড়া মসজিদ এর পাশে রাজ্জাক মোল্যা ও মুকা মোল্যার বাড়ি হতে চরপাড়া পাকা রাস্তার পাশে ঈদগাহ ও মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং করন (১০) কৃষ্ণনগর মান্নান বিশ্বাসের বাড়ি হতে পাকা রাস্তা হয়ে ভাবুকদিয়া নবরা বাড়ির অভিমূখী রাস্তা ফ্লাট সলিং করন।		৪৮১৭৮৭৮.০০	টেন্ডার/এডিপি উন্নয়ন
		উপমোট:		**৪৮১৭৮৭৮.০০**	
৪২	কানাইপুর	(১) কানাইপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডের হতদরিদ্র কৃষকদেও মাঝে স্প্রে-মেশিন বিতরণ।		২০০০০০.০০	পিআইসি/এডিপি উন্নয়ন
		(২) কানাইপুর ইউনিয়নের মালাঙ্গা বোস বাড়ীর রাস্তা এইচবিবিকরণ		২০০০০০.০০	পিআইসি/এডিপি উন্নয়ন
		(৩) কানাইপুর ইউনিয়নের রামখন্ড শাপলা যুব সংঘ ক্লাবে আসবাবপত্র সরবরাহ।		৭২৫১৩.০০	পিআইসি/এডিপি উন্নয়ন
		(৪) কানাইপুর ইউনিয়নের মালাঙ্গা শাহাদাতের দোকান হতে মিয়া		২০০০০০.০০	পিআইসি/এডিপি উন্নয়ন
		উপমোট:		**৬৭২৫১৩.০০**	
৯	কানাইপুর	হোগলাকান্দী ব্রীজ হতে শীল বাড়ীর ঘাট হয়ে পাকা রাস্থা পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করন।		৫১৩৩১৪৯.০০	টেন্ডার/এডিপি উন্নয়ন
		উপমোট:		**৫১৩৩১৪৯.০০**	
৪৩	কৈজুরী	(১) ভাটপাড়া মেল্যা বাড়ি মসজিদ হতে বসরত মোল্যার পুকুরের রাস্তার মধ্যবর্তী স্থানে বক্সকালভার্ট নিমাণ।		২০০০০০.০০	পিআইসি/এডিপি উন্নয়ন
		(২) চৌরঙ্গির মোড়ের পাশে শাজাহান মোল্যার বাড়ির নিকট রাস্তার পাইপ কালভার্ট নির্মাণ ও কাচনাইল কবরস্থানের নিকট হতে আঙ্গাবদা বিলে যাওয়ার পথে রাস্তার মাঝখানে কালভার্ট নির্মাণ।		২০০০০০.০০	পিআইসি/এডিপি উন্নয়ন
		(৩) বেতবাড়িয়া পাকা রাস্তা হতে রব সরদারের বাড়ি অভিমুখে ফ্লাট সলিংকরণ।		৮১১০০.০০	পিআইসি/এডিপি উন্নয়ন
		(৪) চৌরঙ্গির পাকা রাস্তা হতে শাজাহান মোল্যার বাড়ি অভিমুখে ফ্লাট সলিংকরণ।		৮৩২৪০.০০	পিআইসি/এডিপি উন্নয়ন
		(৫) চরমঙ্গলকোট মোক্তার দোকান হতে খোকনের বাড়ি অভিমুখে ফ্লাট সলিং রাস্তা সংস্কার।		৮১১০০.০০	পিআইসি/এডিপি উন্নয়ন
		(৬) মঙ্গলকোট পাকা রাস্তা হতে ছাকেনের বাড়ি অভিমুখে ফ্লাট সলিং রাস্তা সংস্কার।		৮১১০০.০০	পিআইসি/এডিপি উন্নয়ন
		উপমোট:		**৭২৬৫৪০.০০**	

৪৪	কৈজুরী	(১) চরমঙ্গল কোট পাকা রাস্তার পাশে জুহুর সরদারের বাড়ির পুকুরে ঘাটলা নির্মাণ (২) তুলাগ্রাম গুচ্ছগ্রামের পুকুরে ঘাটলা নির্মাণ (৩) তুলাগ্রাম দক্ষিণপাড়া রাস্তা হতে হোসেন বরকন্তাজ এর বাড়ি হয়ে লোকমান এবং শহিদ এর হয়ে কাইমদ্দিন এর বাড়ি অভিমূখী রাস্তা ফ্লাট সরিং করন (৪) বিলনালিয়া পাকা রাস্তা হতে লালমিয়া মোল্যার বাড়ি অভিমূখী রাস্তা ফ্লাট সলিং করন (৫) মঙ্গল কোট পাকা রাস্তা মোঃ সাইতুল্লার বাড়ি এবং শাহিনের বাড়ির সামনে হতে শহিদের বাড়ি অভিমূখী রাস্তা ফ্লাট সলিং করন (৬) ২নং ওয়ার্ডের নতুন আশ্রয়ন প্রকল্পের ভিতরে রাস্তা ফ্লাট সলিং করন (৭) লস্কারকান্দি মোহাম্মাদের বাড়ি হতে মাঠ অভিমূখী রাস্তা ফ্লাট সলিং করন (৮) কৈজুরী ইউনিয়নের বিভিন্ন স্কুলে বেঞ্চ সরবরাহ (৯) চরমঙ্গল কোট নদীর পাড় পাকা রাস্তা হতে সজলের বাড়ি এবং রহিমের বাড়ি অভিমূখী রাস্তা ফ্লাট সলিং করন (১০) ঘোড়াদহ বাজার পাকা রাস্তা হতে আমিরুল ফকিরের বাড়ি এবং হিরু সেকের বাড়ি হতে ইদ্রিস এর বাড়ি অভিমূখী রাস্তা ফ্লাট সলিং করন (১১) পশ্চিম বিলনালিয়া পাকা রাস্তা হতে লিটন এর বাড়ি হয়ে আরশাদ খানের বাড়ি এবং জিয়ারত খানের বাড়ি অভিমূখী রাস্তা ফ্লাট সলিং করন (১২) ঘোড়াদহ বাজার হতে রফির বাড়ি অভিমূখী রাস্তা ফ্লাট সলিং করন		১৭১০৩৬০.০০	টেন্ডার/এডিপি উন্নয়ন
৪৫		(১) তুলাগ্রাম পূর্বপাড়া ঈদগাহ হতে আলম মোল্যার বাড়ি হয়ে কুটি মোল্যার বাড়ি ও কোমরদ্দি এর বাড়ি হয়ে আক্কাস এর বাড়ি অভিমূখী রাস্তা ফ্লাট সলিং করন (২) সমসপুর পশ্চিমপাড়া পাকা রাস্তা হতে ইয়াছিন খানের বাড়ি এবং বনগ্রাম পাকা রাস্তা হয়ে বারেক সেকের বাড়ি অভিমূখী রাস্তা ফ্লাট সলিং করন (৩) তাম্বুলখানা উত্তরপাড়া সত্তার বেপারীর বাড়ি হতে রাজু সেক ও জাহাঙ্গীর এর বাড়ি হয়ে লিটন খলিফার বাড়ি এবং শাহাজদ্দিন মোল্যার বাড়ি হয়ে আদু ও অজয় রায়ের বাড়ি হয়ে হানিফ হাওলাদারের বাড়ি এবং ঝুমন খানের বাড়ি সিরাজ পালোয়ান ও জাকিরের বাহি হয়ে বেতবাড়িয়া ছিদ্দিক সেকের বাড়ি অভিমূখী রাস্তা ফ্লাট সলিং করন(৪) তাম্বুলখানা মতিন হাওলাদারের বাড়ি হতে শফির বাড়ি হয়ে কালূ বেপারীর বাড়ি অভিমূখী রাস্তা ফ্লাট সলিং করন (৫) বেতবাড়িয়া আক্কাস ফকিরের বাড়ি হতে রাজ্জাক মোল্যার বাড়ি হয়ে কাচনাইল মামুন মাতুব্বরের বাড়ি এবং শাজাহানের বাড়ি হয়ে দেলোয়ার মল্লিক এর বাড়ি হয়ে কাওসার মল্লিকের বাড়ি অভিমূখী রাস্তা ফ্লাট সলিং করন (৬) কুজুরদিয়া পাকা রাস্তা হতে তোরাব আলীর বাড়ি হয়ে শাজাহান বেপারীর বাড়ি হয়ে মাসুদের বাড়ি হয়ে মোল্যা বাড়ি হতে শফিক এর আড়ি হয়ে আকরাম এর বাড়ি অভিমূখী রাস্তা ফ্লাট সলিং করন (৭) সাচিয়া পাকা রাস্তা হতে ছিদ্দিক মোল্যার বাড়ি এবং কালারায় কৈজুরী পাকা রাস্তা হতে ইশারতের বাড়ি অভিমূখী রাস্তা ফ্লাট সলিং করন (৮) কালারায় কৈজুরী পাকা রাস্তা হতে মফির বাড়ি এবং আকইন পাকা রাস্তা হতে গিয়াসের বাড়ি হয়ে ইয়াদ আলীর বাড়ি অভিমূখী রাস্তা ফ্লাট সলিং করন (৯) চরমঙ্গল কোট দেলোয়ার এর বাড়ি হয়ে শামচু মোল্যার বাড়ি এবং খোকন এর বাড়ি হয়ে সুফিয়ার বাড়ি অভিমূখী রাস্তা ফ্লাট সলিং করন (১০) ভাটপাড়া বক্কারের বাড়ি হতে মজিবরের বাড়ি এবং আবজাল সেকের বাড়ি হতে আক্তার সেকের বাড়ি অভিমূখী রাস্তা ফ্লাট সলিং করন (১১) ইছাইল মধ্যপাড়া পাকা রাস্তা হতে হোফাজ্জেল হোসেনের বাড়ি অভিমূখী রাস্তা ফ্লাট সলিং করন (১২) বিলনালিয়া পাকা রাস্তা হতে ইকরামের বাড়ি ও ফরিদ কাজীর বাড়ি হয়ে সালাউদ্দিন এর বাড়ি এবং চরমঙ্গল কোট খোকনের বাড়ি হতে শাহিনের বাড়ি অভিমূখী রাস্তা ফ্লাট সলিং করন		৩২৫৮৪৯৩.০০	টেন্ডার/এডিপি উন্নয়ন
		উপমোট:		**৪৯৬৮৮৫৩.০০**	

৪৬	গেরদা	(১) আলাল মোল্যার বাড়ির নিকট রাস্তা হতে লিয়ার বাড়ি অভিমূখী রাস্তা ফ্লাট সলিংকরণ।		৬৯০০০.০০	পিআইসি/এডিপি উন্নয়ন
		(২) গেরদা প্রাইমারী স্কুলের পাশে পাকা রাস্তা হতে মানুয়ারের বাড়ির সামনে বক্স কালভার্ট নির্মাণ।		৬৯০০০.০০	পিআইসি/এডিপি উন্নয়ন
		(৩) বাখুন্ডা পূর্বপাড়া তুতসিংগাপুর পাকা রাস্তা হতে মান্নানের বাড়ির সামনে বক্স কালভাট নির্মাণ।		৬৯০০০.০০	পিআইসি/এডিপি উন্নয়ন
		(৪) গেরদা ইউনিয়নের ৬নং ওয়র্ডের বিভিন্ন কৃষকের মাঝে স্প্রে-মেশিন বিতরণ।		২০০০০০.০০	পিআইসি/এডিপি উন্নয়ন
		(৫) গেরদা ইউনিয়নের ৪ ও ৬নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন কৃষকের মাঝে স্প্রে-মেশিন বিতরণ।		৭৬০০০.০০	পিআইসি/এডিপি উন্নয়ন
		(৬) গেরদা ইউনিয়নের কেশবনগর ৮নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন পরিবারের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ।		৬৯০০০.০০	পিআইসি/এডিপি উন্নয়ন
		উপমোট:		**৫৫২০০০.০০**	
৪৭	গেরদা	(১) গেরদা পাকা রাস্তা হতে ছনু মেম্বারের বাড়ি অভিমূখী অভিমূখী রাস্তা ফ্লাট সলিং করন (২) কাফুরা কবরস্থান অভিমূখী রাস্তা ফ্লাট সলিং করন (৩) বাখুন্ডা উচ্চ বিদ্যালয়ের নিকট হতে ঈদগাহ অভিমূখী রাস্তা ফ্লাট সলিং করন (৪) বোকাইল মধ্যপাড়া ইটের রাস্তা হতে খাল অভিমূখী রাস্তা ফ্লাট সলিং করন (৫) রঘুয়াপাড়া হুমায়নের দোকান হতে শামচু পাট্টাদারের বাড়ি হতে একে আজাদের মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং করন (৬) পশড়া মুরাদের বাড়ির পাশে পাকা হতে রোকন ফকিরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং করন (৭) কাফুরা পাকা রাস্তা হতে ঈদগাহ হয়ে মজনুর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং করন (৮) গেরদা সাদীপুর পাকা রাস্তা হতে মাজেদ মহুরীর বাড়ি হয়ে মীর লাবলুর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং করন (৯) বাখুন্ডা পশ্চিপাড় নাজমুলের দোকান হতে জিন্নাতের বাড়ি হয়ে মুরাদের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং করন (১০) বাখুন্ডা পূর্বপাড় খালাসীর দোকান হতে আদর্শগ্রাম হয়ে মুরাদের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং করন (১১) বাখুন্ডা পূর্বপাড় ফারুক শরীফের বাড়ি হতে জব্বারের বাড়ি হয়ে জল্লি মোল্যার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং করন (১২) বোকাইল পাকা রাস্তা হতে রাজিবের বাড়ি হয়ে সুরুজ খলীফার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং করন (১৩) নিখুরদী পাকা রাস্তা হতে সলেমান খলীফার বাড়ি হয়ে সেক বাড়ি ভায়া রহম চোকদারের বাড়ি-ওহাব চোকদারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং করন (১৪) ধুলদী পাকা রাস্তা হতে সামো ফকিরের বাড়ি হয়ে সোবাহান মোল্যার বাড়ি হয়ে মকিম মাতুব্বরের বাড়ি হয়ে ধোপার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং করন (১৫) কেশব নগর জামাল খালাসির বাড়ির সামনে পাকা রাস্তা হতে আমিনের বাড়ি অভিমূখী রাস্তা ফ্লাট সলিং করন (১৬) হাবেলী দয়ারামপুর বারেক মেম্বারের বাড়ির পাশে পাকা রাস্তা হতে সেকেনের বাড়ি হয়ে আলম মুন্সীর বাড়ি মসজিদ হতে কবরস্থা পয়ন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং করন।		৩১২১৬৩০.০০	টেন্ডার/এডিপি উন্নয়ন
		উপমোট:		**৩১২১৬৩০.০০**	
৪৮	চাঁদপুর	(১) চাঁদপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলাধুলা সামগ্রী সরবরাহ।		১০০০০০.০০	পিআইসি/এডিপি উন্নয়ন
		(২) তালতলা ফুটবল মাঠের দক্ষিণ পাশে মাটি ভরাট করণ ও মাঠের উভয় পাশে গোল পোষ্ট নির্মাণ।		৪২৬৩৯.০০	পিআইসি/এডিপি উন্নয়ন
		(৩) পূর্ব আজলবেড়া বাবর আলী মেম্বারের বাড়ী সংলগ্ন ফ্লাট সলিং রাস্তা হতে বাদশা মোল্যার বাড়ি অভিমূখে ফ্লাট সলিং রাস্তা নির্মাণ।		২০০০০০.০০	পিআইসি/এডিপি উন্নয়ন
		(৪) চাঁদপুর বাজারের মহিলা মার্কেটের সামনের কালভার্ট সংস্কার।		২০০০০০.০০	পিআইসি/এডিপি উন্নয়ন

		উপমোট:		**৫৪২৬৩৯.০০**	
৪৯	চাঁদপুর	(১) তালতলা বারিক শেখের বাড়ী সংলগ্ন পাকা রাস্তা হতে কুমার নদীর ঘাট অভিমূকে এইচবিবি রাস্তা উন্নয়ন (২) বঙ্গেশ্বরদী বাজার পাকা রাস্ত হতে এইচবিবি রাস্তা পর্যাপ্ত এইচবিবিকরন (৩) উত্তর বাহিরদিয়া পাকা রাস্তা হতে সোরাপ মোল্যার বাড়ী অভিমূখে এইচবিবি রাস্তা উন্নয়ন (৪) ধাপাডাঙ্গা পাকা রাস্তা হতে আঃ রব শেখের বাড়ী অভিমুখে এইচবিবি রাস্তা উন্নয়ন (৫) চর চাঁদপুর পাকা রাস্তা হতে জয়নাল মুন্সীর বাড়ী অভিমুখে ফ্লাট সলিং রাস্তা উন্নয়ন (৬) আড়ুয়াকান্দি লোকমান মোল্যার বাড়ী সংলগ্ন পাকা রাস্তা হতে হাবিব মাতুব্বরের বাড়ী অভিমুখে ফ্লাট সলিং রাস্তা উন্নয়ন (৭) ধোপাডাঙ্গা ঋষি বাড়ি হতে কুমার নদী অভিমূখে পাকা ড্রেন নির্মাণ।		১৮৯১৬২৭.০০	টেন্ডার/এডিপি উন্নয়ন
		উপমোট:		**১৮৯১৬২৭.০০**	
৫০	উপজেলা পরিষদ	(১) মাচ্চর কোওরপুর জিন্না খার বাড়ীর নিকট হতে বাবু খার বাড়ী পর্যন্ত ফ্লাট সলিং রাস্তা নির্মাণ ও পূন:নির্মাণ।		২০০০০০.০০	পিআইসি/এডিপি উন্নয়ন
		(২) কৃষ্ণনগর ইউনিয়নের ৪-৬নং ওয়ার্ডে দরিদ্রদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরন।		২০০০০০.০০	পিআইসি/এডিপি উন্নয়ন
		(৩) কৃষ্ণনগর ইউনিয়নের ৭-৯নং দরিদ্রদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরন।		২০০০০০.০০	পিআইসি/এডিপি উন্নয়ন
		(৪) গেরদা ইউনিয়নের বাখুন্ডা পূর্বপাড় আদর্শ গ্রাম খালাসীর দোকান হতে কুদ্দুস শেখ এর দোকান অভিমূখী রাস্তা ফ্লাট সলিংকরণ।		২০০০০০.০০	পিআইসি/এডিপি উন্নয়ন
		(৫) মাচ্চর ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ।		২০০০০০.০০	পিআইসি/এডিপি উন্নয়ন
		(৬) মাচ্চর ইউনিয়নের খলিলপুর বিলডাঙ্গা নোকার বাড়ী হতে আকবর শেখ এর বাড়ী পর্যন্ত ফ্লাট সলিং রাস্তা সংস্কার ও মেরামত।		১০০০০০.০০	পিআইসি/এডিপি উন্নয়ন
		(৭) অম্বিকাপুর ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের চরনশীপুর নছরদ্দিন মুন্সীর পাড়া জামে মসজিদে ওজুখানা নির্মাণ।		২০০০০০.০০	পিআইসি/এডিপি উন্নয়ন
		উপমোট:		**১৩০০০০০.০০**	
৫১	উপজেলা পরিষদ	(১) চাঁদপুর ইউনিয়নের চুর গ্রামের আশ্রয়ণ প্রকল্প সংলগ্ন পাকা রাস্তা হতে আশ্রায়ণ প্রকল্পের শেষ পর্যন্ত এইচিবিবি দ্বারা রাস্তা উন্নয়ন।		১৫০০০০০.০০	টেন্ডার/এডিপি উন্নয়ন
		(২) ঈশান গোপালপুর ইউনিয়নের ১১নং চশভবানিপুর ইনু মাষ্টারও বলাই মিস্ত্রীর বাড়ী সংলগ্ন কার্পেটিং রাস্তা হতেচক ভবানীপুর আশ্রয়ণ কেন্দ্র পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিংকরণ।		৭০০০০০.০০	টেন্ডার/এডিপি উন্নয়ন
		(৩) মাচ্চর ইউনিয়নের দয়ারামপুর গ্রামের সানাউল্লাহ বিশ্বাসের বাড়ির নিকট পাকা রাস্তা হতে শাহজাহান প্রামানিকের বাড়ির সামনের পাকা রাস্তার দক্ষিণে আল আজাদিয়া জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ।		১৫০০০০০.০০	টেন্ডার/এডিপি উন্নয়ন
		(৪) মাচ্চর ইউনিয়নের চন্ডিপুর হাইওয়ে রাস্তা হতে আতিক মুন্সির বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ।		১২০০০০০.০০	টেন্ডার/এডিপি উন্নয়ন
		(৫) বাহিরদিয়া-ঈশান গোপালপুর রাস্তার দয়ারামপুর গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা রমজান আলী খানের বাড়ির সম্মখ হতে শাহিন খানের বাড়ি পর্যন্ত, লোকমান খানের মিলের পশ্চিম পাশ হতে সোহরাব আলী খানের বাড়ি হয়ে পাকা রাস্তা পর্যন্ত, ইফনুস খলিফার বাড়ির সম্মুখ হতে মোজাম্মেলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিংকরণ, মোয়াজ্জিনের বাড়ির পূর্বের পাকা রাস্তা ফ্লাট সলিংকরণ।		১০০০০০০.০০	টেন্ডার/এডিপি উন্নয়ন
		(৬) অম্বিকাপুর ইউনিয়নের ৬নং ওয়াডের নশীপুর কুদ্দুস মেম্বারের বাড়ির ব্রীজ হতে বক্কারের বাড়ি অভিমূখী এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন।		৬০০০০০.০০	টেন্ডার/এডিপি উন্নয়ন
		(৭) মাচ্চর ইউনিয়নের উল্টর দয়ারামপুর কবিরাজ বাড়ি জামে মসজিদ সংলগ্ন ঈদগাহ মাঠে আরসিসি পিলার দ্বারা প্যালাসাইডিং করণ।		৪০০০০০.০০	টেন্ডার/এডিপি উন্নয়ন

	কানাইপুর ইউনিয়নের ঝাউখোলা পাকা রাস্তা হতে আশ্রায়ণ প্রকল্প রাস্তা এইচবিবি করণ।		৩২০১০০০.০০	টেন্ডার/এডিপি উন্নয়ন
	উপমোটঃ		**১০১০১০০০.০০**	
	সর্বমোটঃ		**৬৯১৮৪৭১৯.০০**	

পরিকল্পনা	কি উপায়ে পরিকল্পনাটি বাস্ড়বায়িত হবে
বৃহত্তর জনগোষ্ঠির আর্থসামাজিক ,শিক্ষা স্বাস্থ্য এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ।	বিভিন্ন রাস্ড়া ঘাট,ব্রীজ-কালভার্ট নির্মাণ,বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ এবং সুপেয় পানি সরবরাহের জন্য নলকুপ স্থাপন কাজের মাধ্যমে বাস্ড়বায়ন ।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ

এক নজরে ফরিদপুর সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয়ের তথ্যাবলী

১। প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কাযালয়, সদর উপজেলা, ফরিদপুর।

২। প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম ও পদবী ঃ ডাঃ মাহবুবুল হাসান
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা।

৩। উপজেলার আয়তন ঃ ৩৬১.১৮ বর্গকিলোমিটার।

৪। ইউনিয়ন সংখ্যা ঃ ১২টি

৫। ওয়ার্ড সংখ্যা ঃ ০০টি

৬। গ্রাম ঃ ১৬২টি

৭। ইউনিয়ন সাব সেন্টার ঃ ৪টি

৮। কমিউনিটি ক্লিনিক ঃ ৩৮টি

৯। জনসংখ্যা ঃ পুঃ ১৭২২০৫, মঃ ১৭১৪৬৫ মোট= ৩৪৩৬৭০

১০। স্বাস্থ্য জনবল ঃ

মাঠকর্মী এবং তদারককারীগণের সংখ্যা ও বিবরণ (উপজেলা) ঃ

কর্মকর্তা/কর্মী/ তদারককারী	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	কর্মরত	শুন্যপদ	মন্তব্য
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা	১	১	০	
জুনিয়র কনসালট্যান্ট (এনেস্থেশিয়া)	১	০	০	
এম.ও (ডিসি)	১	১	০	
এম.ও	০৪	০৪	০	
সহকারী সার্জন	০৭	০৭	০	
প্রধান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক	১	১	০	
ক্যাশিয়ার	১	১	০	
এমটি এস আই (স্যানিটারী ইন্সপেক্টর)	১	১	০	
এম টি ইপিআই	১	১	০	
পরিসংখ্যানবিদ	১	১	০	
অফিস সহকারী	১	০	১	

ষ্টোর কিপার	১	০	১	
উপসহকারী কমিউনিটি মেডিঃ অফিঃ	১১	১১	০	
এইচ.আই	০৩	০৩	০	
এ.এইচ.আই	১০	১০	০	
এইচ, এ	৫০	১৫	৩৫	৩ জন এস আই টি প্রশিক্ষণরত
সিএইচসিপি	৩৯	৩৬	০৩	
পরিসংখ্যান সহকারী	১	০	১	
টি এল সি এ	১	১	০	
এম এল এস এস	৪	১	৩	

জনসংখ্যা উপাত্ত ২০১৯ ঃ

উপাত্তের ধরণ	পুরুষ	মহিলা	মোট
মোট জনসংখ্যা	১৭৩১৭৯	১৭৫১৯৮	৩৪৮৩৭৭
গত ১ বছরে মোট নিবন্ধনকৃত শিশুর সংখ্যা	৩৭৮৯	৩৮৩৯	৭৬২৮
০-১১ মাস বয়সী শিশুর সংখ্যা (নিয়মিত টিকাদান)	৩৭৮৯	৩৮৩৯	৭৬২৮
০-৫৯ মাস বয়সী শিশুর সংখ্যা (এনআইডি)	২২০৩৩	২০৭০১	৪২৭৩৪
০৬-১১ মাস বয়সী শিশুর সংখ্যা (ভিটামিন ‘এ’)	২১০৪	২১৪১	৪২৪৫
১৫ মাস বয়সী শিশুর সংখ্যা (নিয়মিত টিকাদান)	৩৭৮৯	৩৮৩৯	৭৬২৮
১২-৫৯ মাস বয়সী শিশুর সংখ্যা (ভিটামিন-এ)	১৭১৩৬	১৭৩৮৪	৩৪৫২০
২৪-৫৯ মাস বয়সী শিশুর সংখ্যা (কৃমিনাশক ট্যাবলেট)	১৪৯৩৮	১৫০৭২	৩০০১০
০ঌ১৫ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা (এএফপি সার্ভিল্যান্স)	৭০৫০৭	৭০৬২৯	১৪১১৩৬
গত ১ বছরে মোট নিবন্ধনকৃত ১৫ বছরের মহিলার সংখ্যা		৩১৩৫	৩১৩৫
১৫-৪৯ বছর মহিলার সংখ্যা		২৫১৫৯	২৫১৫৯
গত ১ বছরে নিবন্ধনকৃত গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা		৭৭২৫	৭৭২৫

৭. গত ১ বছরে চিহ্নিত নবজাতকের ধনুষ্টংকারের সংখ্যা ঃ নাই।

৮. গত ১ বছরে চিহ্নিত অঋচ রোগীর সংখ্যা ঃ ৪ টি

৯. গত ১ বছরে সন্দেহজনক হাম রোগীর সংখ্যা ঃ ৩।

১০. গত ১ বছরে সন্দেহজনকহামের প্রকোপের (ঙঁঃনৎবধশ) সংখ্যা ঃ [১]।

১১. গত ১ বছরে চিহ্নিত অউঋও এর সংখ্যা ঃ ৮ টি

১২. এলাকায় কর্মরত ইপিআই কাজে সম্পৃক্ত বেসরকারি সংস্থা সমূহের তালিকা (প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করুন)

১৩. ইপিআই কার্যক্রমের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের নাম (উপজেলা) ঃ

- উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা ঃ ডাঃ মাহবুবুল হাসান, মোবাঃ ...
- উপজেলা পঃ পঃ কর্মকর্তা ঃ মোঃ কামরুল হাসান, মোবাঃ ০১১৯৯৩৬৬৫২৪
- মেডিকেল অফিসার (মা ও শিশু স্বাস্থ্য) ঃ ডাঃ মোঃ খলিলুর রহমান, মোবাঃ ০১৭১৫২১২৮৪৭
- মেডিকেল অফিসার (রোগ নিয়ন্ত্রণ ভারপ্রাপ্ত) ঃ ডাঃ মুনিন উর রহমান, মোবাঃ ০১৭১২১৬৬৯৪৮

- মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট(ইপিআই)/ইপিআই সুপারিনটেনডেন্টঃ আককাছ আলী মোবা : ০১৯২৫৬৮৯৫০৯
- পরিসংখ্যান সহকারী/এমআইএস এর দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি- মোঃ আজিজুর রহমান, মোবাঃ ০১৭২৪৮৭০৬১৪

প্রকল্প ঃ কমিউনিটি ক্লিনিক

১। ইউনিয়ন ঃ ১২টি
২। ওয়ার্ড সংখ্যা ঃ ৩৩টি
৩। মোট চালুকৃত কমিউনিটি ক্লিনিক ঃ ৩৯ টি (অস্থায়ী- ১টি)
৪। উপজেলা ও জেলার শ্রেষ্ঠ কমিউনিটি ক্লিনিক ও সিএইচসিপির নাম ঃ
ক) কমিউনিটি ক্লিনিক ঃ মুরারীদহ কমিউনিটি ক্লিনিক।
খ) সিএইচসিপি ঃ মোঃ রেজাউল করিম মোল্যা।
৫। প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে ১টি করে ইন্টারন্যাট সংযোগসহ ল্যাপটপ প্রদান করা হয়েছে।
৬। প্রত্যেক সিএইচসিপিকে ১টি করে বাইসাইকেল প্রদান করা হয়েছে।

আগামী পাঁচ বছরের পরিকল্পনা

পরিকল্পনা	কি উপায়ে পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হবে
স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন	সদর উপজেলার ১২টি ইউনিয়নের ২৪৮টি অস্থায়ী ই.পি.আই টিকাদান কেন্দ্রে স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য কাজ করার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করা। সাধারণ জনগনের সহযোগিতায় এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে প্রচার করার মাধ্যমে প্রত্যেক শিশু ও মায়ের সেবাদান নিশ্চিত করা। প্রতিটি ই.পি.আই কেন্দ্রে চেয়ার, টেবিল) ও সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করা।
কমিউনিটি ক্লিনিকের উন্নয়ন	প্রত্যেক কমিউনিটি ক্লিনিকে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও দানশীল ব্যক্তিদের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করে কমিউনিটি ক্লিনিকের তহবিল বৃদ্ধি। কমিউনিটি ক্লিনিকের অবকাঠামোগত উন্নয়ন। কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবার তথ্য সকলের মাঝে প্রচার। ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক হতে অনলাইন সেবা প্রদান।
সিএইভি (কমিউনিটি স্বাস্থ্য সহকারীদের প্রশিক্ষণ	প্রত্যেক কমিউনিটি ক্লিনিকের স্বাস্থ্য সহকারী/ধাত্রীদের কে স্বাস্থ্য বিষয়ক নানামূখী প্রশিক্ষণ প্রদান ।

<u>পরিবার পরিকল্পনা বিভাগঃ-</u>

১। <u>অর্গনোগ্রাম (প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো)ঃ</u>

<u>নন-ক্লিনিক্যাল অধিক্ষেত্র</u>

ক্রমিক নং	নাম, পদবী, মোবাইল নম্বর	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্য পদ
০১	মোহাম্মদ কামরুল হাসান উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ০১৭১২-৭০০০৬৬	০১(এক)	০১(এক)	–
০২	সহকারী উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	০১(এক)	-	০১(এক)
০৩	একেএম ওহিদুর রহমান উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা সহকারী নাজমুল সেক ঐ	০৩(তিন)	০৩(তিন)	-

	০১৭৩৫-১৪২৮৪০ মাসুদ হাসান মিলন ঐ ০১৭১২-৩০৯০৯২			
০৪	পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক	১২(বারো)	১০(দশ)	০২(দুই)
০৫	পরিবার কল্যাণ সহকারী	৭১(একাত্তর)	৬২(বাষট্টি)	০৯(নয়)
০৬	মোঃ আঃ মান্নান মিয়া অফিস সহায়ক ০১৭১৬-৮৩৫৫৬৭	০১(এক)	০১(এক)	-

<u>ক্লিনিক্যাল অধিক্ষেত্র</u>

ক্রমিক নং	নাম, পদবী, মোবাইল নম্বর	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্য পদ
০১	ডাঃ মোঃ খলিলুর রহমান মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি) ০১৭৮৮-৯২৮৪৭৪ ডাঃ প্রকাশ চন্দ্র সাহা মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি) ০১৭১১-০৪৮৭৫২	০২(দুই)	০২(দুই)	–
০২	ডাঃ শাহানা সুলতানা মেডিকেল অফিসার (ক্লিনিক)	০১(এক)	০১(এক)	-
০৩	ডাঃ গীতা গাইন মেডিকেল অফিসার (পরিবার কল্যাণ) ০১৭১১-২৩২৭২৫	০১(এক)	০১(এক)	প্রেষণে চরভদ্রাসন কর্মরত
০৪	সহকারী পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা(এমসিএইচ-এফপি)	০১(এক)	-	০১(এক)
০৫	উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার	০৯(নয়)	০৯(নয়)	-
০৬	ফার্মাসিষ্ট	০৯(নয়)	০৬(ছয়)	০৩(তিন)
০৭	পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা	২২ (বাইশ)	১৬(ষোল)	০৪(চার)
০৮	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	০১(এক)	০১(এক)	-
০৯	ফিমেল মেডিকেল এ্যাটেনডেন্ট/নিম্নমান সহকারী	০১(এক)	০১(এক)	-
১০	অফিস সহায়ক/ নিরাপত্তা প্রহরী	০৯(নয়)	০৯(নয়)	-
১১	আয়া	১১(এগারো)	১১(এগারো)	-

<u>প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য</u> ঃ ১। মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, ফরিদপুর — ০১(এক)টি।
২। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র — ০৯(নয়)টি।
৩। মা ও শিশু কল্যাণ উপ-কেন্দ্র — ০২(দুই)টি

৪। আগামী পাঁচ বছরের পরিকল্পনা ঃ-

পরিকল্পনা	পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের উপায়
১।তৃণমূল পর্যায়ে নিরাপদ প্রসব নিশ্চিতকরণ প্রকল্প প্রতিটি ইউনিয়নে মোট গর্ভবতী থেকে ১০০ জন হতদরিদ্র গর্ভবতী মহিলাকে গর্ভধারনের ০৩ (তিন) মাসে আগেই সেবার আওতায় আনতে হবে। সেবা সমূহঃ- ১। ডি ওয়ার্মিং (সরকারী ঔষুধ আছে) ২। রক্ত শূন্যতা দূর করা (সরকারী ঔষুধ আছে) ঊধৎষু চৎবমহধহপু গধহধমবসবহঃ:- ১। কাউন্সিলিং ২। মর্নিং সিকনেস ম্যানেজমেন্ট (মাথা ঘুরা, বমি বমি ভাব/বমি বমি হওয়া, ক্ষুধামন্দা) মেডিকেশন ঃ-ঞধন-গরপষরমরহ চষঁং (সরকারী ঔষুধ নাই) শিশুর ইড়হব্ ঝঃৎঁপঃঁৎব গঠনের জন্য এবং এবং মায়ের (চৎবমহধহপু জবষধঃবফ এঢ়ীরসধ) প্রচন্ড রক্ত স্বল্পতা, শরিলে পানি জমা এবং প্রেসার বেড়ে যাওয়া। মেডিকেশন ঃ- ঞধন-ঈধষপরঁস উ (সরকারী ঔষুধ নাই) ঈধঢ়-উংড়হরী-২০/৪০ সম ওহাবংঃরমধঃরড়হ:- টংম ভড়ৎ চৎবমহধহপু চৎড়ভরষব ইষড়ড়ফ :- ঈইঈ/ঐইঝধম চড়ংঃহধঃধষ ঈধৎব:- চৎবাবহঃরড়হ ভড়ৎ ঢ়ঁবৎহবৎধষ ংবঢ়ংরং (জরায়ুতে ইনফেকশন,যোনী পথে ইনফেকশন,টিআর ম্যানেজমেন্ট ডিউরিং ডেলিভারী) মেডিকেশন ঃ- ঈবভভবৎড়ীরহ ধীবঃরষ (৫০০ সম) (সরকারী ঔষুধ নাই) ঔষুধ ক্রয় সংক্রান্ত বাজেঁটঃ- ১.ঞধন-গরপষরমরহ চষঁং (প্রতিজন প্রতিদিন ২ বেলা ২ মাস খাবে)১২০*৩=৩৬০*১০০=৩৬,০০০/-টাকা ২. ঞধন-ঈধষপরঁস উ (প্রতিজন প্রতিদিন নুন্যতম ১ টি করে ৬ মাস খাবে) ৩০*৬=১৮০*৫=৯০০*১০০=৯০,০০০/-টাকা ৩. ঈধঢ়-উংড়হরী-২০/৪০ সম (প্রতিজন প্রতিদিন ১ বেলা ৬ মাস খাবে) ৩০*৬=১৮০*৭=১,২৬০*১০০=১,২৬,০০০/-টাকা ৪. ঈবভভবৎড়ীরহ ধীবঃরষ (৫০০ সম)(প্রতিজন প্রতিদিন ২ বেলা ৭ দিন খাবে) ১৪*৪০=৫৬০*১০০=৫৬,০০০/- ৫. ঝধভব উবষরাবৎু শরঃং (প্রতিজন ১ টি করে) ১০০*৫০=৫,০০০/- সর্বমোটঃ-৩,১৮,০০০/-টাকা	অন্তত ০২(দুই) টি ইউনিয়নে পাইলট প্রজেক্ট গ্রহণ পূর্বক এর সফলতার ভিত্তিতে ক্রমান্বয়ে উপাজেলাধীন সকল ইউনিয়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে। উপজেলা পরিষদের স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ খাতের বরাদ্দ থেকে প্রকল্প বাস্তবায়নের অর্থায়ন করা যেতে পারে।

প্রাণী সম্পদবিভাগঃ-

উপজেলা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

প্রাণিসম্পদের গুরুত্ব জাতীয় অর্থনীতিতে অপরিসীম। প্রাণিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং এ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত তথা আমিষের চাহিদা পূরণ করা এ বিভাগের মূল লক্ষ্য। দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদন ছাড়াও দারিদ্র বিমোচন, আত্মকর্মসংস্থানসহ আর্থ সামাজিক উন্নয়নে প্রানিসম্পদ বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।গবাদিপ্রাণি, ও হাঁস-মুরগির টিকা প্রদান, চিকিৎসা কার্যক্রম, খামার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পরামর্শ প্রদান, ঘাস উৎপাদন, কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উন্নত জাতের গবাদিপ্রাণি পালন, এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম এ বিভাগ বাস্তবায়ন করে থাকে। বিশেষতঃ অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে এ সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে তাদের আত্মকর্মসংস্থাণের সুযোগ তৈরি হবে এবং তারা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে যা এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা-১ অর্জনে সহায়ক হবে।

ফরিদপুর সদরউপজেলায় যে পরিমাণ দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদন হয় তা চাহিদার তুলনায় কম। উপজেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগ এ সেক্টরের উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে:-

- খামারীদের উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান
- স্বল্পমূল্যে কৃত্রিম প্রজনন সুবিধা গড়ে তোলা
- নিয়মিত টিকাদান ও কৃমিনাশক বড়ি খাওয়ানো
- খামারীদের গো-খাদ্যের জন্য ঘাসচাষে উদ্বুদ্ধ করা
- গো-খাদ্যের জন্য উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রযুক্তি যেমন, ইউএমএস, ভেজা খড় সংরক্ষণ মাঠ পর্যায়ে প্রদর্শণী আকারে সম্প্রসারণ করা।

১। অর্গানোগ্রাম (প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো)

ইউ এল ও

ভি এস

ইউ এল এ-১ জন, ভি এফ এ-৩ জন,অফিস সহঃ ১ জন	এফ এ এ আই, ১ জন,কমপাউন্ডার ১ জন,
অফিস সহায়ক,১ জন	ড্রেসার ১ জন

কর্মরত পদের সংখ্যা (নাম ও মোবাবাইল নম্বরসহ)	শূন্য পদের সংখ্যা
ডাঃ মোঃ মিজানুর রহমান,ইউ,এল,ও,০১৭১২৬৫৩২০১	-
ডাঃ প্রভাস চন্দ্র সেন,ভি,এস,০১৭২২৩১৮৬০১	-
মোঃ দেলোয়ার হোসেন,ইউ,এল,এ,০১৭১০১৫৭৩৩৭	-
সৈয়দ সিদ্দিক হোসেন,ভি,এফ,এ০১৭১৮৭১৬৮৫৯	-
মোঃ ওহিদুজ্জামান, ভি,এফ,এ ০১৭১৬০২৩৩৭৬	-
এস,এম,মান্নান, ভি,এফ,এ ০১৭১১১৬১৯৮০	-
মোঃ জিয়াউল ইসলাম,এফ,এ(এ/আই)০১৭১১৯৮৮৪১৯	-
আশরাফুজ্জামান,কম্পাউন্ডার,০১৭১৮৫৬৫৩৯৩	-
মোঃ রমজান আলী, অফিস সহকারী,০১৭১৭৭৫১১৪৬	-
মোঃ হারুন অর রশিদ খাঁন,ড্রেসার,০১৬৮৯১৯২০৩৩	-
অফিস সহায়ক	১

২। পরিসংখ্যানগত তথ্য ঃ ফরিদপুর সদরে ১১ টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা

প্রাণির নাম	সংখ্যা
গরু	১৭৭৪৪০
ছাগল	১৮৮১১৫
মহিষ	১২
ভেড়া	৫৭৫
হাঁস-মুরগী	৫৬৭২৩৪০

খামারের নাম	সংখ্যা
গাভীর খামার	২৬২

ছাগল খামার	২৭
হাঁস-মুরগী খামার	১০২

৩। উলে-খযোগ্য প্রকল্প ঃ ক) বীফ ক্যাটেল ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প,নির্বাচিত ১৩০ জন খামারীদের বিনা মূল্যে কৃত্রিম প্রজনন কাজ করা।

খ) সমাজভিত্তিক ও বানিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ন ও সংরক্ষন প্রকল্প ২০ জন নির্বাচিত খামারীদের মধ্যে প্রযুক্তি সহায়তাসহ প্রতিষেধক ব্যবস্থা নেওয়া।

৪। আগামী পাঁচ বছরের পরিকল্পনা ঃ

পরিকল্পনা	কি উপায়ে পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হবে

ক্র ঃ নং	গৃহিতব্য কার্য্যক্রম	সুফলভোগীর সংখ্যা	উদ্দেশ্য	লক্ষ্যমাত্রা	যে কাজটা করবে	সম্ভাব্য লক্ষমাত্রা লক্ষ টাকা			মন্তব্য
						বিভাগীয়অর্থায়নে /উদ্যেগে	উপজেলা পরিষদ	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	গবাদিপশুর চিকিৎসা	৫৬০০ জন	চিকিৎসা সেবা প্রদান	১৬০০০ টি	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয়	-	-	
২	হাঁস-মুরগী চিকিৎসা	৪০০০০০ টি	চিকিৎসা সেবা প্রদান	৪০০০০০ টি	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয়	-	-	
৩	গবাদিপশুর টিকাদান	১৫০০০	গবাদিপশুর রোগ প্রতিরোধ	৫০০০০ টি	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয় সরবরাহ আছে	১.৫০	১.৫০	
৪	হাঁসমুরগী টিকাদানা	১০০০০	হাঁসমুরগী রোগ প্রতিরোধ	৫৫০০০০ টি	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয় সরবরাহ আছে	-	-	
৫	কৃত্রিম প্রজনন	৬০০০	গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন	১২০০০	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয় সরবরাহ আছে	-	-	
৬	দুগ্ধ খামার স্থাপন	৪০ টি	দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি ও আমিষের অভাব পূরন	৪০ টি	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	খামারী নিজ উদ্যোগে	-	-	
৭	হাঁসমুরগী খামার স্থাপন	৬০ টি	মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি ও আমিষের অভাব পূরন	৬০ টি	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	খামারী নিজ উদ্যোগে	-	-	
৮	নিড বেজড এক্সটেনশন	৮টি	গবাদিপশুর রোগ প্রতিরোধ আধুনিক ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি ব্যবহার	৮টি	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয় সরবরাহ নাই	১.৫০	১.৫০	
৯	গরুমোটাতাজা খামার স্থাপন	২৫ টি	মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি ও আমিষের অভাব পূরন এবং আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি	২৫ টি	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয় সরবরাহ নাই খামারী নিজ উদ্যেগে	-	-	
১০	ছাগল/ ভেড়ার খামার স্থাপন	৪০ টি	মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি	৪০ টি	উপজেলা পরিষদও প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয়/ খামারী নিজ উদ্যেগে	-	-	
১১	উন্নত জাতের	২০ জন	গবাদিপশুর খাদ্যের	২ এশর	উপজেলা	বিভাগীয়	২.০০	২.০	

	ঘাসের প-ট স্থাপন		চাহিদা পূরন উৎপাদন বৃদ্ধি		পরিষদও প্রাণিসম্পদ বিভাগ	সরবরাহ নাই		০	
১২	কৃমি মুক্ত করন (গবাদিপশু)	২০০০ জন	রোগ প্রতিরোধ মাংস ও দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি	৫০০০ টি	উপজেলা পরিষদও প্রাণিসম্পদ বিভাগ	. বিভাগীয় সরবরাহ নাই	৩.০০	৩.০০	
১৩	স্প্রে কার্য্যক্রম	১২ টি বাজার সপ্তাহে ১ দিন	হাঁসমুরগী এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধসহ অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ ও পরিবেশ দূষন রোধ	১২ টি বাজার সপ্তাহে ১ দিন	উপজেলা পরিষদও প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয় সরবরাহ নাই	২.০০	২.০০	
১৪	প্রশিক্ষন	৪০০ জন	দক্ষতা উন্নয়ন,দুধ,ডিম ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি	৪০০ জন	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয় সরবরাহ নাই	৩.০০	৩.০০	
১৫	হাঁসমুরগী/ গাভীর খামারীদের অনুদান	২০ জন	খামার স্থাপনে উদ্বুদ্ধকরন দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি	২০ জন	উপজেলা পরিষদও প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয় সরবরাহ নাই			
১৬	ডেমোনেষ্ট্রেশন	৩০জন	দুধ,ডিম ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি আমিষের অভাব পূরন	৩০জন	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয় সরবরাহ নাই	২.০০	২.০০	
মোট							১৫.০০	১৫.০০	

ক্রঃ নং	গৃহিতব্য কার্য্যক্রম	সুফলভোগীর সংখ্যা	উদ্দেশ্য	লক্ষ্যমাত্রা	যে কাজটা করবে	সম্ভাব্য লক্ষমাত্রা লক্ষ টাকা			মন্তব্য
						বিভাগীয়অর্থায়নে /উদ্যেগে	উপজেলা পরিষদ	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	গবাদিপশুর চিকিৎসা	৫৬০০ জন	চিকিৎসা সেবা প্রদান	১৬০০০ টি	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয়	-	-	
২	হাঁস-মুরগী চিকিৎসা	৪০০০০০ টি	চিকিৎসা সেবা প্রদান	৪০০০০০ টি	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয়	-	-	
৩	গবাদিপশুর টিকাদান	১৫০০০	গবাদিপশুর রোগ প্রতিরোধ	৫০০০০ টি	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয় সরবরাহ আছে	১.৭০	১.৭০	
৪	হাঁসমুরগী টিকাদানা	১০০০০	হাঁসমুরগী রোগ প্রতিরোধ	৫৫০০০০ টি	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয় সরবরাহ আছে	-	-	
৫	কৃত্রিম প্রজনন	৬০০০	গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন	১২০০০	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয় সরবরাহ আছে	-	-	
৬	দুগ্ধ খামার স্থাপন	৪০ টি	দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি ও আমিষের অভাব পূরন	৪০ টি	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	খামারী নিজ উদ্যোগে	-	-	
৭	হাঁসমুরগী খামার স্থাপন	৬০ টি	মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি ও আমিষের অভাব পূরন	৬০ টি	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	খামারী নিজ উদ্যোগে	-	-	

৮	নিড বেজড এক্সটেনশন	৮টি	গবাদিপশুর রোগ প্রতিরোধ আধুনিক ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি ব্যবহার	৮টি	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয় সরবরাহ নাই	১.৫০	১.৫০	
৯	গরু মোটাতাজা খামার স্থাপন	২৫ টি	মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি ও আমিষের অভাব পূরন এবং আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি	২৫ টি	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয় সরবরাহ নাই খামারী নিজ উদ্যেগে	-	-	
১০	ছাগল/ ভেড়ার খামার স্থাপন	৪০ টি	মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি	৪০ টি	উপজেলা পরিষদও প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয়/ খামারী নিজ উদ্যেগে	-	-	
১১	উন্নত জাতের ঘাসের প-ট স্থাপন	২০ জন	গবাদিপশুর খাদ্যের চাহিদা পূরন উৎপাদন বৃদ্ধি	২ এশর	উপজেলা পরিষদও প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয় সরবরাহ নাই	২.০০	২.০০	
১২	কৃমি মুক্ত করন (গবাদিপশু)	২০০০ জন	রোগ প্রতিরোধ মাংস ও দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি	৫০০০ টি	উপজেলা পরিষদও প্রাণিসম্পদ বিভাগ	. বিভাগীয় সরবরাহ নাই	৩.০০	৩.০০	
১৩	স্প্রে কার্য্যক্রম	১২ টি বাজার সপ্তাহে ১ দিন	হাঁসমুরগী এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধসহ অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ ও পরিবেশ দূষন রোধ	১২ টি বাজার সপ্তাহে ১ দিন	উপজেলা পরিষদও প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয় সরবরাহ নাই	২.০০	২.০০	
১৪	প্রশিক্ষন	৪০০ জন	দক্ষতা উন্নয়ন,দুধ,ডিম ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি	৪০০ জন	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয় সরবরাহ নাই	৩.০০	৩.০০	
১৫	হাঁসমুরগী/ গাভীর খামারীদের অনুদান	২০ জন	খামার স্থাপনে উদ্বুদ্ধকরন দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি	২০ জন	উপজেলা পরিষদও প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয় সরবরাহ নাই			
১৬	ডেমোনেস্ট্রশন	৩০জন	দুধ,ডিম ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি আমিষের অভাব পূরন	৩০জন	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয় সরবরাহ নাই	২.০০	২.০০	
মোট							১৫.২০	১৫.২০	

ক্রঃ নং	গৃহিতব্য কার্য্যক্রম	সুফলভোগীর সংখ্যা	উদ্দেশ্য	ঔক্ষ্যমাত্রা	যে কাজটা করবে	সম্ভাব্য লক্ষমাত্রা লক্ষ টাকা			মন্তব্য
						বিভাগীয়অর্থায়নে /উদ্যেগে	উপজেলা পরিষদ	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

১	গবাদিপশুর চিকিৎসা	৫৬০০ জন	চিকিৎসা সেবা প্রদান	১৬০০০ টি	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয়	-	-	
২	হাঁস-মুরগী চিকিৎসা	৪০০০০০ টি	চিকিৎসা সেবা প্রদান	৪০০০০০ টি	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয়	-	-	
৩	গবাদিপশুর টিকাদান	১৫০০০	গবাদিপশুর রোগ প্রতিরোধ	৫০০০০ টি	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয় সরবরাহ আছে	১.৮০	১.৮০	
৪	হাঁসমুরগী টিকাদানা	১০০০০	হাঁসমুরগী রোগ প্রতিরোধ	৫৫০০০০ টি	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয় সরবরাহ আছে	-	-	
৫	কৃত্রিম প্রজনন	৬০০০	গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন	১২০০০	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয় সরবরাহ আছে	-	-	
৬	দুগ্ধ খামার স্থাপন	৪০ টি	দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি ও আমিষের অভাব পূরন	৪০ টি	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	খামারী নিজ উদ্যোগে	-	-	
৭	হাঁসমুরগী খামার স্থাপন	৬০ টি	মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি ও আমিষের অভাব পূরন	৬০ টি	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	খামারী নিজ উদ্যোগে	-	-	
৮	নিড বেজড এক্সটেনশন	৮টি	গবাদিপশুর রোগ প্রতিরোধ আধুনিক ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি ব্যবহার	৮টি	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয় সরবরাহ নাই	১.৬০	১.৬০	
৯	গর— মোটাতাজা খামার স্থাপন	২৫ টি	মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি ও আমিষের অভাব পূরন এবং আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি	২৫ টি	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয় সরবরাহ নাই খামারী নিজ উদ্যেগে	-	-	
১০	ছাগল/ ভেড়ার খামার স্থাপন	৪০ টি	মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি	৪০ টি	উপজেলা পরিষদও প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয়/ খামারী নিজ উদ্যেগে	-	-	
১১	উন্নত জাতের ঘাসের প-ট স্থাপন	২০ জন	গবাদিপশুর খাদ্যের চাহিদা পূরন উৎপাদন বৃদ্ধি	২ এশর	উপজেলা পরিষদও প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয় সরবরাহ নাই	২.৫০	২.৫০	
১২	কৃমি মুক্ত করন (গবাদিপশু)	২০০০ জন	রোগ প্রতিরোধ মাংস ও দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি	৫০০০ টি	উপজেলা পরিষদও প্রাণিসম্পদ বিভাগ	. বিভাগীয় সরবরাহ নাই	৩.০০	৩.০০	
১৩	স্প্রে কার্য্যক্রম	১২ টি বাজার সপ্তাহে ১ দিন	হাঁসমুরগী এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধসহ অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ ও পরিবেশ দূষন রোধ	১২ টি বাজার সপ্তাহে ১ দিন	উপজেলা পরিষদও প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয় সরবরাহ নাই	২.০০	২.০০	
১৪	প্রশিক্ষন	৪০০ জন	দক্ষতা উন্নয়ন,দুধ,ডিম ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি	৪০০ জন	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয় সরবরাহ নাই	৩.০০	৩.০০	

১৫	হাঁসমুরগী/ গাভীর খামারীদের অনুদান	২০ জন	খামার স্থাপনে উদ্বুদ্ধকরন দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি	২০ জন	উপজেলা পরিষদও প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয় সরবরাহ নাই			
১৬	ডেমোনেস্ট্রেশন	৩০জন	দুধ,ডিম ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি আমিষের অভাব পূরন	৩০জন	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয় সরবরাহ নাই	২.০০	২.০০	
মোট							১৫.৯০	১৫.৯০	

ক্রঃ নং	গৃহিতব্য কার্য্যক্রম	সুফলভোগীর সংখ্যা	উদ্দেশ্য	ঔক্ষ্যমাত্রা	যে কাজটা করবে	সম্ভাব্য লক্ষমাত্রা লক্ষ টাকা			মন্তব্য
						বিভাগীয়অর্থায়নে /উদ্যেগে	উপজেলা পরিষদ	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	গবাদিপশুর চিকিৎসা	৫৬০০ জন	চিকিৎসা সেবা প্রদান	১৬০০০ টি	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয়	-	-	
২	হাঁস-মুরগী চিকিৎসা	৪০০০০০ টি	চিকিৎসা সেবা প্রদান	৪০০০০০ টি	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয়	-	-	
৩	গবাদিপশুর টিকাদান	১৫০০০	গবাদিপশুর রোগ প্রতিরোধ	৫০০০০ টি	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয় সরবরাহ আছে	২.০০	২.০০	
৪	হাঁসমুরগী টিকাদানা	১০০০০	হাঁসমুরগী রোগ প্রতিরোধ	৫৫০০০০ টি	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয় সরবরাহ আছে	-	-	
৫	কৃত্রিম প্রজনন	৬০০০	গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন	১২০০০	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয় সরবরাহ আছে	-	-	
৬	দুগ্ধ খামার স্থাপন	৪০ টি	দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি ও আমিষের অভাব পূরন	৪০ টি	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	খামারী নিজ উদ্যোগে	-	-	
৭	হাঁসমুরগী খামার স্থাপন	৬০ টি	মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি ও আমিষের অভাব পূরন	৬০ টি	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	খামারী নিজ উদ্যোগে	-	-	
৮	নিড বেজড এক্সটেনশন	৮টি	গবাদিপশুর রোগ প্রতিরোধ আধুনিক ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি ব্যবহার	৮টি	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয় সরবরাহ নাই	২.০০	২.০০	
৯	গরু মোটাতাজা খামার স্থাপন	২৫ টি	মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি ও আমিষের অভাব পূরন এবং আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি	২৫ টি	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয় সরবরাহ নাই খামারী নিজ উদ্যোগে	-	-	
১০	ছাগল/ ভেড়ার খামার স্থাপন	৪০ টি	মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি	৪০ টি	উপজেলা পরিষদও প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয়/ খামারী নিজ উদ্যোগে	-	-	
১১	উন্নত	২০ জন	গবাদিপশুর খাদ্যের	২ এশর	উপজেলা	বিভাগীয়	২.৫০	২.৫	

	জাতের ঘাসের প-ট স্থাপন		চাহিদা পূরন উৎপাদন বৃদ্ধি		পরিষদও প্রাণিসম্পদ বিভাগ	সরবরাহ নাই		০	
১২	কৃমি মুক্ত করন (গবাদিপশু)	২০০০ জন	রোগ প্রতিরোধ মাংস ও দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি	৫০০০ টি	উপজেলা পরিষদও প্রাণিসম্পদ বিভাগ	. বিভাগীয় সরবরাহ নাই	৩.০০	৩.০০	
১৩	স্প্রে কার্য্যক্রম	১২ টি বাজার সপ্তাহে ১ দিন	হাঁসমুরগী এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধসহ অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ ও পরিবেশ দূষন রোধ	১২ টি বাজার সপ্তাহে ১ দিন	উপজেলা পরিষদও প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয় সরবরাহ নাই	২.০০	২.০০	
১৪	প্রশিক্ষন	৪০০ জন	দক্ষতা উন্নয়ন,দুধ,ডিম ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি	৪০০ জন	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয় সরবরাহ নাই	৩.০০	৩.০০	
১৫	হাঁসমুরগী/ গাভীর খামারীদের অনুদান	২০ জন	খামার স্থাপনে উদ্বুদ্ধকরন দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি	২০ জন	উপজেলা পরিষদও প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয় সরবরাহ নাই			
১৬	ডেমোনেস্ট্রশন	৩০জন	দুধ,ডিম ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি আমিষের অভাব পূরন	৩০জন	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয় সরবরাহ নাই	২.০০	২.০০	
মোট							১৬.৫০	১৬.৫০	

ক্রঃ নং	গৃহিতব্য কার্য্যক্রম	সুফলভোগীর সংখ্যা	উদ্দেশ্য	ঔক্ষ্যমাত্রা	যে কাজটা করবে	সম্ভাব্য লক্ষমাত্রা লক্ষ টাকা			মন্ড়ব্য
						বিভাগীয়অর্থায়নে /উদ্যেগে	উপজেলা পরিষদ	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	গবাদিপশুর চিকিৎসা	৫৬০০ জন	চিকিৎসা সেবা প্রদান	১৬০০০ টি	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয়	-	-	
২	হাঁস-মুরগী চিকিৎসা	৪০০০০০ টি	চিকিৎসা সেবা প্রদান	৪০০০০০ টি	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয়	-	-	
৩	গবাদিপশুর টিকাদান	১৫০০০	গবাদিপশুর রোগ প্রতিরোধ	৫০০০০ টি	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয় সরবরাহ আছে	৩.০০	৩.০০	
৪	হাঁসমুরগী টিকাদানা	১০০০০	হাঁসমুরগী রোগ প্রতিরোধ	৫৫০০০০ টি	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয় সরবরাহ আছে	-	-	
৫	কৃত্রিম প্রজনন	৬০০০	গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন	১২০০০	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয় সরবরাহ আছে	-	-	
৬	দুগ্ধ খামার স্থাপন	৪০ টি	দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি ও আমিষের অভাব পূরন	৪০ টি	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	খামারী নিজ উদ্যোগে	-	-	

৭	হাঁসমুরগী খামার স্থাপন	৬০ টি	মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি ও আমিষের অভাব পূরন	৬০ টি	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	খামারী নিজ উদ্যোগে	-	-	
৮	নিড বেজড এক্সটেনশন	৮টি	গবাদিপশুর রোগ প্রতিরোধ আধুনিক ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি ব্যবহার	৮টি	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয় সরবরাহ নাই	২.৫০	২.৫০	
৯	গরু মোটাতাজা খামার স্থাপন	২৫ টি	মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি ও আমিষের অভাব পূরন এবং আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি	২৫ টি	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয় সরবরাহ নাই খামারী নিজ উদ্যেগে	-	-	
১০	ছাগল/ ভেড়ার খামার স্থাপন	৪০ টি	মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি	৪০ টি	উপজেলা পরিষদও প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয়/ খামারী নিজ উদ্যেগে	-	-	
১১	উন্নত জাতের ঘাসের প-ট স্থাপন	২০ জন	গবাদিপশুর খাদ্যের চাহিদা পূরন উৎপাদন বৃদ্ধি	২ এশর	উপজেলা পরিষদও প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয় সরবরাহ নাই	৩.০০	৩.০০	
১২	কৃমি মুক্ত করন (গবাদিপশু)	২০০০ জন	রোগ প্রতিরোধ মাংস ও দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি	৫০০০ টি	উপজেলা পরিষদও প্রাণিসম্পদ বিভাগ	. বিভাগীয় সরবরাহ নাই	৩.০০	৩.০০	
১৩	স্প্রে কার্য্যক্রম	১২ টি বাজার সপ্তাহে ১ দিন	হাঁসমুরগী এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধসহ অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ ও পরিবেশ দূষন রোধ	১২ টি বাজার সপ্তাহে ১ দিন	উপজেলা পরিষদও প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয় সরবরাহ নাই	২.০০	২.০০	
১৪	প্রশিক্ষন	৪০০ জন	দক্ষতা উন্নয়ন,দুধ,ডিম ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি	৪০০ জন	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয় সরবরাহ নাই	৩.০০	৩.০০	
১৫	হাঁসমুরগী/ গাভীর খামারীদের অনুদান	২০ জন	খামার স্থাপনে উদ্বুদ্ধকরন দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি	২০ জন	উপজেলা পরিষদও প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয় সরবরাহ নাই			
১৬	ডেমোনেস্ট্রেশন	৩০জন	দুধ,ডিম ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি আমিষের অভাব পূরন	৩০জন	প্রাণিসম্পদ বিভাগ	বিভাগীয় সরবরাহ নাই	২.০০	২.০০	
মোট							১৮.৫০	১৮.৫০	

প্রাথমিক শিক্ষাবিভাগঃ-

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রাথমিক শিক্ষা শিশুদের শিক্ষা অর্জনের প্রথম ধাপ। শিশুদের মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারলে ভবিষ্যতে তারা দেশের সম্পদে পরিণত হবে। এ জন্য বিদ্যালয়ে শিশুদের উপযোগী পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন। প্রয়োজন দক্ষ বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা। এছাড়া ঝড়ে পড়া রোধ এবং শিশুদের উৎসাহিত করা জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস উল্লেখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। উপজেলা পরিষদ ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের সহায়তায় এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই কার্যক্রমের ফলে বিদ্যালয়ে শিক্ষা আকর্ষনীয় পরিবেশ তৈরি হবে, শিশুদের ঝরে পড়ার হার ২% হ্রাস পাবে। এছড়া ৫ম শ্রেণী পাঠ শেষ করা শিশুদের হার বৃদ্ধি পাবে।

১। **অর্গানোগ্রাম (প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো)**

ক্রমিক নং	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম	পদবী	মোবাইল নম্বর	পদ সংখ্যা	কর্মরত	শূন্য	মন্তব্য
০১	মুহাম্মদ আবু আহাদ মিয়া	উপজেলা শিক্ষা অফিসার	০১৭১৬৬২০০৮৬	০১	০১	০	
০২	নার্গিস জাফরী	সহ: উপজেলা শিক্ষা অফিসার	০১৭১৬০৬৯২২২	০৬	০৬	০	
০৩	মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান	-ঐ-	০১৭১২৮২৪৫০৪				
০৪	ওয়াহিদ খান	-ঐ-	০১৭২৩২৩১৪৪৩				
০৫	কানিজ ফাতেমা	-ঐ-	০১৭৯১৬৩১৬৫০				
০৬	মোঃ তহিদুল ইসলাম	-ঐ-	০১৭৩১৪১৮০৬৯				
০৭	মোঃ মহিউদ্দিন মিয়া	-ঐ-	০১৭১৮৫৫৩৮৪১				
০৮	মোঃ নিজাম উদ্দিন চৌধুরী	উচ্চমান সহকারী	০১৭২৭৫৭২৪৫০	০১	০১	০	
০৯	আনন্দ কুমার পাল	অফিস সহকারী	০১৭১৮৪৮৩১৫৩	০৩	০২	০১	
১০	মোঃ আঃ মান্নান মোল্যা	অফিস সহকারী	০১৭১৪৫৬৩৭৭১				
১১	জয়ন্ত সাহা	হিসাব সহকারী	০১৭২৫৪০৩৯৫৯	০১	০১	০	
১২	মোঃ আব্দুল লতিফ	অফিস সহায়ক	০১৭৬৫০৫৮৪০১	০১	০১	০	

০২। পরিসংখ্যাণগত তথ্য ঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	কর্মরত	শূন্য	মন্তব্য
০১	প্রধান শিক্ষক	১৪০	১১৮	২২	
০২	সহকারী শিক্ষক	৮১৪	৬৯৩	১২১	
০৩	অফিস সহায়ক	০৬	০৩	০৩	
০৪	দপ্তরী কাম নৈশ প্রহরী	১০০	৫৭	৪৩	

০৩। **উল্লেখযোগ্য প্রকল্প ঃ**

ক) স্পিপ কার্যক্রম;
খ) প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প;
গ) ১২টি মডেল স্কুল;
ঘ) শতভাগ ভর্তি নিশ্চিতকরণ;
ঙ) ঝরে পড়া রোধকরণ;
চ) উপস্থিতি ১০০%

৪। আগামী পাঁচ বছরের পরিকল্পনাঃ

ক্রমিক নং	পরিকল্পনা	কি উপায়ে পরিকল্পনাটি বাস্ড়বায়িত হবে
১	ঝষরঢ়	প্রতি বছর ংষরঢ় কমিটির সদসদের সমন্বয়ে অগ্রধিকার তালিকা প্রস্তুত করে সে অনুযায়ী তা বাস্তবায়ন করব ।
২	উপবৃত্তি	ক্যাচমেন্ট এলাকার দরিদ্র শিশু বাছাই করে উপবৃত্তির

		তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।
৩	১২ টি মডেল স্কুল	বিদ্যালয়ে এস,এম,সি,কে সক্রিয় ও গতিশীল, প্রধান শিক্ষক/সহকারী শিক্ষক/উপজেলা শিক্ষা অফিসার/সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার সকলকে সক্রিয় হতে হবে ।
৪	শতভাগ ভর্তি নিশ্চিকরণ	বিদ্যালয়ে ক্যাচমেন্ট এলাকা আনুযায়ী জরিপ করে ৬+১০ বয়স সাত শিশুর তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রত্যেক শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করতে হবে ।
৫	ঝরেপড়া রোধকরণ	প্রত্যেক বিদ্যালয়ের ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ আনন্দ দায়ক পরিবেশে শিক্ষাদান করে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে । উপস্থিতি নিশ্চিত হলে ঝরেপড়া কমে যাবে ।
৬	উপস্থিতি ১০০%	প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে প্রতিদিন বিদ্যালয়ের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে । এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক/সহকারী শিক্ষক/এস,এম,সি দায়িত্ব পালন করবে।
৭	প্রাথমিক শিক্ষার গুনগত মান উন্নয়ন	নিয়মিত উপস্থিতি, মা সমাবেশ, উঠোন বৈঠক, অভিভাবক সমাবেশ এসএমসি সদস্যদের উদ্বুদ্ধকরণ, শিক্ষকদের দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান, বিদ্যালয়ে আকর্ষণীয় উপকরণ ব্যবহার এবং পাঠ উপযোগী শ্রেণি কক্ষ, সহ পাঠক্রমিক কার্যক্রম বাস্ড়বায়ন করতে হবে।

মৎস্য বিভাগঃ-

ফরিদপুর সদর উপজেলার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়ের তথ্যাবলীঃ

১। অর্গানোগ্রাম (প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো)

কর্মরত পদের সংখ্যা (নাম ও মোবাইল নম্বরসহ)	শূন্য পদের সংখ্যা
বিজন কুমার নন্দী, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ০১৭১৬৩৩৫০১০	
নাজমুন নাহার, মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ০১৭৯১-৩৩৬০৯০	সংযুক্তিতে নিয়োগ
মোঃ আব্দুল মান্নাফ, সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা ০১৭৫৪-৩১৪৮৯৮	
শামছুল হক, ক্ষেত্র সহকারী ০১৭২১-১৫৭৯৭৮	
মোঃ জাহিদুর রহমান, অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার ০১৭৪২-৮৪১০৮৮	
অফিস সহায়ক	শুন্য

২। পরিসংখ্যানগত তথ্যঃ

ক্রঃনং	জলাশয়ের ধরণ	সংখ্যা	আয়তন (হেক্টর)	উপজেলার সর্বমোট মৎস্য উৎপাদন (মে:টন)
০১	নদী ও মোহনা	২	২৬০০.০	৫১০.০
০২	সুন্দরবন		-	-
০৩	বিল	৩	২২৮.০	২৮৬.০
০৪	কাপ্তাই লেক		-	-
০৫	প্লাবনভূমি	২৮	২২৯৭.০	৯৯৯.০
০৬	পুকুর	৪০০৭	৫৫১.৯	২৩৮৩.০
০৭	মৌসুমী জলাশয়		৪৩৯.১	১৫০.৫
০৮	বাওড়		-	-

০৯	চিংড়ি খামার		-	-
মোট			**৬১১৬**	**৪৩২৮.৫**

ক্রমিক নং		সংখ্যা (জন/টি)
১	**মৎস্য চাষী**	
	(ক) পুরুষ	২৯০২
	(খ) মহিলা	৫০৮
	(ক+খ) = মোট	৩৪১০
২	**মৎস্যজীবী**	
	(ক) পুরুষ	২৩০৭
	(খ) মহিলা	০২
	(ক+খ) = মোট	২৩০৯
৩	পোনা ব্যবসায়ী	৪০
৪	মৎস্য আড়ত	৬০
৫	বরফকল	৭

৩। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পঃ

ক্সইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তিসেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প

ক্সএফ সি ডি আই প্রকল্প

ক্সউন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারী স্থাপন এবং পোনা অবমুক্তকরণ প্রকল্প

ক্সঅর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ এলাকার জনগণের দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবিকা নির্বাহ নিশ্চিতকরণ প্রকল্প

ক্সজেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয় পত্র প্রদান প্রকল্প

৪। আগামী পাঁচ বছরেরর পরিকল্পনা

অর্থবছর ২০১৫-১৬

পরিকল্পনা	কি উপায়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হবে
প্রাতিষ্ঠানিক ও উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তকরণ পোনার পরিমান-৮ মেঃ টন	মৎস্য বিভাগের রাজস্ব ও উন্নয়ন তহবিল
বিল নার্সারী স্থাপন ২ টি	বিলের মাঝে কোন পুকুর কিংবা জলাশয়ে রেনু ছেড়ে মাছের পোনা পর্যন্ত লালন-পালনের পর বিলে অবমুক্তকরণ। এটা সমাজভিত্তিক মৎস্য কার্যক্রমের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে যেটা অর্থায়ন করতে পারে মৎস্য বিভাগের রাজস্ব ও উন্নয়ন তহবিল
প্রদর্শনী খামার স্থাপন ৫ টি	ইউনিয়নের সরকারি ও বেসরকারি উপযুক্ত জলাশয় নির্বাচন করে সংশ্লিষ্ট মৎস্য চাষী (আরডি) ও মৎস্য বিভাগের যৌথ অংশীদারি ব্যয়ের মাধ্যমে এবং উপজেলা মৎস্য বিভাগের কারিগরি সহায়তায় প্রদর্শনী খামার স্থাপন যেটা অর্থায়ন করবে এডিপি ও মৎস্য বিভাগের উন্নয়ন তহবিল
প্রশিক্ষণ ৮৫০ জন মৎস্য চাষী/মৎস্যজীবি	মৎস্য বিভাগের উন্নয়ন তহবিল
জলাশয় সংস্কার ও পুনঃখনন ৫ টি	এডিপি ও মৎস্য বিভাগের উন্নয়ন তহবিল
অভয়াশ্রম স্থাপন/মেরামত ২ টি	এডিপি ও মৎস্য বিভাগের উন্নয়ন তহবিল
মৎস্য চাষ ও আইন বাস্তবায়ন বিষয়ক উদ্বুদ্ধকরন/ সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সাইনবোর্ড/বিল বোর্ড স্থাপন	এডিপির অর্থায়নে
জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণে অভিযান/মোবাইল কোর্ট	মৎস্য বিভাগের রাজস্ব ও উন্নয়ন তহবিল

জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয় পত্র প্রদান	মৎস্য বিভাগের উন্নয়ন তহবিল

অর্থবছর ২০১৬-১৭

পরিকল্পনা	কি উপায়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হবে
প্রাতিষ্ঠানিক ও উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তকরণ পোনার পরিমান-১০ মেঃ টন	মৎস্য বিভাগের রাজস্ব ও উন্নয়ন তহবিল
বিল নার্সারী স্থাপন ৩ টি	বিলের মাঝে কোন পুকুর কিংবা জলাশয়ে রেনু ছেড়ে মাছের পোনা পর্যন্ত লালন-পালনের পর বিলে অবমুক্তকরণ। এটা সমাজভিত্তিক মৎস্য কার্যক্রমের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে যেটা অর্থায়ন করতে পারে মৎস্য বিভাগের রাজস্ব ও উন্নয়ন তহবিল
প্রদর্শনী খামার স্থাপন ৬ টি	ইউনিয়নের সরকারি ও বেসরকারি উপযুক্ত জলাশয় নির্বাচন করে সংশ্লিষ্ট মৎস্য চাষী (আরডি) ও মৎস্য বিভাগের যৌথ অংশীদারি ব্যয়ের মাধ্যমে এবং উপজেলা মৎস্য বিভাগের কারিগরি সহায়তায় প্রদর্শনী খামার স্থাপন যেটা অর্থায়ন করবে এডিপি ও মৎস্য বিভাগের উন্নয়ন তহবিল
প্রশিক্ষণ ৮০০ জন মৎস্য চাষী/মৎস্যজীবি	মৎস্য বিভাগের উন্নয়ন তহবিল
উপযুক্ত জলাশয় সংস্কার ও পুনঃখনন ৫টি	এডিপি ও মৎস্য বিভাগের উন্নয়ন তহবিল
অভয়াশ্রম স্থাপন/মেরামত ২ টি	এডিপি ও মৎস্য বিভাগের উন্নয়ন তহবিল
মৎস্য চাষ ও আইন বাস্তবায়ন বিষয়ক উদ্বুদ্ধকরন/ সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সাইনবোর্ড/বিল বোর্ড স্থাপন	এডিপির অর্থায়নে
জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণে অভিযান/মোবাইল কোর্ট	মৎস্য বিভাগের রাজস্ব ও উন্নয়ন তহবিল
জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয় পত্র প্রদান	মৎস্য বিভাগের উন্নয়ন তহবিল

অর্থবছর ২০১৭-১৮

পরিকল্পনা	কি উপায়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হবে
প্রাতিষ্ঠানিক ও উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তকরণ পোনার পরিমান-১২ মেঃ টন	মৎস্য বিভাগের রাজস্ব ও উন্নয়ন তহবিল
বিল নার্সারী স্থাপন ৩ টি	বিলের মাঝে কোন পুকুর কিংবা জলাশয়ে রেনু ছেড়ে মাছের পোনা পর্যন্ত লালন-পালনের পর বিলে অবমুক্তকরণ। এটা সমাজভিত্তিক মৎস্য কার্যক্রমের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে যেটা অর্থায়ন করতে পারে মৎস্য বিভাগের রাজস্ব ও উন্নয়ন তহবিল
প্রদর্শনী খামার স্থাপন ৬ টি	ইউনিয়নের সরকারি ও বেসরকারি উপযুক্ত জলাশয় নির্বাচন করে সংশ্লিষ্ট মৎস্য চাষী (আরডি) ও মৎস্য বিভাগের যৌথ অংশীদারি ব্যয়ের মাধ্যমে এবং উপজেলা মৎস্য বিভাগের কারিগরি সহায়তায় প্রদর্শনী খামার স্থাপন যেটা অর্থায়ন করবে এডিপি ও মৎস্য বিভাগের উন্নয়ন তহবিল
প্রশিক্ষণ ৮০০ জন মৎস্য চাষী/মৎস্যজীবি	মৎস্য বিভাগের উন্নয়ন তহবিল
উপযুক্ত জলাশয় সংস্কার ও পুনঃখনন ৫টি	এডিপি ও মৎস্য বিভাগের উন্নয়ন তহবিল
অভয়াশ্রম স্থাপন/মেরামত ২ টি	এডিপি ও মৎস্য বিভাগের উন্নয়ন তহবিল
মৎস্য চাষ ও আইন বাস্তবায়ন বিষয়ক উদ্বুদ্ধকরন/ সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সাইনবোর্ড/বিল বোর্ড স্থাপন	এডিপির অর্থায়নে
জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণে	মৎস্য বিভাগের রাজস্ব ও উন্নয়ন তহবিল

অভিযান/মোবাইল কোর্ট	
জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ১০০ জন	অতি দরিদ্র ১০০ জন জাটকা আহরণকারী জেলেকে জাল/সেলাইমেশিন/গরু মোটা কাজাকরণের মাধ্যমে স্বাবলম্বীকরণ যেটা অর্থায়নে থাকবে এডিপি ও মৎস্য বিভাগের উন্নয়ন তহবিল।

অর্থবছর ২০১৮-১৯

পরিকল্পনা	কি উপায়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হবে
প্রাতিষ্ঠানিক ও উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তকরণ পোনার পরিমান-১৫ মেঃ টন	মৎস্য বিভাগের রাজস্ব ও উন্নয়ন তহবিল
বিল নার্সারী স্থাপন ৩ টি	বিলের মাঝে কোন পুকুর কিংবা জলাশয়ে রেনু ছেড়ে মাছের পোনা পর্যন্ত লালন-পালনের পর বিলে অবমুক্তকরণ। এটা সমাজভিত্তিক মৎস্য কার্যক্রমের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে যেটা অর্থায়ন করতে পারে মৎস্য বিভাগের রাজস্ব ও উন্নয়ন তহবিল
প্রদর্শনী খামার স্থাপন ৬ টি	ইউনিয়নের সরকারি ও বেসরকারি উপযুক্ত জলাশয় নির্বাচন করে সংশ্লিষ্ট মৎস্য চাষী (আরডি) ও মৎস্য বিভাগের যৌথ অংশীদারি ব্যয়ের মাধ্যমে এবং উপজেলা মৎস্য বিভাগের কারিগরি সহায়তায় প্রদর্শনী খামার স্থাপন যেটা অর্থায়ন করবে এডিপি ও মৎস্য বিভাগের উন্নয়ন তহবিল
প্রশিক্ষণ ৫০০ জন মৎস্য চাষী/মৎস্যজীবি	মৎস্য বিভাগের উন্নয়ন তহবিল
উপযুক্ত জলাশয় সংস্কার ও পুনঃখনন ৫টি	এডিপি ও মৎস্য বিভাগের উন্নয়ন তহবিল
অভয়াশ্রম স্থাপন/মেরামত ২ টি	এডিপি ও মৎস্য বিভাগের উন্নয়ন তহবিল
মৎস্য চাষ ও আইন বাস্তবায়ন বিষয়ক উদ্বুদ্ধকরন/ সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সাইনবোর্ড/বিল বোর্ড স্থাপন	এডিপির অর্থায়নে
জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণে অভিযান/মোবাইল কোর্ট	মৎস্য বিভাগের রাজস্ব ও উন্নয়ন তহবিল
জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ২০০ জন	অতি দরিদ্র ২০০ জন জাটকা আহরণকারী জেলেকে জাল/সেলাইমেশিন/গরু মোটা কাজাকরণের মাধ্যমে স্বাবলম্বীকরণ যেটা অর্থায়নে থাকবে এডিপি ও মৎস্য বিভাগের উন্নয়ন তহবিল। রাজস্ব বাজেটের আওতায় জাটকা সংরক্ষণ প্রগ্রামের মাধ্যমে ফেব্রুয়ারী-মে পর্যন্ত মাসে ২০০ জন জেলেকে মাসে ৪০ কেজি চাল বিতরণ।

অর্থবছর ২০১৯-২০

পরিকল্পনা	কি উপায়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হবে
প্রাতিষ্ঠানিক ও উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তকরণ পোনার পরিমান-১৫ মেঃ টন	মৎস্য বিভাগের রাজস্ব ও উন্নয়ন তহবিল
বিল নার্সারী স্থাপন ৩ টি	বিলের মাঝে কোন পুকুর কিংবা জলাশয়ে রেনু ছেড়ে মাছের পোনা পর্যন্ত লালন-পালনের পর বিলে অবমুক্তকরণ। এটা সমাজভিত্তিক মৎস্য কার্যক্রমের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে যেটা অর্থায়ন করতে পারে মৎস্য বিভাগের রাজস্ব ও উন্নয়ন তহবিল
প্রদর্শনী খামার স্থাপন ৬ টি	ইউনিয়নের সরকারি ও বেসরকারি উপযুক্ত জলাশয় নির্বাচন করে সংশ্লিষ্ট মৎস্য চাষী (আরডি) ও মৎস্য বিভাগের যৌথ অংশীদারি ব্যয়ের মাধ্যমে এবং উপজেলা মৎস্য বিভাগের কারিগরি সহায়তায় প্রদর্শনী খামার স্থাপন যেটা অর্থায়ন করবে এডিপি ও

	মৎস্য বিভাগের উন্নয়ন তহবিল
প্রশিক্ষণ ৪০০ জন মৎস্য চাষী/মৎস্যজীবি	মৎস্য বিভাগের উন্নয়ন তহবিল
উপযুক্ত জলাশয় সংস্কার ও পুনঃখনন ৫টি	এডিপি ও মৎস্য বিভাগের উন্নয়ন তহবিল
অভয়াশ্রম স্থাপন/মেরামত ১ টি	এডিপির অর্থায়নে পদ্মার যে কোন উপযুক্ত কোলে অথবা কুমার নদীর যে এলাকায় সারা বছর পানি থাকে সে সমস্ত ১ টি এলাকা স্থায়ী অভয়াশ্রম ঘোষণা করা ও তার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা। যাতে লাগবে পাহারাদার, সাইনবোর্ড ও কিছু বিছু অংশে স্থায়ী কাঠা নির্মান।
মৎস্য চাষ ও আইন বাস্তবায়ন বিষয়ক উদ্বুদ্ধকরন/ সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সাইনবোর্ড/বিল বোর্ড স্থাপন	এডিপির অর্থায়নে
জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণে অভিযান/মোবাইল কোর্ট	মৎস্য বিভাগের রাজস্ব ও উন্নয়ন তহবিল
জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ২০০ জন	অতি দরিদ্র ২০০ জন জাটকা আহরণকারী জেলেকে জাল/সেলাইমেশিন/গরু মোটা কাজাকরণের মাধ্যমে স্বাবলম্বীকরণ যেটা অর্থায়নে থাকবে এডিপি ও মৎস্য বিভাগের উন্নয়ন তহবিল। রাজস্ব বাজেটের আওতায় জাটকা সংরক্ষণ প্রগ্রামের মাধ্যমে ফেব্রুয়ারী-মে পর্যন্ত মাসে ২০০ জন জেলেকে মাসে ৪০ কেজি চাল বিতরণ।

যুব উন্নয়ন বিভাগঃ-

০১. অর্গানোগ্রাম (প্রাতিষ্ঠানিককাঠামো) ঃ

ক্রমিকনং	কর্মরতপদেরসংখ্যা (নাম ও মোবাইল নম্বর সহ)	শূণ্য পদেরসংখ্যা
০১.	জনাব মো. শাহজাহান মোল্যা উপজেলাযুবউন্নয়নঅফিসার ফরিদপুরসদর, ফরিদপুর । মোবা ঃ ০১৭১৭৭৩৫১০৩	০১ (একটি) অফিসসহকারীকাম-কম্পিউটারঅপারেটর
০২.	জনাব মো. আহাদ আলীসরদার ক্রেডিটসুপারভাইজার যুবউন্নয়নঅধিদপ্তর ফরিদপুরসদর, ফরিদপুর । মোবাঃ ০১৭১৮৮১২০৮৮	
০৩.	জনাব মো. মিজানুররহমান ক্রেডিটসুপারভাইজার যুবউন্নয়নঅধিদপ্তর ফরিদপুরসদর, ফরিদপুর । মোবাঃ ০১৭১৮৪৭০১১৭	
০৪.	জনাব মো. লুৎফররহমান ক্রেডিটসুপারভাইজার যুবউন্নয়নঅধিদপ্তর ফরিদপুরসদর, ফরিদপুর । মোবাঃ ০১৭১৮১০৩৪৩০	
০৫.	জনাবতানালামামুন ক্যাশিয়ার	

	যুবউন্নয়নঅধিদপ্তর ফরিদপুরসদর, ফরিদপুর । ০১৭২০১১১৭২০৬	
০৬.	জনাবআব্দুলজলির শেখ অফিসসহায়ক যুবউন্নয়নঅধিদপ্তর ফরিদপুরসদর, ফরিদপুর । ০১১৯১১৩৯১৩৮	

০২.পরিসংখ্যানগত তথ্য ঃ
(ক) ঋণ বিতরণশুরু থেকে ডিসেম্বর /১৫ পর্যন্ত২,২০,২৮,০০০টাকা এবং ২০১৪ –২০১৫ অর্থ বছরে২১৯৫০০০ টাকা
(খ) আত্মকর্মীশুরু থেকে ডিসেম্বর /১৫ পর্যন্ত২৩৭০ জনএবং ২০১৪ –২০১৫ অর্থ বছরে ৩৫২ জন
(গ) প্রশিক্ষিতযুবশুরু থেকে ডিসেম্বর /১৫ পর্যন্ত৫৩৫৬ জনএবং ২০১৪ –২০১৫ অর্থ বছরে ৪৪২জন

০৩. উল্লেখযোগ্য প্রকল্প ঃ
(ক)কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানসৃষ্ঠিরলক্ষ্যে উপজেলাপর্যায়েপ্রশিক্ষণ জোরদারকরণপ্রকল্প
(খ)ন্যাশনালসার্ভিসকর্মসূচী–ফরিদপুর জেলায় এ প্রকল্পনাইতবেসরকারপর্যায়ে যোগাযোগকরাহলে এ প্রকল্পআনা যেতেপারে ।

০৪. আগামীপাঁচবছরেরপরিকল্পনা ঃ

ক্রমিকনং	পরিকল্পনা	কিউপায়েপরিকল্পনাটিকরা যেতেপারে ।
০১.	গবাদি পশুরখামার, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগীরখামার, হ্যাচারীইত্যাদি প্রকল্পেরক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতিপূরণ বাবদ সাহায্যকরা যেতেপারে ।	বার্ষিকউন্নয়নতহবিলহতেসমাজকল্যাণ ১০% খাতহতেবাসরকারের যথোপযুক্ত খাতহতেআর্থিক সংস্থানকরা যেতেপারে ।
০২.	যুবদের অধিকতর দক্ষতাবৃদ্ধি বাডিজিটালবাংলাদেশ গড়ারলক্ষ্যে উপজেলাপরিষদের উদ্যোগেকম্পিউটারপ্রশিক্ষণ কেন্দ্র করা যেতেপারে ।	১০ টিকম্পিউটার ক্রয় ও প্রয়োজনীআসবাবপত্রএবংকক্ষেরব্যবস্থাসহবাস্থবায়নকরা যেতেপারে । বার্ষিকউন্নয়নতহবিলহতেক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পপ্রশিক্ষণ ৭% খাতবাসরকারের যথোপযুক্ত খাতহতেআর্থিক সংস্থানকরা যেতেপারে ।
০৩.	যুবদের খেলাধুলায় সম্পৃক্ত করারলক্ষ্যে যুবসংগঠন ও যে সব ইউনিয়নেবড়বড় খেলারমাঠআছেতাদের ক্রীড়াসামগ্রীবিতরণকরা যেতেপারেপ্রয়োজনে খেলারমাঠনির্মাণবা মেরামতকরা যেতেপারে ।	বার্ষিকউন্নয়নতহবিলহতে ক্রীড়া ও সংস্কৃতি ৫% খাতবাআর্থ সামাজিকঅবকাঠামো ১৩% খাতবাসরকারের যথোপযুক্ত খাতহতেআর্থিক সংস্থানকরা যেতেপারে ।
০৪.	সফলযুব উদ্যোক্তা সৃষ্ঠিরলক্ষ্যে (অর্থাৎযাদের বয়স ১৮ হতে ৩৫ বছর)প্রতিইউনিয়নেপ্রথমপর্যায়েএকটিকরেগবাদি পশুরখামার, বামৎস্য চাষপ্রকল্পবাহাঁস-মুরগীরখামারবাহ্যাচারীপ্রকল্পউপজেলাপরিষদের তহবিলহতেকরা যেতেপারেযাপ্রশিক্ষিতযুবদের দ্বারাউপজেলাপরিষদের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ীপরিচালিতহবে ।পর্যায় ক্রমে প্রতিটিসাবেকওয়ার্ডে এ প্রকল্পবাস্তবায়নকরা যেতেপারে ।	বার্ষিকউন্নয়নতহবিলহতেমৎস্য ও প্রাণীসম্পদ খাত ৫% বাসরকারের যথোপযুক্ত খাতহতেআর্থিক সংস্থানকরা যেতেপারে ।

উপজেলা সমাজসেবা বিভাগঃ-

১। অর্গানোগ্রাম(প্রাতিষ্ঠানিককাঠামো)

ক্রঃ নং	কর্মরতপদেরসংখ্যা (নাম ও মোবাইল নম্বরসহ)	শূন্য পদেরসংখ্যা

	নাম	পদবী /পদেরনাম	মোবাইলনং	
০১	জনাবএ.এস.এমআলীআহসান	উপজেলাসমাজসেবাঅফিসার	০১৭১৫৭৪৮৩০৭	০০
০২	বেগম সোরাইয়া আক্তার আইরিন	ফিল্ডসুপারভাইজার	০১৭১৭১৬৪৩৪৫	০০
০৩	--------------------------	উচ্চমানসহকারী যুক্ত হিসাবরক্ষক	--	০১
০৪	বেগমরাশেদাখানম	ইউনিয়নসমাজকর্মী	০১৯৫৬৮৫২৬৫২	০০
০৫	বেগমজহুরা বেগম	ইউনিয়নসমাজকর্মী	০১৭২৬৭০৪৪০০	০০
০৬	বেগমতহমিনামমতাজ	ইউনিয়নসমাজকর্মী	০১৭৭৮০৪৪৪০১	০০
০৭	বেগমমনোয়ারা বেগম	ইউনিয়নসমাজকর্মী	০১১৯০১১৪০৯৫	০০
০৮	বেগমলিপিপারভীন	ইউনিয়নসমাজকর্মী	০১৭২৩৯৬২০৯০	০০
০৯	বেগমআরিফা বেগম	ইউনিয়নসমাজকর্মী	০১৭২২১৬৩৬৮৯	০০
১০	জনাব মোঃআশরাফুলইসলাম	ইউনিয়নসমাজকর্মী	০১৭২৮৩৬৯২১০	০০
১১	জনাবমৃর্ধা মোঃহাসান	কারিগরীপ্রশিক্ষক	০১৭২১৯৩৪২৫৩	০০
১২	বেগমহালিমা বেগম	কারিগরীপ্রশিক্ষক	০১৭১৩৫০০০১৯	০০
১৩	-------------------------------	কারিগরীপ্রশিক্ষক	----	০১
সর্বমোট				০২

অত্রকার্যালয়ে প্রেষণেকর্মরত

০১	মোঃবিল্লাল হোসেন	অফিসসহকারী যুক্ত কম্পিউটারমুদ্রাক্ষরিক	০১৭২০৫২২৩৩৩	সংযুক্ত
০২	বেগমমনোয়ারা বেগম	কারিগরীপ্রশিক্ষক	০১৭২২৩৩২০৮০	সংযুক্ত
০৩	মোঃআলাউদ্দিন	অফিসসহায়ক	০১৭২৫৮৬১৪৩০	সংযুক্ত
০৪	মোঃ মনিরুজ্জামান চৌধুরী	অফিসসহায়ক	০১৬৭২৭১৩৪৬৪	সংযুক্ত

২। পরিসংখ্যানগততথ্যঃ

(ক) সামাজিকনিরাপত্তা বেষ্টনীঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ	উপকার ভোগীরমোটসংখ্যা	মাসিকহার
০১	বয়স্ক ভাতা	৭৪৩৮জন	৪০০/- হারে
০২	বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাভাতা	১৬১৪জন	৪০০/- হারে
০৩	অস্বচ্ছলপ্রতিবন্ধীভাতা	১০৮০জন	৫০০/-হারে
০৪	বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মানীভাতা	৩৮৬জন	৮০০০/-হারে
০৫	দলিত,হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীরজীবনমানউন্নয়নেবিশেষভাতা	৮৭জন	৪০০/-হারে

খ) শিক্ষাউপবৃত্তি

১। প্রতিবন্ধীশিক্ষাউপবৃত্তি

ক্রঃ নং	বিবরণ	উপকার ভোগীরমোটসংখ্যা	মাসিকহার
০১	প্রাথমিক স্তর	৮৮ জন	৩০০/-হারে
০২	মাধ্যমিক স্তর	৭০জন	৪৫০/-হারে
০৩	উচ্চতরমাধ্যমিক স্তর	১৯জন	৬০০/-হারে

২। দলিত, হরিজন,বেদে জনগোষ্ঠিরশিক্ষার্থীদের জীবনমানউন্নয়নেশিক্ষাউপবৃত্তিঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ	উপকার ভোগীরমোটসংখ্যা	মাসিকপ্রদেয় হার
০১	প্রাথমিক স্তর	৩৫ জন	৩০০/-হারে
০২	মাধ্যমিক স্তর	১৯জন	৪৫০/-হারে

০৩	উচ্চতর স্তর	১১ জন	৬০০/-হারে
০৪	উচ্চতর স্তর (অনার্স -মাস্টার্স)	০৯জন	১০০০/-হারে

(গ) ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ	বিনিয়োককৃত টাকা
০১	পল্লীসমাজসেবাকার্যক্রম (আরএসএস)	৪৩,৮৬,০০০/-
০২	পল্লীমাতৃকেন্দ্র (আরএমসি)	১১,৩৫,০০০/-
০৩	এসিডদগ্ধ ও শারীরিকপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনবার্সন (ক্ষুদ্র ঋণ) কার্যক্রম	১৫,২৯,৮৩৭/-
০৪	পল্লীসমাজসেবাকার্যক্রম (আরএসএস) ৬ ষ্ঠ পর্ব	১১,৪২০০০/-
০৫	আশ্রয়নপ্রকল্প	৫,৭৪০০০/-
০৬	পল্লীসমাজসেবাকার্যক্রম (২০১১-২০১৫)	৩০,৫০,০০০/-
০৭	পল্লীসমাজসেবাকার্যক্রম (আরএসএস) বিশেষ	১৪,৯৬,৫০০/-

(ঘ) রেজিষ্ট্রেশনপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবীসমাজকল্যাণ সংস্থা-১১৩টি

(ঙ) ক্যাপিটেশনগ্র্যান্টপ্রাপ্ত বেসরকারিএতিমখানাঃ

ক্রঃ নং	ক্যাপিটেশনগ্র্যান্টপ্রাপ্ত বেসরকারিএতিমখানারসংখ্যা	মোটক্যাপিটেশনগ্র্যান্টপ্রাপ্তএতিমেরসংখ্যা	*বার্ষিকপ্রদের টাকা (মাসিক ১০০০/- হারে)*
০১	১১ টি	৬০৯	৭৩,০৮,০০০/-

৩। উল্লেখযোগ্য প্রকল্প ঃ

(ক) প্রতিবন্ধী সনাক্তকরণ জরিপকর্মসূচী

(খ) পল্লীসমাজসেবাকার্যক্রম (২০১১-১৫)

(গ) ক্যান্সার,কিডনী,লিভারসিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগীরআর্থিক সহায়তাকর্মসূচী

৪। আগামীপাঁচবছরেরপরিকল্পনাঃ

পরিকল্পনা	কিউপায়েপরিকল্পনাটিবাস্তবায়িতহবে
সকলবয়স্ক ব্যক্তিদের জরীপকরা	উপজেলাপরিষদের মাধ্যমে
ক্ষুদ্র ঋণ দেবার পূর্বে সুবিধাভোগীদের প্রশিক্ষণেরব্যবস্থা করা	উপজেলাপরিষদের মাধ্যমে

উপজেলা সমবায় বিভাগ ঃ

০১। অর্গানোগ্রাম (প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো)

কর্মরত পদের সংখ্যা (নাম ও মোবাইল নম্বর সহ)	শুন্য পদের সংখ্যা
পদের সংখ্যা -০১টি সাখাওয়াৎ হোসেন, উপজেলা সমবায় অফিসার ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর।মোবাইল নং০১৭৭২৮৯৯৩০৫,	-
পদের সংখ্যা ঃ ০২টি, ০১। আব্দুল কাদের মিয়া, সহকারী পরির্দক, মোবাইল নং ০১৮৬৫-৪৯৪২৫০,	-
০২। গোলাম হায়দার হোসেন, সহকারী পরিদর্শক মোবাইল নং ০১৭২০-১৫৪৫০০,	-
পদের সংখ্যা ঃ ০১টি, আব্দুল হাকেম মিয়া, অফিস সহকারী,	-

মোবাইল নং ০১৭৩৯-৭৭২৪৬৬	
পদের সংখ্যা ঃ ০১টি মোঃ মিজানুর রহমান বিশ্বাস, অফিস সহায়ক, মোবাইল নং ০১৯১৩-৮২৯৫৬০	-

০২। পরিসংখ্যানগত তথ্য ঃ

০১) সমবায় সমিতির সংখ্যা ঃ ৫৭৩টি
০২) সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা ঃ ২০৪১৫জন
০৩) কার্যকরী মূলধন ঃ ৩৮৫৯.১০(লক্ষ টাকায়)
০৪) বিনিয়োগকৃত মূলধন ঃ ৩৭২৫.৭৫(লক্ষ টাকায়)
০৫) লভ্যাংশ বিতরণের পরিমান ঃ ২১.৫২(লক্ষ টাকায়)
০৬) কর্ম সংস্থান ঃ ক) ১০০ জনের সরাসরি কর্ম সংস্থান করা হয়েছে।
খ) ২০০ জনের স্বকর্ম সংস্থান।

০৩। উল্লেখযোগ্য প্রকল্প ঃ উল্লেখযোগ্য কোন প্রকল্প নেই।

০৪। **আগামী পাঁচ বছরের পরিকল্পনা ঃ**

পরিকল্পনা	কি উপায়ে পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হবে
দুগ্ধ উৎপাদনকারী প্রকল্প	সমবায় অধিদপ্তরের মাধ্যমে
সমবায়ের মাধ্যমে কর্মসংস্থান	১০০জন সমবায়ীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বকর্মে সংস্থান করা ।
১৫০টি অকার্যকর সমবায় সমিতি বাতিল	আইন ও বিধি মোতাবেক

বাংলাদেশ পল্লীউন্নয়ন বোর্ড

পল্লী ভবন”

ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর।

প্রতিষ্ঠানের নাম	কর্মকর্তা/কর্মচারী					সংক্ষিপ্ত কাজের বিবরণ
	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	মোট	
বাংলাদেশ পল্লীউন্নয়ন বোর্ড (বি.আর.ডি.বি)	১	১	১	০	৩	বাংলাদেশ পল্লীউন্নয়ন বোর্ড,সদর দপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়িত বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে থাকে।বি.আর.ডি.বি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি সরকারের রাজস্ব খাত থেকে নির্বাহ হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ পল্লীউন্নয়ন বোর্ড(বি.আর.ডি.বি) এর মাধ্যমে ফরিদপুর সদর উপজেলায় চলমান প্রকল্প/কর্মসূচীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

ক্রঃনং	প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম	কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা					প্রকল্প/কর্মসূচীর সংক্ষিপ্ত কাজের বিবরণ
		১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	মোট	
০১।	ফরিদপুর সদর উপজেলা	–	–	৪	১	৫	গ্রামীন কৃষকদের সংগঠিত করে সমবায় বিভাগ

	কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ (ইউ.সি.সি.এ)						কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত প্রাথমিক সমিতি নিয়ে ইউসিসিএর কার্যক্রম চলে। শস্য উৎপাদনের জন্য উপকরন সরবরাহ , ঋণ কার্য্যক্রম পরিচালনা মূল কাজ।প্রাথমিক সমিতির প্রতিনিধি দ্বারা নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে । যার সদস্য সচিব ইউআরডিও।
০২।	উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান কর্মসূচী (পি ই পি)	−	৩	২৩	৩	২৯	গ্রামীণ দরিদ্রদের নিয়ে অনানুষ্ঠানিক দল গঠন, প্রশিক্ষনদান ও কর্মকান্ড ভিত্তিক ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ।
০৩।	একটি বাড়ি একটি খামার	−	১	১৪	−	১৫	ওয়ার্ড ভিত্তিক দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে নিয়ে দল গঠন করে পুজিঁ গঠনে সহায়তা করা এবং কর্মকান্ড ভিত্তিক ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ।প্রকল্পটি সম্পূর্ণ সরকারের সহায়তাপুষ্ট।
০৪।	পল্লী প্রগতি প্রকল্প	−	−	১	−	১	গ্রামীণ দরিদ্রদের নিয়ে অনানুষ্ঠানিক দল গঠন করে কর্মকান্ড ভিত্তিক ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ।
০৫।	সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী (সদাবিক)	−	−	২	−	২	গ্রামীণ দরিদ্রদের নিয়ে অনানুষ্ঠানিক দল গঠন করে কর্মকান্ড ভিত্তিক ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ।
০৬।	অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা	−	−	−	−	−	অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের আত্ম কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে স্বল্প সুদে ঋণ বিতরণ করা।
০৭।	অংশীদারিত্ব মূলক পল্লীউন্নয়ন প্রকল্প −২ (পিআরডিপি-২)	−	১	−	−	১	সদর উপজেলার অম্বিকাপুর ও মাচ্চর ইউনিয়নে প্রকল্পটি চলমান। সুবিধাভোগীদের ২০%, ইউনিয়নের ১০% এবং প্রকল্পের ৭০% অর্থায়নে গ্রামের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্কীম বাস্তবায়ন করে এবং প্রশিক্ষন প্রদান।
০৮।	দুঃস্থ পরিবার উন্নয়ন সমিতি (দুপউস)	−	−	১	১	২	গ্রামীণ দরিদ্রদের নিয়ে অনানুষ্ঠানিক দল গঠন করে কর্মকান্ড ভিত্তিক ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ।ঈশানগোপালপুর ইউনিয়নে প্রকল্পটির কার্যক্রম চলমান আছে।
০৯।	আদর্শ গ্রাম-২	−	−	−	−	−	আদর্শ গ্রাম প্রকল্প বাসিন্দাদের নিয়ে অনানুষ্ঠানিক দল গঠন করে কর্মকান্ড ভিত্তিক ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ।
১০।	গুচ্ছ গ্রাম প্রকল্প	−	−	−	−	−	গুচ্ছ গ্রাম প্রকল্প বাসিন্দাদের নিয়ে অনানুষ্ঠানিক দল গঠন করে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে কর্মকান্ড ভিত্তিক ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ।
১১।	অপ্রধান শস্য উৎপাদন,সংরক্ষন, প্রক্রিয়া করণ ও বাজারজাত করণ কর্মসূচী (২য় পর্যায়)	−	−	১	−	১	অপ্রধান শস্য তথা তৈল, মসলা, ডাল জাতীয় শস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে সদস্য বাছাইয়ের মাধ্যমে দল গঠন করে সদস্যদের প্রশিক্ষন প্রদান মূল কাজ। সদস্যদেরকে রেয়াতী ৪% সুদে কৃষি ব্যাংক থেকে ঋণ পেতে সহায়তা করা।

বাংলাদেশ পল্লীউন্নয়ন বোর্ড
"পল্লী ভবন"
ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর।

বাংলাদেশ পল্লীউন্নয়ন বোর্ড,সদর দপ্তর,ঢাকা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়িত বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচী মাঠ পর্যায়ে অর্থাৎ উপজেলা পর্যায়ে বাস্তবায়ন করে থাকে।ফরিদপুর সদর উপজেলায় দরিদ্র জনগোষ্ঠির উন্নয়ন কল্পে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। বিআরডিবি সদর উপজেলার কার্যক্রম সংক্ষেপ নিম্নরুপঃ-

১। চলমান প্রকল্প/ কর্মসূচী	ঃ	১১ টি।
২। সমিতি/ দল গঠন (মোট)	ঃ	৮৮১ টি।
২০১৫-১৬ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	ঃ	৪৫ টি।
৩। সদস্য অন্তর্ভূক্তী (মোট)	ঃ	২২৫০১ জন/ পরিবার।
২০১৫-১৬ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	ঃ	১০০০ জন/ পরিবার।
৪। প্রশিক্ষন প্রদান	ঃ	১৯২১৫ জন।
২০১৫-১৬ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	ঃ	১২০০জন।
৫। সদস্যদের পুজিঁ / সঞ্চয় জমা (মোট)	ঃ	৫৪৩.৮৪ লক্ষ টাকা।
২০১৫-১৬ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	ঃ	১৪০.০০ লক্ষ টাকা।
৬। ঋণ তহবিল প্রাপ্তি	ঃ	৮১২.৬২ লক্ষ টাকা।
৭। ঋণ বিতরণঃ-(২০১৪-১৫ অর্থবছর)		
বছরে লক্ষ্যমাত্রা	ঃ	১২১২.৬৮ লক্ষ টাকা।
বছরে বিতরণ	ঃ	১০৬৯.৮৭ লক্ষ টাকা।
বছরে বিতরণ হার	ঃ	৮৯%।
২০১৫-১৬ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা	ঃ	১৪০০.০০ লক্ষ টাকা।
৮। ঋণ আদায় ঃ-(২০১৪-১৫ অর্থবছর)		
বছরে লক্ষ্যমাত্রা	ঃ	১০২০.৭৪ লক্ষ টাকা।
বছরে আদায়	ঃ	৯৬৩.৮২ লক্ষ টাকা।
বছরে আদায় হার	ঃ	৯৪%।

ক্রঃ নং	পরিকল্পনা	কি উপায়ে পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হবে
০১	দারিদ্র বিমোচন	একটি বাড়ি একটি খামারসহ অন্যান্য প্রকল্প/কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রতিটি ওয়ার্ডে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খামার সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যক্তি তথা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হারে দারিদ্রতার হার কমিয়ে আনা হবে। সরকারের উন্নয়ন ও রাজস্ব তহবিলের মাধ্যমে পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হবে।
০২	অংশীদারিত্ব, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতামূলক উন্নয়ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-০৩ এর মাধ্যমে পল্লীর অবহেলিত এলাকার রাস্তাঘাট, বাজার, স্কুলসহ বিভিন্ন স্থানে অংশীদারিত্বমূলক ছোট ছোট উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাবে পল্লীর উন্নয়ন সাধন করা। স্থানীয় সরকার, স্থানীয় জনগনের নিজস্ব তহবিল ও সরকারের উন্নয়ন তহবিলের মাধ্যমে পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হবে।
০৩	পল্লীর জনগনের সচেতনতামূলক পশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আত্ম-সচেতনতা সৃষ্টি ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে স্বক্রীয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।	প্রতিটি ওয়ার্ডে সরকারি/বেসরকারি ভাবে একটি উন্নয়ন টীম গঠনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড এর জনগনের প্রয়োজনীয় সচেতনতার ধরণ চিহ্নিত করে টার্গেট গ্রুপ তৈরি করা। প্রতিটি গ্রুপকে আলাদা আলাদা ভাবে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে আত্ম-সচেতনতা সৃষ্টি ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে স্বক্রীয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন

		তহবিল দ্বারা প্রকল্পটি পরিচালিত হতে পারে।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ

০১। অর্গানোগ্রামঃ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নাম	পদের নাম	মোবাইল নম্বর	মন্তব্য
০১	জনাব মাহবুবা আক্তার	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	০১৭১২০৪২০৯২	
০২	জনাব প্রহলাদ বিশ্বাস	উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার	০১৭২৮৭২২৭৮৭	
০৩	শূন্য পদ	সহকারী মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার		
০৪	শূন্য পদ	হিসাবরক্ষক		
০৫	মাহফুজা পারভীন	অফিস সহকারী /ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	০১৭২১৪০৪২৬৯	
০৬	মোঃ সেলিম রেজা	এম.এল.এস.এস	০১৭১৯৫১৮২৪১	
০৭	মোঃ জয়নাল আবেদীন	নৈশ প্রহরী	০১৭৪৭২৮৭২৫০	

০২। পরিসংখ্যান তথ্যঃ

(ক) কলেজ ঃ ১৭টি

(খ) মাধ্যমিক বিদ্যালয় ঃ ৫৭টি

(গ) মাদরাসা ঃ ১৩টি

(ঘ) উপবৃত্তিপ্রাপ্ত কলেজ ঃ ১৭টি

(ঙ) উপবৃত্তিপ্রাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় ঃ ৫৬টি

(চ) উপবৃত্তিপ্রাপ্ত মাদরাসা ঃ ১৩টি

(ছ) মাধ্যমিক পর্যায়ে মোট শিক্ষক সংখ্যা ঃ ৮৫২জন।

(জ) মাধ্যমিক পর্যায়ে মোট শিক্ষার্থী সংখ্যাঃ ৪০২৬৫জন।

০৩। উল্লেখযোগ্য প্রোগ্রাম ঃ ০১টি

(ক) মাধ্যমিক পর্যায়ের জন্য ঃ সেকেন্ডারী এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম

০৪। উল্লেখযোগ্য প্রকল্প ঃ ০২টি

(ক) উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প

(খ) স্নাতক পর্যায়ে উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প

০১। বার্ষিক পরিকল্পনা

ক্রমিক	পরিকল্পনা	বাস্তবায়ন
০১	২০১৬ সালে মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম পরিচালনা তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে প্রতি শিক্ষকরে নিকট ল্যাপটপ থাকতে হবে। এবং কৃতিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠান কতৃক প্রনয়ন।	প্রতি শিক্ষকের প্রতি মাসের বেতন থেকে নির্দিস্ট পরিমান অর্থ প্রধান শিক্ষকের নিকট জমা করে প্রতিমাসে একটি করে ল্যাপটপ ক্রয় করে লটারীর মাধ্যমে বিতরণ। এবং নিবিড় পরিদর্শন করে পিবিএম, সিএ, ও সিকিউ বাস্তবায়ন।
০২	প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন	প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগন, স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও আমাদের উর্ধ্বতন কতৃপক্ষের অনুদানের মাধ্যমে
০৩	প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান বিষয়ে অধিক গুরুত্ত দেওয়ার জন্য বিজ্ঞান ল্যাব স্থাপন	প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগন, স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও আমাদের উর্ধ্বতন কতৃপক্ষের অনুদানের মাধ্যমে
০৪	প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে পাঠাগার স্থাপন ও শিক্ষার্থীদের বই পড়ায় উদ্বুদ্ধ করন।	প্রতিষ্ঠানের নিজ উদ্যোগে এবং বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র ও ব্রাক এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন।
০৫	খেলার মাঠ, আসবাবপত্র ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন।	প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগন, স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও আমাদের উর্ধ্বতন কতৃপক্ষের অনুদানের মাধ্যমে

উপজেলা কৃষি ও সেচ

৪। আগামী পাঁচ বছরের কর্ম পরিকল্পনা ঃ

পরিকল্পনা	বাস্তবায়নের উপায়
মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কম্পোস্ট সার উৎপাদন।	কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধকরনের মাধ্যমে ৫০% বাড়ীতে কম্পোস্ট পিট তৈরী করা।ভার্মি কম্পোষ্ট উৎপাদনের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া ও প্রদর্শনী স্থাপন।
নিরাপদ ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে শতভাগ ধানের জমিতে পার্চিং স্থাপন।	প্রত্যেক উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাকে টার্গেট প্রদান করে কার্য্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।
নিরাপদ ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে শতভাগ সবজির জমিতে সেক্সফেরোমন ফাঁদ স্থাপন।	সবজি চাষী কৃষকদেরকে উঠান বৈঠকের মধ্যমে একত্রিত করে প্রশিক্ষন প্রদান করা হবে। বিষমুক্ত সবজী উৎপাদনে কৃষদের উদ্বুদ্ধকরা হবে।
পানি ব্যবস্থাপনায় অডউব্যবহার।	কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধকরনের মাধ্যমে অডউ ব্যবহার করার জন্য অনুপ্রাণিত করা ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ভূগর্ভস্থ পানির চাপ কমানো।
ইউরিয়া সাশ্রয়ের লক্ষ্যে গুট ইউরিয়া ব্যবহার।	কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধকরনের মাধ্যমে গুটি ইউরিয়াব্যবহার করার জন্য অনুপ্রানিত করা ও প্রদর্শনী স্থাপন।
বালাই দমন ব্যবস্থপনায় আলোক ফাঁদ স্থাপন।	প্রত্যেক উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাকে টার্গেট প্রদান। প্রতি ব্লকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আলোর ফাঁদ স্থাপনের মাধ্যমে কীটপতঙ্গ দমনের ব্যবস্থা করা ।
খেজুর,তাল চারা রোপন।	উদ্বুদ্ধকরণ, বিনা মূল্যে বীজ ও চারা বিতরণ।
ধৈঞ্চা বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ।	উদ্বুদ্ধকরণ, বীজ সংরক্ষণ ও সবুজ সার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।
মাশরুম জনপ্রিয় করণ।	উদ্বুদ্ধকরণ,পরিবার জরিপ,কৃষক -কৃষানী প্রশিক্ষণ ও স্পুন প্যাকেট উৎপাদন ও বিনা মূল্যে সরবরাহ।
উচ্চ মূল্য ফসলের আবাদের এলাকা বৃদ্ধিকরণ।	উদ্বুদ্ধকরণ, প্রদর্শনী স্থাপন ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উচ্চমূল্য ফসল যেমন ফল,সবজী ও ফুলের আবাদের এলাকা বৃদ্ধিকরণ।
কৃষি যান্ত্রিকীকরণ তরান্বিত করা	সরকারী ভর্তুকী সহায়তার মাধ্যমে ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে কৃষিতে যন্ত্রপাতির ব্যবহার করা বৃদ্ধি হবে এবং ফসল উৎপাদনের ঘনত্ব বৃদ্ধি করা হবে।

মৌ -চাষ জনপ্রিয়করণ।	**ফসলের পরাগায়ন বৃদ্ধি ও আর্থিক ভাবে লাভবান করার জন্য মৌ-চাষের উপর কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও মৌ-চাষ জনপ্রিয়করণ।**

৭. সপ্তম অধ্যায় ঃ

মনিটরিং ও মূল্যায়ন পদ্ধতি

৭.১ প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি

যেকোন কাজের সঠিক বাস্তবায়নের জন্য মনিটরিং এবং মূল্যায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উপজেলার পরিষদ কর্তৃক গৃহীত এই পরিকল্পনা বাসতবায়নের এবং সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রকল্প এবং স্থানীয় চাহিদার আলোকে এবং আর্থিক বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। এর পূর্বে স্থায়ী কমিটির সুপারিশের আলোকে উপজেলা

প্রকল্প বাছাই কমিটির মতামত গ্রহণ করা হবে এবং সবশেষে উপজেলা পরিষদের মাসিক সভায় তা অনুমোদন করা নেয়া হবে। প্রকল্প সমূহ টেন্ডার কিংবা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে সম্পাদিত করা হবে। প্রকল্পের কাজ চলাকালে প্রতিটি প্রকল্প মনিটরিং এর জন্য একটি মনিটরিং টীম গঠন করা হবে। উক্ত মনিটরিং টীম সময়ে সময়ে সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি সমন্ধে সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটিতে অগ্রগতি এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল করবে। সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটি সভায় আলোচনা পূর্বক তা উপজেলা পরিষদে প্রেরণ করবে। প্রতিটি বিল পরিশোধের পূর্বে কাজের অগ্রগতি এবং মূল্যায়ন সম্পর্কে যথাযথভাবে নিশ্চিত হয়ে বিল পরিশোধ করবে। এছাড়া প্রতিটি প্রকল্পস্থলে একটি পরিদর্শন বহি থাকবে সেখানে পরিষদের সদস্যবৃন্দ এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি পরিদর্শন পূর্বক মূল্যায়ন করে মন্তব্য লিখবেন। উপজেলা পরিষদের মাসিক সভা ছাড়াও বিশেষ সভায় প্রকল্পের অগ্রগতি এবং মূল্যায়ন সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

৭.২ সুশাসন

সুশাসন বর্তমানে পরিচিত একটি শব্দ। নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ প্রশাসনই হচ্ছে সুশাসন। সুশাসন হলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার চর্চা ও জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। এক কথায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও জনকল্যাণমূলক কাজ করা। সুশাসনের ফলে জনগণ মালিকানা বোধ করে ও নাগরিক দায়িত্ববোধে সোচ্চার হয়। ফরিদপুর সদর উপজেলা পরিষদের সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে জুলাই ২০১৭ ইং হতে উপজেলা গর্ভন্যান্স ও উন্নয়ন প্রজেক্ট নামে একটি প্রকল্প চালু রয়েছে।

জনতার মুখোমুখি প্রশাসন

সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ফরিদপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে উপজেলা পরিষদের হস্তান্তরিত সকল বিভাগের কর্মকর্তাসহ ভাইস চেয়ারম্যন, উপজেলা চেয়ারম্যানসহ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) কে নিয়ে উনিয়ন পরিষদে জনতার সম্মুখে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কার্যক্রম সমন্ধে ধারণা প্রদান করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের সেবা পেতে কোন অসুবিধা হয় কিনা সে বিষয়ে তাদের মতামত গ্রহণ করা হয় এবং সে প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

পদ্ধতিগতভাবে মাসিক সভা ঃ

শক্তিশালী ও জবাবদিহিতামূলক উপজেলা পরিষদ গঠনের লক্ষ্যে নিয়মিত মাসিক সভা আয়োজন করা। সুনির্দিষ্ট এজেন্ডা ভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে সভা পরিচালনা করা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। সভায় জনপ্রতিনিধিদের ও উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী কর্মকর্তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা। সভার কার্য বিবরণী তৈরী করা এবং সংশ্লিষ্টদের নিকট প্রেরণ করা। সে লক্ষ্যে মধুখালী উপজেলা পরিষদের নিয়মিত মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

স্থায়ী কমিটির সভা ঃ

কার্যকর উপজেলা পরিষদ গঠনে স্থায়ী কমিটির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফরিদপুর সদর উপজেলা পরিষদে দুইমাস অন্তর অন্তর স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থায়ী কমিটি উপজেলা পরিষদকে বিভিন্ন ইস্যুতে সুপারিশ ও পরামর্শ দান করার মাধ্যমে সক্রিয় রাখে। সুতারাং উপজেলা পরিষদের দিক থেকে বিষয়টিকে পরিকল্পনায় সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

৮. অষ্টম অধ্যায় ঃ

অডিট রিপোর্ট ও উপজেলা পরিচিতি

৮.১ গত অর্থ বছরের অডিট রিপোর্ট ঃ

প্রতি অর্থ বছরের নিয়মিতভাবে অডিট সম্পন্ন হয়।

উপসংহার

যে কোন কর্মকান্ড সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য চাই একটি বাস্তব ভিত্তিক পরিকল্পনা। আর এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য চাই সত্যিকারের উদ্যোগ ও সঠিক কর্মকৌশল নির্ধারণ। সেই সাথে চাই কাজের প্রতি ভালবাসা ও জবাবদিহিতা। সর্বোপরি সকল সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সত্যিকারের জনসেবার মনমানসিকতা। বর্তমান সরকার স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করণের মাধ্যমে উন্নয়নকে জনগনের দোড়গোড়ায় পৌছানো তথা একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মেকাবেলা করার জন্য বদ্ধ পরিকর। এ জন্য উপজেলা গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট উপজেলা পরিষদগুলোকে বাস্তবমূখী পরিকল্পনা প্রনয়নে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে উপজেলার বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সেতু বন্ধন রচিত হবে বলে বিশ্বাস করা যায়। এই পরিকল্পনা প্রনয়নে যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় নাই বিধায় এতে অনেক ভুল ত্রূটিসহ অনেক সীমাব্ধতা রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট কমিটি মনে করে। উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। তাই উন্নয়নের স্বার্থে রচিত এই বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন তথা সংস্কারের কাজ অব্যহত থাকবে। এজন্য সকল শুভানুধ্যায়ী এবং জনসেবকদের মূল্যবান এবং আন্তরিক পরামর্শ বিশেষভাবে প্রয়োজন। সেই সাথে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সকল সরকারী, বেসরকারী এবং জনপ্রতিনিধিসহ সকল স্তরের জনগনের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহন এবং সার্বিক সহয়োগীতা একান্তভাবে প্রয়োজন । তবেই সফল হবে এই বার্ষিক পরিকল্পনার সকল স্বপ্ন ও উদ্দেশকে বাস্তবায়ন করা। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সামগ্রীক উন্নয়ন সম্পর্কিত সূচক অর্জনে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি সরকারের ভিশন ২০২১, ভিশন ২০৪১ অর্জিত হবে এবং গড়ে উঠবে সমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ।

উপজেলা পরিষদ ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর।

(মোঃ আজহারুল ইসলাম)
উপজেলা প্রকৌশলী
ফরিদপুর সদর,ফরিদপুর।

(লিটন ঢালী)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ফরিদপুর সদর,ফরিদপুর।

(মোঃ আব্দুর রাজ্জাক মোল্লা)
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
ফরিদপুর সদর,ফরিদপুর।